সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

Year 11 | Issue 28
06 - 12 SEPTMBER 2024
বর্ষ ১১ | সংখ্যা ২৮
২২ ভাদ্র ১৪৩১
২ রবিউল আওয়াল ১৪৪৬হি.

যাত্রী হয়রানী বন্ধে কঠোর পদক্ষেপ

বদলে গেছে বিমানবন্দর

- হেল্প ডেস্কে দিনরাত কাজ করছে ৫৪ কর্মী
- বিনামূল্যে ওয়াইফাই সুবিধা
- ১০ ফ্রি টেলিফোন বুথ চালু
- বন্ধ হয়েছে লাগেজ কাটা-চুরি
- নেই ঘাটে ঘাটে হয়রানি

দেশ ডেস্ক, ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ : হয়রানির পরিবর্তে স্বস্তি। শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে টেলিফোন সেবা-হেল্পডেস্ক থাকলেও এতদিন তা কাজে আসেনি যাত্রীদের। এবার সেগুলো চালুর পাশাপাশি মিলছে ফ্রি ওয়াইফাইসহ নানা সুবিধা। লাগেজ কাটা বা চুরি ঠেকাতে নেওয়া হয়েছে সতর্কতা। দ্রুত লাগেজ ছাড় পেয়ে স্বস্তি জানাচ্ছেন প্রবাসীরা। সিভিল অ্যাভিয়েশন কর্তৃপক্ষ জানায়, যাত্রীসেবায় কোনো আপোস হবে না।

যাত্রী লাঞ্ছনা, লাগেজ কেটে চুরি, ইমিগ্রেশন পুলিশ, কাস্টমসসহ ঘাটে ঘাটে হয়রানি অব্যবস্থাপনা-অনিয়মই যেন হয়ে উঠেছিল শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নিত্যদিনের স্বাভাবিক। তবে এবার পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছে এখানেও। বদলেছে যাত্রী সেবা। হেল্প ডেস্কে দিনরাত কাজ করছেন ৫৪ জন কর্মী। বিনামূল্যে এক ঘণ্টা করে ওয়াইফাই সুবিধাও পাচ্ছেন যাত্রীরা। বিমানবন্দরে পৌঁছে স্বজনদের সঙ্গে যোগাযোগের ঝক্কি কমাতে চালু হয়েছে ১০টি টেলিফোন বুথ। কথা বলা যাচ্ছে বিনামূল্যে।

যাত্রীরা বলছেন, ---- ২২ নং পৃষ্ঠা ...

বিডিআর বিদ্রোহ নিয়ে সোহেল তাজকে হাসিনা

আমেরিকায় বসে তুমি বেশি বুইঝো না আমি দেখতেছি

২২ নং পৃষ্ঠা ...

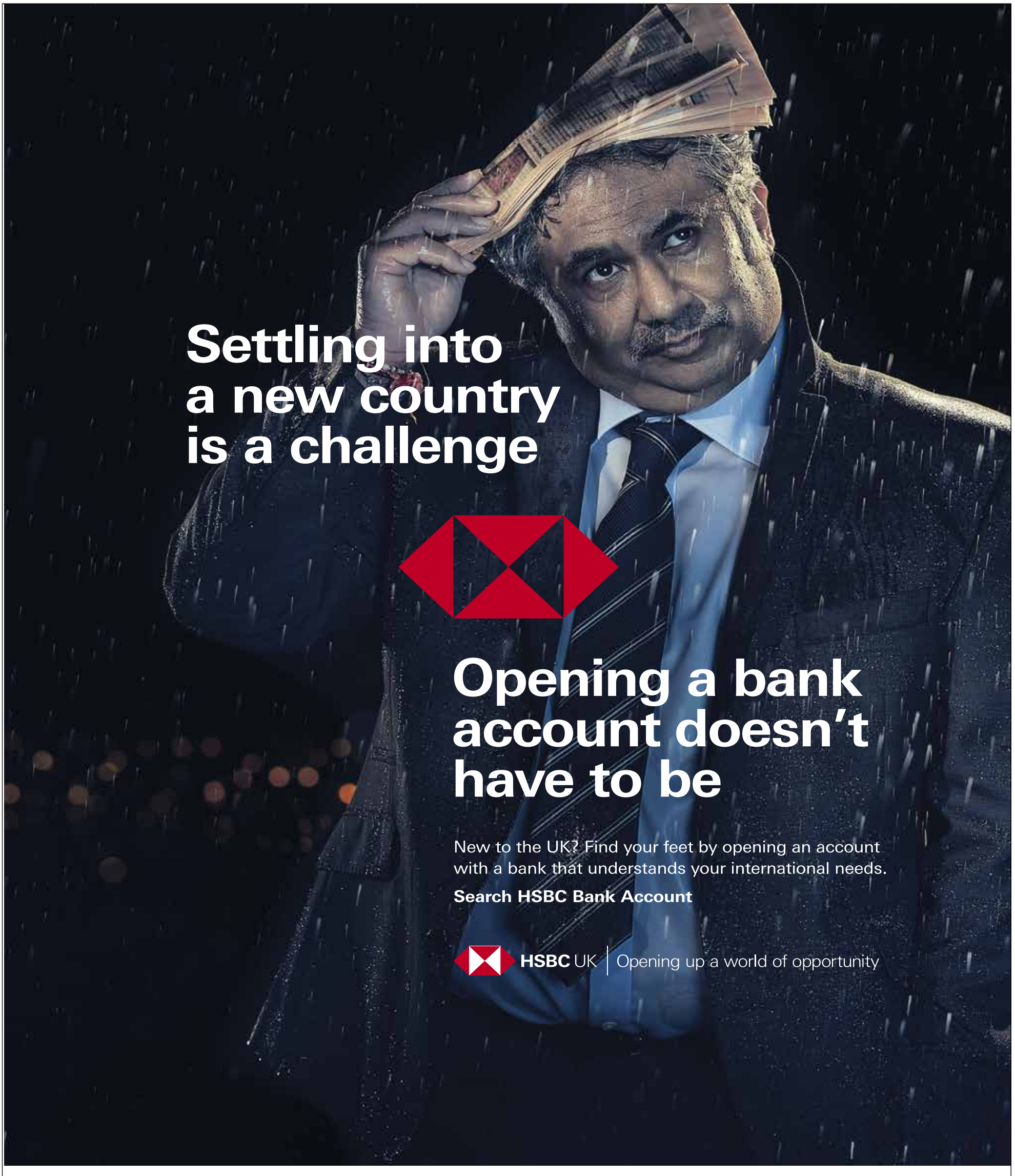

Aged 18 or older only. Eligibility criteria applies.
Issued by HSBC UK Bank plc, 1 Centenary Square, Birmingham, B1 1HQ, United Kingdom. ©HSBC Group 2024. AC65124

CURRENT ACCOUNT SWITCH GUARANTEE

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

বৃটেনজুড়ে
প্রতি শুক্রবার আপনার মসজিদে
সপ্তাহজুড়ে ফ্রি গ্রোসারী শপে

যুক্তরাজ্যে নির্বাচনের দিন আলোচিত আটকের ঘটনা

চূড়ান্তভাবে অব্যাহতি পেলেন তিন যুবক

দেশ ডেস্ক, ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ : টাওয়ার হ্যামলেটসে প্রো-প্যালেস্টাইন (ফিলিস্তিন সমর্থক) তিন এক্টিভিস্টকে গ্রেপ্তারের ঘটনায় তারা সংবাদ সম্মেলন করেছেন। গত ৩০ আগস্ট শুক্রবার দুপুরে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তারা দাবি করেন, পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করলেও তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের মতো কোনো প্রমাণ দাঁড় করাতে পারেনি। তাই তাদের চূড়ান্তভাবে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। তাদের অভিযোগ, এই গ্রেপ্তারের ঘটনা রাজনৈতিক সেন্সরশিপ এবং ভিন্নমত দমনের মতো পরিস্থিতি তৈরী করেছে। এতে তারা চরম উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন ---- ২২ নং পৃষ্ঠা ...

ইংলিশ চ্যানেলে নৌকাডুবি ১২ জনের করুণ মৃত্যু

দেশ ডেস্ক, ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ : যুক্তরাজ্যে যাওয়ার পথে ইংলিশ চ্যানেলে নৌকাডুবির ঘটনা ঘটেছে। এতে অন্তত ১২ অভিবাসীর মৃত্যু হয়েছে বলে জ ---- ২২ নং পৃষ্ঠা ...

দুদকের নজরে ৩০০ প্রভাবশালী

দেশ ডেস্ক, ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ : ৫ই আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের আগে অনেকটা নীরব ছিল দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। তবে সরকারের পালাবদলে রাতারাতি পালটে যায় সংস্থাটির কার্যক্রম। গত মাস থেকেই একের পর এক প্রভাবশালী ব্যক্তি যারা দলীয় ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে গত ১৬ বছরে হাজার কোটি টাকার মালিক হয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান শুরু করেছে দুদক। এরই মধ্যে তিন শ' জ নের তালিকা ধরে এগুতে শুরু করেছে মোহাম্মদ মঈন উদ্দীন আবদুল্লাহ কমিশন। দুই সপ্তাহের বেশি সময়ে ৭০ জনের বেশি সংখ্যক আওয়ামী লীগ সরকারের মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, ব্যবসায়ী ও পুলিশের কর্মকর্তাসহ সুবিধাভোগীদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান শুরু করেছে দুদক। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ- ক্ষমতার অপব্যবহার, ঘুষ, ব্যাংক ও শেয়ার বাজার কেলেঙ্কারি, অর্থ পাচার, নিয়োগ বাণিজ্য, টেন্ডারবাজি, কমিশন বাণিজ্য, সরকারি ও বেসরকারি জমি-সম্পত্তি দখল, লুটপাটসহ নানা অনৈতিক সুবিধা নিয়েছেন আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে। সূত্রে জানা যায়, অনুসন্ধান শুরুর আ ---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

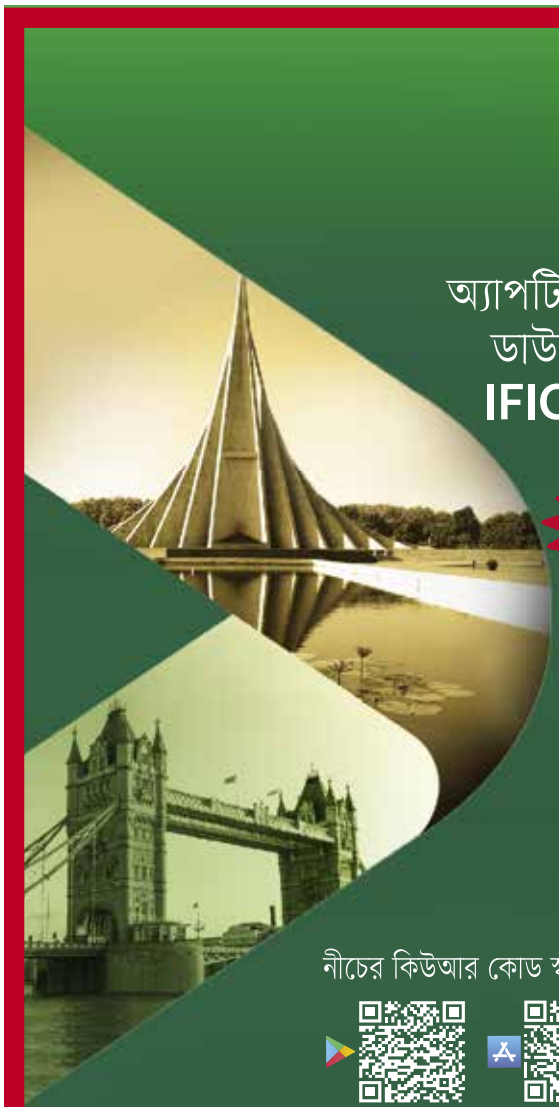

IFIC MONEY UK

অ্যাপটি প্লে স্টোর/অ্যাপ স্টোর থেকে
ডাউনলোড করতে টাইপ করুন
IFIC Money Transfer UK

টাকা পাঠান বাংলাদেশে

50% DISCOUNT ON FEE
When you will use promo code 'DESH'

কম খরচে - নিরাপদে - নিশ্চিন্তে

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:

- কম খরচ ও সেরা এক্সচেঞ্জ রেট
- সেবায়-আস্থায় ৫ স্টার রেটিং প্রাপ্ত
- ২৪ ঘণ্টা মোবাইল অ্যাপ/ওয়েব ব্রাউজারের মাধ্যমে টাকা পাঠানো যায়
- টেলিফোন রেমিটেন্স ও শাখায় ফিজিক্যাল রেমিটেন্স সুবিধা
- পিন নম্বর বা ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে আইএফআইসি ব্যাংক এর ১৩৮০ টিরও বেশী শাখা-উপশাখা থেকে দিনে দিনেই অর্থ উত্তোলন সুবিধা
- দেশের যেকোনো ব্যাংকের একাউন্টে পরবর্তী কার্যদিবসেই টাকা পৌঁছে যায়

নীচের কিউআর কোড স্ক্যান করুন

সরাসরি লগ-ইন:
https://online.ificuk.co.uk

0207 247 9670

IFIC Money Transfer [UK] Limited
(আইএফআইসি ব্যাংক লিমিটেড, বাংলাদেশ-এর একটি প্রতিষ্ঠান)
Head Office: 18 Brick Lane, London E1 6RF, UK
www.ificuk.co.uk
A Subsidiary of IFIC

FCA FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY Authorised

আদালতের নাজিরের কাছে ২ লাখ টাকা চাঁদা দাবি, ছাত্রদল কর্মীসহ আটক ৩

সিলেট প্রতিনিধি, ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪: বিএনপি নেতার নামে সুনামগঞ্জ জেলা ও দায়রা জজ আদালতের নাজিরের কাছে দুই লাখ টাকা চাঁদা দাবির অভিযোগে তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ। গত ২ সেপ্টেম্বর সোমবার শহরের জজ আদালতে এ ঘটনা ঘটে। আটক ব্যক্তিরা হলেন-সাইফুল ইসলাম রাহি (২৭), মুস্তাক আহমেদ (৩০) ও আইনজীবী সহকারী কবির হোসেন (৩২)। এর মধ্যে দুজন ছাত্রদলের কর্মী এবং জেলা যুবদলের সভাপতি আবুল মনসুর শওকত ও ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক নাসিম চৌধুরীর অনুসারী বলে জানা গেছে।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল আহাদ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, 'জেলা ও দায়রা জজ আদালতের নাজিরের কাছে চাঁদা দাবি করায় আমরা তিনজনকে আটক করেছি। অভিযোগকারী মামলা দায়ের করার পর আসামিদের আদালতে সোপর্দ করব।'

তিনি বলেন, 'হঠাৎ করে কেন এভাবে একজন নাজিরের কাছে চাঁদা দাবি করা হলো? জড়িতদের বিরুদ্ধে তদন্ত সাপেক্ষে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'

জানা যায়, শহরের জজকোর্ট এলাকায় বিএনপি নেতার নামে আদালতের নাজির মোহাম্মদ গোলাম কিবরিয়ার কাছে দুই লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেন আটক ব্যক্তিরা। পরে ওই তিনজনকে আটকে রেখে বিষয়টি জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদককে জানানো হয়। তিনি আটক ব্যক্তিদের (চাঁদাবাজ) বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পুলিশকে অনুরোধ করেন। খবর পেয়ে সদর থানা-পুলিশ তাঁদের আটক করে থানায় নিয়ে যায়।

এ বিষয়ে কথা বলতে জজ আদালতের নাজির মোহাম্মদ গোলাম কিবরিয়ার মোবাইল ফোনে কল করা হলে সাড়া না পাওয়ায় তাঁর বক্তব্য জানা যায়নি।

জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম নুরুল বলেন, 'বিএনপির নামে কেউ চাঁদা দাবি করলে তাকে আটক করে পুলিশে দেওয়ার জন্য আমরা সবাইকে বলেছি। জেলা বিএনপির ইমেজ জনগণের কাছে নষ্ট করতে এ চক্রান্ত করা হচ্ছে।'

তিনি বলেন, 'সামনে নির্বাচন আমরা সেভাবেই দলকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। আমাদের নেতা তারেক রহমানও বিভাগীয় আলোচনায় এ নির্দেশনা দিয়েছেন যে কেউ যদি বিএনপির সঙ্গে থেকে চাঁদাবাজি বা অন্য কোনো অপকর্মে লিপ্ত হয়; তাদের বিরুদ্ধে দল কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। কাউকে ছাড়া দেওয়া হবে না।'

ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে আরও চার মামলার প্রস্তুতি ছিল দুদকে

ঢাকা, ৪ সেপ্টেম্বর : গ্রামীণ টেলিকমের কর্মীদের লভ্যাংশের ২৫ কোটি ২২ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ এনে শান্তিতে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে মামলা করেছিল দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। সংস্থাটির অন্য মামলাগুলো যেখানে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে সেখানে এই মামলাটির কার্যক্রম চলে অনেকটা বিদ্যুৎগতিতে। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে তার বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করে দুদক। শুরু হয়ে যায় বিচারকার্যও। কিন্তু হঠাৎ গত ৫ই আগস্ট ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের পর পাে যায় দৃশ্যপট। ৮ই আগস্ট প্রফেসর ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত হয় অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। ১১ই আগস্ট প্রফেসর ইউনূসের বিরুদ্ধে করা দুদকের মামলা প্রত্যাহার করা হয়। ৫ই আগস্টের আগে আওয়ামী লীগ সরকার ও গোয়েন্দা সংস্থার তৎপরতায় দুদকে ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে আরও চারটি মামলা করার প্রস্তুতি চলছিল। এসব মামলায় প্রফেসর ইউনূসের পরিবারের সদস্যদের জড়ানোর পরিকল্পনা করা হয়েছিল। কিন্তু প্রেক্ষাপট বদলে যাওয়ায় ওইসব মামলার ভবিষ্যৎ শেষ হয়ে যায়।

দুদক সূত্র জানায়, ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে দায়ের করা আগের মামলাটিও আওয়ামী লীগ সরকারের প্রেসক্রিপশনে করেছিল দুদক।

মূলত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত ইচ্ছা থেকেই মামলা করা হয় তার বিরুদ্ধে। এমনকি অতিদ্রুত অভিযোগপত্র দাখিলের নির্দেশও দেয়া হতো বলে জানা গেছে।

সূত্র আরও দাবি করেছে, একটি মামলা দিয়ে ইউনূসকে আটকানো যাচ্ছিল না বলে আরও চারটি মামলার প্রস্তুতি নেয়া হয়। যেখানে ড. ইউনূসের পরিবারের সদস্যদের আসামি করার পরিকল্পনা করা হয়। আর এই কাজে সক্রিয় ছিলেন দুদকের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ

মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ ও তার দুই কমিশনার।

দুদকের এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করা শর্তে বলেন, চলতি বছরের জুন মাসে গ্রামীণ ব্যাংকের অনিয়মের চিত্র তুলে ধরে একটি অভিযোগ জমা পড়ে দুদকে। সেই অভিযোগটি যাচাই-বাছাই শেষে খুব দ্রুত অনুসন্ধানের জন্য আমলে নেয় কমিশন। ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে যে অনুসন্ধান দলটি আগের মামলার কাজ করেছিল সেই দলকেই অনুসন্ধানের দায়িত্ব দেয়া হয়।

তিনি আরও বলেন, একটি অভিযোগের আদলে একাধিক মামলার ছক করা হয়েছিল যেখানে ড. ইউনূসের পুরো পরিবারের সদস্যদের আসামি করার পরিকল্পনা করা হয়। গত ২৬শে জুন গ্রামীণ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নূর মোহাম্মদ দুদকের প্রধান কার্যালয়ে একটি লিখিত অভিযোগ দেন। অভিযোগটি দায়েরের প্রথম সপ্তাহেই অনুসন্ধানের জন্য অনুমোদন দেয় দুদক। সংস্থাটির এক কর্মকর্তা বলেন, আসলে অভিযোগটি গ্রামীণ ব্যাংকের পক্ষ থেকে করা হলেও মূলত তার নেপথ্যে কাজ করে একটি গোয়েন্দা সংস্থা। শেখ হাসিনার নির্দেশেই এ অভিযোগ তৃতীয়পক্ষকে দিয়ে করানো হয়।

দুদকের ওই কর্মকর্তা আরও বলেন, গোয়েন্দা সংস্থার ৭ থেকে ৮ জন কর্মকর্তা প্রতিদিন দুদকে আসতেন। ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে মামলার তারাই সব সাজিয়ে দেন। এমনকি একজন আইনজীবীও সঙ্গে নিয়ে আসতেন যিনি আইন সংক্রান্ত নানা পরামর্শ দিতেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, আওয়ামী লীগ সরকারের নির্দেশনায় দুদকের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ ও দুই কমিশনার মো. জহুরুল হক (তদন্ত) এবং মোসা. আছিয়া খাতুন (অনুসন্ধান) ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। যখন যে বিষয়ে ওহী আসতো তা নিয়ে কাজ করার নির্দেশনা দিতেন কমিশনের কর্মকর্তাদের। ড. ইউনূসের মামলার বেলাতেও একই অবস্থা হয়েছিল বলে দুদকের একাধিক কর্মকর্তা জানিয়েছেন।

ভারতে কাজের খোঁজে গিয়ে যেভাবে কিডনি হারালেন তিন বাংলাদেশি

ঢাকা, ৪ সেপ্টেম্বর : বলিউড ফিল্ম 'রান'র কথা মনে পড়ে? ২০০৪ সালে নির্মিত 'রান' ছবিতে দেখানো হয়েছিল কীভাবে কর্মসংস্থানের সন্ধানে এক যুবক দিল্লিতে ছুটে যান এবং সেখানে কিডনি প্রতিস্থাপন চক্রের ফাঁদে পড়েন। দুই দশক আগের সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলো ভারতের রাজধানী দিল্লিতেই। যার শিকার তিন বাংলাদেশি যুবক।

সম্প্রতি তিন বাংলাদেশি নাগরিক কীভাবে কিডনি পাচারকারী চক্রের শিকার হয়েছিলেন, তাদের সাথে ঘটে যাওয়া সেই রোমহর্ষক ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন তারা।

ভারতীয় ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৪ নম্বর ধারায় নথিভুক্ত তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ অনুযায়ী জানা গেছে, কীভাবে এই তিন বাংলাদেশিকে চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভারতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু ভারতের মাটিতে পা রাখার পর চাকরির বদলে কপালে জুটে ছিল দুর্ভোগ। মেডিকেল পরীক্ষার নাম করে তাদের শরীর থেকে বের করে নেওয়া হয়েছিল কিডনি।

অবসাদগ্রস্ত এবং অসহায় অবস্থা কাটিয়ে প্রায় ৪৮ ঘণ্টা পর তারা যখন জ্ঞান ফিরে পান, তারা অনুভব করেন, তাদের শরীরে কিডনি নেই। আর এর ক্ষতিপূরণ বাবদ তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা করা হয়েছে ৪ লাখ টাকা।

বাংলাদেশে মা, বোন এবং স্ত্রীকে নিয়ে সংসার ছিল ৩০ বছর বয়সী বাংলাদেশি রুবেল (নাম পরিবর্তিত)-এর। সংসারে আর্থিক সচ্ছলতা আনতেই তার এক পরিচিত ব্যক্তির পরামর্শে ভারতে আসার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু সেই স্বপ্ন এক মুহূর্তে ভেঙে যায় যখন তিনি জানতে পারেন তার শরীরের কিডনি চলে গেছে অন্য কারো হাতে। কিডনি পাচারকারীদের চক্র থেকে ভারতের আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী যখন তাকে উদ্ধার করে, তখন তিনি জানতেনই না যে এ বছর তিনি ঈদ পালন করতে পারবেন কিনা!

রুবেল জানান, নিজের দেশে অগ্নিকাণ্ডে যখন আমার কাপড়ের ব্যবসা ধ্বংস হয়ে যায়, আমি তখন একটি এনজিও থেকে ৮ লাখ টাকা ঋণ নিয়েছিলাম। আমি ৩ লাখ টাকা শোধ করেছিলাম। কিন্তু বাকি ঋণ আমাদের জন্য আর্থিক বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। এসময় আমার এক বন্ধু আমাকে ভারতে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিল এবং সেই আমার পাসপোর্ট ও মেডিকেল ভিসার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল এবং আমাকে বলা হয়েছিল যে ভারতে আমার চাকরি অপেক্ষা করছে।

১ জুন ভারতে যাওয়ার পর আমাকে বলা হলো যে কোনো চাকরি নেই। উলটো টাকার বদলে আমার শরীরের কিডনি দিয়ে দেওয়ার জন্য কিছু স্থানীয় লোক আমার উপরে চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। কিন্তু আমি তা দিতে অস্বীকার করায় তারা আমার পাসপোর্ট, ভিসা আটকে রাখে। আমি যদি তাদের কথা মেনে না চলি তবে আমাকে ভারত থেকে বাংলাদেশে যেতে দেওয়া হবে

না বলে হুমকি দেওয়া হয়।

ঠিক একই ঘটনা ঘটেছিল ৩৫ বছর বয়সী জাহাঙ্গীরের (নাম পরিবর্তিত) ক্ষেত্রেও। বাংলাদেশে তাসকিন নামে এক ব্যক্তি জাহাঙ্গীরকে ভারতে কর্মসংস্থানের আশ্বাস দিয়েছিলেন। গত ২ ফেব্রুয়ারি তাকে ভারতে নিয়ে আসা হয়।

জাহাঙ্গীর জানান, বিমানবন্দরে নামার পরই রাসেল ও মোহাম্মদ রোকন নামে দুই ব্যক্তি আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তাদের সাথে আমি জাসোলার হোটেল রামপালে উঠেছিলাম। আমাকে একটি হাসপাতালে চাকরির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল এবং ভারতীয় নিয়ম অনুযায়ী আমাকে ডাক্তারি পরীক্ষা করতে হবে বলেও জানানো হয়েছিল। মেডিকেল পরীক্ষার নামে রক্তের পরীক্ষা, ইসিজিসহ প্রায় ১৫ থেকে ২০টি পরীক্ষা করা হয়েছিল।

জাহাঙ্গীর আরও জানান, ২ এপ্রিল আমাকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। ৩ এপ্রিল একজন নার্স আমার শরীরে ইনজেকশন দেয়। এরপরই আমি অজ্ঞান হয়ে যাই। ৫ এপ্রিল জ্ঞান ফেরার পর, আমি আমার পেটে একটি দাগ এবং সেলাইয়ের চিহ্ন দেখতে পাই। আমাকে জানানো হয় যে আমার অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। ৬ এপ্রিল রাসেল এবং তার সহযোগী সুমন আমাকে জাসোলার হোটেলে স্থানান্তরিত করে। পরে রাসেল আমার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিশদ বিবরণ নিয়ে তাতে ৪ লাখ টাকা জমা দেয়। যদিও আমার পাসপোর্টটি তারা বাজেয়াপ্ত করে।...এরই মধ্যে আমার ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যায়, তখন রাসেল আমাকে জানায় এখানে আর কাজ পাওয়া সম্ভব নয়। আমাকে বাংলাদেশে ফিরে যেতে হবে।

তৃতীয় বাংলাদেশি শামসুলের (নাম পরিবর্তিত) ক্ষেত্রে যা হয়েছে, তাও কম অমানবিক নয়। ফেসবুকে অরণ্য নামে এক ব্যক্তির সাথে পরিচয় হয়েছিল শামসুলের। অরণ্যই তাকে ভারতে কাজ পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। সেই সাথে ট্রেনিং চলাকালীন মাসিক ভাতা দেওয়ার কথাও বলা হয়েছিল। অরণ্যের কথায় বিশ্বাস করেই ভারতে আসেন শামসুল।

শামসুল জানান, কাজে যোগ দেওয়ার আগে তাকে বেশ কিছু মেডিকেল পরীক্ষা করার কথা বলা হয়েছিল। ছয় দিনের মধ্যে তার কাছ থেকে ৪৯ টিউব রক্ত নেওয়া হয়েছিল। তিনি আরও জানান, আমার শরীরে এমন কিছু দেওয়া হয়েছিল যাতে আমি খুব দুর্বল হয়ে পড়ি এবং একসময় আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম। একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি আমার কিডনি নেই। আমাকে বলা হয়েছিল আমি কোনো সমস্যা ছাড়াই একটি কিডনি নিয়ে বাঁচতে পারব। কিডনির পরিবর্তে আমাকে সাড়ে ৪ লাখ টাকা দেওয়া হয়।

ভারতে ভয়ংকর অভিজ্ঞতার শিকার হয়ে আপাতত দেশে ফিরে এসেছেন এই তিন বাংলাদেশি নাগরিক।

এ ঘটনায় সম্প্রতি দিল্লির সাকেত আদালতে চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট দীপ্তি ডেভেশ'র এজলাসে প্রায় ৭০০০ পাতার চার্জশিট জমা দেয় দিল্লি পুলিশ। খুব শিগগিরই এই মামলার বিচার শুরু হবে।

প্রায় তিন মাস আগে এই কিডনি চক্রের র‍্যাকেট ফাঁস করে দিল্লি পুলিশ। ওই ঘটনায় ভারতীয় চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী, দালাল, কিডনি দাতা ও প্রাপকসহ ১০ জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে দিল্লি পুলিশ।

শেখ পরিবারের নাম থাকলেই প্রকল্প পাস

ঢাকা, ৩ সেপ্টেম্বর : প্রভাবশালী সাবেক মন্ত্রীসংসদ সদস্যদের চাপে বেশ কিছু অপ্রয়োজনীয় প্রকল্প হাতে নিয়েছিল ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকার। এসব প্রকল্প যাতে সহজে পাস করানো যায়, সে জন্য কৌশলে ব্যবহার করা হয়েছিল শেখ হাসিনা ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নাম। কিছু প্রকল্পের নির্মাণকাজ শেষ হলেও কাজে আসছে না। এতে সরকারি টাকার অপচয় হয়েছে।

শেখ পরিবারের সদস্যদের নামে গত ১৫ বছরে ৫১ হাজার কোটি টাকার বেশি ব্যয়ে ৮২টি উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। এর মধ্যে ৩৮টি প্রকল্পের কাজ শেষ, বাকি ৪৪টি প্রকল্পের কাজ চলছে।

প্রকল্পগুলো নেওয়া হয়েছিল বিনোদনকেন্দ্র, সাফারি পার্ক, দৃষ্টিনন্দন ভবন, নভোথিয়েটার, আইসিটি, বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ ও ডিজিটাল ল্যাব প্রতিষ্ঠার নামে। প্রকল্পগুলো নেওয়া হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাঁর দুই মেয়ে শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা, ছেলে শেখ কামাল ও শেখ রাসেলের নামে। এ ছাড়া শেখ হাসিনার পরিবারের সদস্যদের নামে আরও ৪৩টি প্রকল্প জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় অনুমোদনের অপেক্ষায় ছিল। এগুলো অনুমোদনের আগেই সরকারের পতন হয়।

আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে জনগণের টাকা আত্মসাতের বহুমুখী উপায় ছিল। একটি হলো শেখ পরিবারের নাম ব্যবহার করে প্রকল্প নেওয়া। এই পরিবারের নাম ব্যবহার করে প্রকল্প নিলেই জবাবদিহির ঊর্ধ্বে থাকা যায়, সবাই এটি জানত।

পদত্যাগ করার তিন মাস আগে একটি

একনেক সভায় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিরক্তি প্রকাশ করে নিজের নামে আর কোনো প্রতিষ্ঠানের নাম না দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। গত ৯ মে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় তিনি বলেন, নিজের নাম ব্যবহার করে যাতে আর প্রকল্প না নেওয়া হয়। তবু নাম দেওয়া থামেনি। অতি উৎসাহী প্রভাবশালী সাবেক মন্ত্রী ও সরকারি কর্মকর্তারা শেখ পরিবারের সদস্যদের নামে প্রকল্প নিয়েছিলেন। সরকারি নথি পর্যালোচনা করে এসব তথ্য জানা গেছে।

প্রকল্পগুলো নেওয়া হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাঁর দুই মেয়ে শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা, ছেলে শেখ কামাল ও শেখ রাসেলের নামে।

শেখ হাসিনা ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নামে নেওয়া ৮২ প্রকল্পের তালিকা করা হয়েছে শুধু বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) আওতায় নেওয়া প্রকল্প থেকে। এর বাইরেও জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টসহ (বিসিসিটি) সরকারের অন্যান্য স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান শেখ পরিবারের সদস্যদের নামে প্রকল্প নিয়েছে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের আওতায় শেখ পরিবারের সদস্যদের নামে আরও অনেক স্থাপনা করা হয়েছে গত ১৫ বছরে।

পরিকল্পনা কমিশনের এডিপি বই পর্যালোচনা করে দেখা যায়, শেখ হাসিনা ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নাম সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ স্থাপনে। ১২টি প্রকল্পে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও শেখ হাসিনার নাম ব্যবহার করা হয়। দ্বিতীয় সবচেয়ে বেশি নাম ব্যবহার হয় তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিভাগের প্রকল্পে ১১টি। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের আটটি, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সাতটি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের ছয়টি প্রকল্প।

সিলেটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাইটেক পার্ক।

জেলা পর্যায়ে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, শেখ পরিবারের নামে নেওয়া বেশ কিছু প্রকল্পের কাজ শেষ হলেও তা কাজে আসছে না। স্থাপনা নির্মাণ করার পর পড়ে আছে। কোথাও জনবলের অভাবে অবকাঠামো কাজে লাগানো যাচ্ছে না। আবার কোথাও ওই প্রকল্পের আবেদনই ছিল না। এসব প্রকল্প নেওয়া হয়েছিল প্রভাবশালী সাবেক মন্ত্রীদের চাপে, কোথাও রাজনৈতিক বিবেচনায়, কোথাও সরকারের উৎসাহী কর্মকর্তাদের প্ররোচনায়, কোথাও ঠিকাদারদের পরামর্শে। ফলে এসব প্রকল্পে কোন খাতে কত ব্যয় হচ্ছে, সে প্রশ্ন তোলার সাহস কেউ করেনি।

রিমান্ডে 'অসুস্থ' হাজি সেলিম, হাসপাতালে ভর্তি

ঢাকা, ৪ সেপ্টেম্বর : হত্যা মামলায় রিমান্ডে থাকা অবস্থায় আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য হাজি মো. সেলিম 'অসুস্থ' হয়ে পড়ায় তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত পৌনে ১২টার দিকে হাজি সেলিমকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নেওয়া হয়। তাঁকে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছিল ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি)।

সূত্র জানায়, হাজি সেলিম বর্তমানে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নতুন ভবনের ১০৭ নম্বর কেবিনে চিকিৎসাধীন আছেন।

হাজি সেলিমকে গত রোববার দিবাগত রাতে পুরান ঢাকার বংশাল এলাকা থেকে গ্রেপ্তারের কথা জানায় পুলিশ।

পরদিন সোমবার আইডিয়াল কলেজের শিক্ষার্থী খালিদ হাসান সাইফুল্লাহ হত্যার ঘটনায় লালবাগ থানার মামলায় হাজি সেলিমের পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত। তাঁকে ১০ দিন রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন করেছিল পুলিশ।

আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে হাজি সেলিম প্রথম সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন ১৯৯৬ সালে, তৎকালীন ঢাকা-৮ আসন থেকে। ২০০১ সালের নির্বাচনে তিনি প্রয়াত বিএনপি নেতা নাসির উদ্দিন আহমেদ পিন্টুর কাছে হেরে যান।

‘ফেঁসে যাচ্ছেন’ ১০ দূতাবাসের ৩৮ কর্মকর্তা

ঢাকা, ৪ সেপ্টেম্বর : যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডাসহ ১০ দেশে থাকা বাংলাদেশ দূতাবাসের ৩৮ কর্মকর্তা-কর্মচারীর তথ্য চেয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। এ বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দুদককে সহায়তা করবে বলে জানিয়েছেন উপদেষ্টা মোঃ তৌহিদ হোসেন।

বুধবার (৪ সেপ্টেম্বর) বিকেলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে ব্রিফিংকালে তিনি এ কথা বলেন।

কয়েকটি মিশন থেকে রাষ্ট্রদূতদের ফেরত আসতে বলা হয়েছে। এ বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, চুক্তিভিত্তিক যারা ছিলেন তাদের সবাইকে রিকল করা হয়েছে। তাদের মধ্যে তিনজন অ্যাডমিন ক্যাডারের সাবেক কর্মকর্তা, গতকাল তাদের চুক্তি বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। বাকিদের আমরা চার সপ্তাহ সময় দিয়েছিলাম। তারা সবাই চলে আসবেন। রিপ্লেসমেন্টে কিছুটা সময় লাগবে। হুট করে তো হবে না। এটা ভেবেচিন্তে দিতে হবে, অভিজ্ঞ যারা আছেন। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডাসহ ১০ দেশে বাংলাদেশ দূতাবাসের ৩৮ কর্মকর্তা-কর্মচারীর তথ্য চেয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে তৌহিদ হোসেন বলেন, এটা আজকের পত্রিকায় আমি প্রথম দেখলাম। এখানে কিছু কনফিউশন থাকতে পারে, সেগুলো আমরা দূর করব। অডিট অবজেকশন এবং দুর্নীতি এক জিনিস না। একটি ছোট উদাহরণ দেই। আমি দায়িত্বে থাকাকালীন কলকাতা মিশনের একটি গাড়ি কেনা হয়। এর চেয়ে অনেক ছোট গাড়ি দিল্লিতে কম দামে কেনা গেছে। অ্যাডভান্স দেওয়া হয়েছে এজেন্টকে, এজেন্ট মানে দালাল। আসলে গাড়ির কোম্পানির এজেন্ট ওরা। অভিযোগ এসেছে, যে দালালকে দেওয়া হয়েছে চার লাখ টাকা সেটা আদায়যোগ্য। অবজেকশনটা আমার বিরুদ্ধে। এটা আমি কেন দিলাম, আমার কাছ থেকে নাকি এ টাকা আদায়যোগ্য হবে। মিশন অডিটের ডিজিকে বললাম গাড়ি কিনতে হলে বুকিং দিতে হয়, সেজন্য আগাম কিছু টাকা দিতে হয়। অডিট অবজেকশন অনেক সময় এরকম হয়। সেগুলোকে দুর্নীতি হিসেবে দেখা হচ্ছে কি না দেখতে হবে। কারণ অভিযোগের ধরন দেখে মনে হচ্ছে এগুলো অনেকগুলো অডিট অবজেকশনের ফলাফল। অডিট অবজেকশন আর দুর্নীতি এক জিনিস না। আমরা দেখবো।

দুদককে সহযোগিতা করার বিষয়ে তিনি বলেন, সহযোগিতাতো অবশ্যই করব। আমরা তো চাই না কোনো দুর্নীতি হোক। কাজেই যেটুকু সহযোগিতা চাইবে আমরা করবো, দেখতে হবে দুর্নীতি হয়েছে কিনা। সেটা দেখে সেভাবে সহযোগিতা করব।

নির্দোষ ব্যক্তিকে মামলায় আসামি করায় যুবদল নেতা বহিষ্কার

সিলেট প্রতিনিধি, ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪: সিলেটে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ ও ব্যক্তি আক্রোশে নির্দোষ ব্যক্তিকে মামলার আসামি করার অভিযোগে গোয়াইনঘাট যুবদলের আহ্বায়ককে বহিষ্কার করা হয়েছে। গত ২৯ আগস্ট বৃহস্পতিবার জেলা যুবদলের সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক স্বাক্ষরিত এক আদেশে তাঁকে দলীয় পদ থেকে অব্যাহতি দিয়ে সাময়িক বহিষ্কার করেন।

বহিষ্কৃত অ্যাডভোকেট শাহাজাহান সিদ্দিকী গোয়াইনঘাট উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক। শাহাজাহান সিদ্দিকী অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, ‘আমি কোনো মামলার বাদী, সাক্ষী ও আইনজীবী নই। আমার সঙ্গে অবিচার করা হয়েছে।’

জেলা যুবদলের সভাপতি অ্যাডভোকেট মোমিনুল ইসলাম মোমিন ও সাধারণ সম্পাদক মকসুদ আহমেদ স্বাক্ষরিত আদেশে বলা হয়, ‘দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ ও ব্যক্তি আক্রোশে চলমান দায়েরকৃত মামলায় নির্দোষ ব্যক্তিকে আসামি করাসংক্রান্তে সরাসরি জড়িত থাকায় দলের ভাবমূর্তি বিনষ্টের সুস্পষ্ট অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদল গোয়াইঘাট উপজেলা শাখার আহ্বায়ক পদ থেকে আপনাকে অব্যাহতি প্রদান ও একই সঙ্গে সংগঠন থেকে সাময়িক বহিষ্কার করা হলো।’

আদেশে আরও বলা হয়, ‘কেন আপনাকে সংগঠন থেকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হবে না-এই মর্মে আগামী সাত দিনের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারী সিলেট জেলা যুবদলের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের কাছে সশরীরে উপস্থিত থেকে অভিযোগের সুস্পষ্ট জবাব দেওয়ার জন্য অনুরোধসহ নির্দেশ প্রদান করা হলো।’

বিষয়টি নিশ্চিত করে জেলা যুবদলের সভাপতি অ্যাডভোকেট মোমিনুল ইসলাম মোমিন বলেন, ‘ঢালাওভাবে নিরাপদ মানুষকে যেসব মামলায় জড়ানো হয়েছে, সেগুলো আমরা খোঁজখবর নিচ্ছি। সিদ্ধান্ত অমান্য করে যারা দলীয় ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করার চেষ্টায় লিপ্ত হয়ে এসব করছে, তাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ করব। আর নিরাপদ মানুষ কোনো ধরনের মামলা-হয়রানির শিকার হলে আমাদের অবগত করার অনুরোধ করছি। আমরা তাদের সর্বোচ্চ সহযোগিতা করব।’

সম্পাদকদের প্রতি প্রধান উপদেষ্টা

ভুল ধরিয়ে দিতে গণমাধ্যমকে সোচ্চার থাকার আহ্বান

ঢাকা, ৪ সেপ্টেম্বর : যেসব কালাকানুন স্বাধীন সাংবাদিকতার জন্য অন্তরায়, সেগুলো বাতিল করার দাবি জানিয়েছেন সংবাদপত্রের সম্পাদকেরা। একই সঙ্গে স্বাধীন গণমাধ্যম কমিশন গঠন, সংবিধান সংস্কারে কমিশন, ব্যাংকিং খাত সংস্কারে কমিশন, সুশাসন প্রতিষ্ঠাসহ বিভিন্ন পর্যায়ে সংস্কারেরও প্রস্তাব করেছেন তাঁরা।

গত মঙ্গলবার অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বৈঠক করে এসব দাবি ও প্রস্তাব তুলে ধরেছেন সংবাদপত্রের সম্পাদকেরা। বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, তিনি সত্যিকার অর্থে সক্রিয় (ভাইব্র্যান্ট) গণমাধ্যম চান। সত্যিকার অর্থে তিনি গণমাধ্যমের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন। আর এই সক্রিয় গণমাধ্যমের জন্য যা যা করা প্রয়োজন, তা-ই করবেন। প্রধান উপদেষ্টা সরকার পরিচালনায় ভুলত্রুটি ধরিয়ে দিতেও গণমাধ্যমকে সোচ্চার থাকার আহ্বান জানিয়েছেন।

প্রধান উপদেষ্টার সরকারি বাসভবন যমুনায় দেড় ঘণ্টাব্যাপী এ বৈঠকের পর সাংবাদিকদের আলাদাভাবে ব্রিফ করেন সম্পাদক পরিষদের সভাপতি ও দ্য ডেইলি স্টার সম্পাদক মাহ্‌ফুজ আনাম এবং প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।

এ ছাড়া বৈঠকে উপস্থিত সূত্রে আলোচনার বিভিন্ন বিষয় জানা গেছে। বৈঠকে ২০ জন সম্পাদক উপস্থিত ছিলেন। দুই পক্ষই জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছে।

বৈঠকে মাহ্‌ফুজ আনাম ছাড়াও সম্পাদকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইত্তেফাক-এর তাসমিমা হোসেন, প্রথম আলোর মতিউর রহমান, দৈনিক আজাদীর এম এ মালেক, আমাদের সময়-এর আবুল মোমেন, দ্য নিউএজ-এর নূরুল কবীর, যুগান্তর-এর সাইফুল আলম, সংবাদ-এর আলতামাশ কবির, কালের কণ্ঠ-এর হাসান হাফিজ, ইনকিলাব-এর এ এম এম বাহাউদ্দীন, করতোয়ার মোজাম্মেল হক, দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড-এর ইনাম আহমেদ, ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস-এর শামসুল হক জাহিদ, প্রতিদিনের বাংলাদেশ-এর মুস্তাফিজ শফি, বণিক বার্তার দেওয়ান হানিফ মাহমুদ, ঢাকা ট্রিবিউন-এর জাফর সোবহান, কালবেলার সন্তোষ শর্মা, দেশ রূপান্তর-এর মোস্তফা মামুন, পূর্বকোণ-এর ম. রমিজউদ্দিন ও বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার মাহবুব মোর্শেদ।

ডেইলি স্টার সম্পাদক মাহ্‌ফুজ আনাম সাংবাদিকদের বলেন, 'প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও তাঁর সরকারের কর্মকাণ্ডের প্রতি আমরা সম্পূর্ণভাবে একাত্মতা ঘোষণা করেছি। আমরা চাই বাংলাদেশে একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হোক। একজন সম্পাদক হিসেবে আমি প্রশ্ন উত্থাপন করেছি যে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে যত্রতত্র যে খুনের মামলা হচ্ছে, এটা যেন বন্ধ হয়। এ ব্যাপারে সরকার যেন সুস্পষ্ট একটি ব্যবস্থা নেয়। সাংবাদিকদের যদি কোনো রকম দোষ থাকে, তাঁরা যদি দুর্নীতিতে জড়িত থাকেন, তাঁদের বিরুদ্ধে আলাদা মামলা হবে,

কিন্তু এভাবে যেন না হয়।'

মাহ্‌ফুজ আনাম বলেন 'আমরা চাই বাংলাদেশে একটি জাতীয় ঐক্য স্থাপিত হোক। এই সরকারের কাছ থেকে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার আশা করছি। সেই সংস্কারের মধ্যে সংবিধান পরিবর্তন, স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করা, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলো–দুর্নীতি দমন কমিশন, মানবাধিকার কমিশন, নির্বাচন কমিশন সংস্কার করে সত্যিকার অর্থে গণমুখী সংস্থা, বিশেষ করে নির্বাচন কমিশন যেন ভবিষ্যতে সব নির্বাচন সত্যিকার অর্থে জাতির ও ভোটারদের চিন্তার প্রতিফলন ঘটায়, এ রকম একটা সংস্থা চাই। আমরা এ রকম একটি দুর্নীতি দমন কমিশন চাই, তারা যেন স্বাধীনভাবে কাজ করে। বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা, বিটিভি ও বাংলাদেশ বেতার সরকারের নিয়ন্ত্রণে। এগুলোকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়ার কথা বলেছেন সম্পাদকেরা। গণমাধ্যম নিষ্পেষণের জন্য যত কালাকানুন যেমন সাইবার নিরাপত্তা আইন বা এ ধরনের সব আইন বাতিল করার কথা বলেছেন সম্পাদকেরা। এ বিষয়ে মাহ্‌ফুজ আনাম বলেন, 'অন্ততপক্ষে এ মুহূর্তে যেন ঘোষণা দেওয়া হয় যে এই আইনগুলোতে সাংবাদিকদের নিপীড়নের যে ধারাগুলো আছে, এগুলো কার্যকর হবে না এবং এটির সংস্কার সরকার সময় নিয়ে করবে।

সংবিধান সংস্কারের প্রস্তাব প্রসঙ্গে ডেইলি স্টার সম্পাদক বলেন, প্রধান উপদেষ্টা যদি মনে করেন, এর জন্য একটি বিশেষ কমিটি করে দিয়ে সব ধরনের আইনের পরিবর্তন, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, পুলিশ সংস্কার–এগুলো কমিটির মাধ্যমে বা বিভিন্নভাবে হতে পারে।

বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টার অবস্থানের বিষয়ে মাহ্‌ফুজ আনাম বলেন, 'ড. ইউনূস আমাদের বলেছেন যে তিনি সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন সাংবাদিকতায় বিশ্বাস করেন এবং আমাদের কাছে ওনার বিশেষ আবেদন হচ্ছে, আমরা যেন আমাদের লেখনীর মাধ্যমে জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠায় কাজ করি। এই সরকার পরিচালনার সব ক্ষেত্রে ভুলত্রুটি যেন আমরা ধরিয়ে দিই। এই সরকারের ভুলত্রুটি হলে আমরা যেন নির্দ্বিধায় কাগজে ছাপি এবং এই সরকারকে সাহায্য করি।'

সরকারের মেয়াদ কত দিন

মাহ্‌ফুজ আনাম বলেন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কত দিন থাকবে, এটা নিয়ে অনেকেই মতামত দিয়েছেন বিভিন্ন সময়। কিন্তু মূল কথা যেটা আসছে, সেটা হলো এই সরকারের এজেন্ডা কী? সেই অনুপাতে সময়। কোনো কোনো রাজনৈতিক দল বলেছে যৌক্তিক সময়, এগুলো তো অস্পষ্ট। প্রধান উপদেষ্টার ইচ্ছা, গণমাধ্যমে এগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে তাঁকে একটি ধারণা দেওয়া হোক যে জাতি কী চায়, কত বছর হতে পারে দুই-তিন-পাঁচ বছর? এটা নিয়ে তাঁর নিজস্ব কোনো চিন্তা নেই, তিনি জনতার চিন্তা জানতে চান। সে ব্যাপারে তিনি গণমাধ্যমকে আহ্বান করেছেন, গণমাধ্যম যেন জনগণের কথা লেখে এবং তাঁকে জানানো হয়।

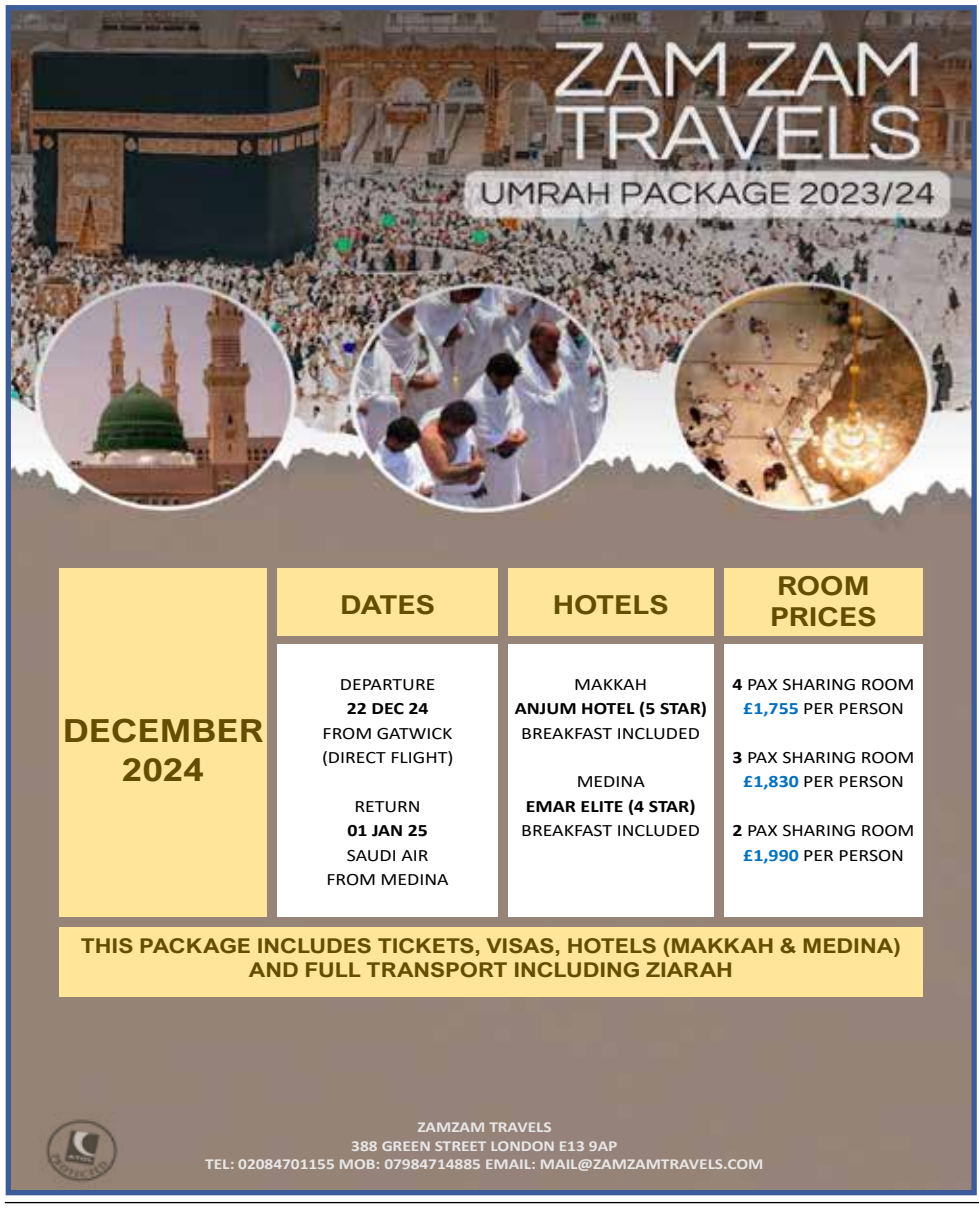

কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সভায় আমিরে জামায়াত

দেশ পুনর্গঠনে জামায়াতকে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে

ঢাকা, ৪ সেপ্টেম্বর : বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের এক সভায় আমিরে জামায়াত বলেছেন, দেশ পুনরগঠনে জামায়াতকে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে।

বুধবার (৪ সেপ্টেম্বর) আমিরে জামায়াত ডা. শফিকুর রহমানের সভাপতিত্বে এ সভাটি অনুষ্ঠিত হয়।

আমিরে জামায়াত বলেন, দীর্ঘ ১৩ বছর পর আজ আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের বৈঠক করতে পেরে আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করছি, আলহামদুলিল্লাহ। আমরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি জামায়াতে ইসলামীর সাবেক আমির শহীদ অধ্যাপক গোলাম আযম, শহীদ মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, মরহুম মকবুল আহমাদ, আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, মাওলানা আবদুস সোবহান, অধ্যাপক এ কে এম নাজির আহম্মাদ, সাবেক সেক্রেটারি জেনারেল শহীদ আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদ, শহীদ কামারুজ্জামান, শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা, শহীদ মীর কাসেম আলীসহ সকল শহীদদের, যারা ইসলামী আন্দোলনের জন্য নিজেদের জীবনকে অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছেন। আমরা আরো স্মরণ করছি দ্বিতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর শহীদদের। আল্লাহ প্রত্যেককে শাহাদাতের মর্যাদা দান করুন। যারা এ আন্দোলনে আহত হয়েছেন, চোখ হারিয়েছেন, পঙ্গুত্ববরণ করেছেন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সুস্থতার নিয়ামাত দান করুন।

বিগত ফ্যাসিস্ট আওয়ামী সরকার গত দেড় যুগ ধরে বিরোধী মতের লাখ লাখ মানুষের ওপর হত্যা, গুম, জুলুম-নির্যাতন চালিয়েছে। এ জুলুমের সবচেয়ে বড় শিকার হয়েছে জামায়াতে ইসলামী। স্বৈর শাসনামলে দেশের মানুষের ভোটাধিকার, মৌলিক নাগরিক অধিকার, বিরোধীমতের সভা-সমাবেশ, মিছিল-মিটিং করার অধিকার কেড়ে নেয়া হয়েছে। আওয়ামী সরকার দেশের সকল সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করে দিয়েছে। আমরা আশা করি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যৌক্তিক সময়ে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরের সংস্কার সম্পন্ন করে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের আয়োজন করে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন।

দেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে দেশ পুনরগঠনে জামায়াতকে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের নায়েবে আমির ও সাবেক এমপি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মো: তাহের ও মাওলানা আ ন ম শামসুল ইসলাম, সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা এ টি এম মা'ছুম,

ইউপি চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে শতকোটি টাকার সম্পদ অর্জনের অভিযোগ

সিলেট প্রতিনিধি, ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪: সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে আওয়ামী লীগ দলীয় এক ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান অবৈধভাবে শতকোটি টাকার সম্পদের মালিক হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত ০১ সেপ্টেম্বর রোববার দুপুরে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) সিলেট বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিচালকের কাছে এ সংক্রান্ত একটি লিখিত অভিযোগ করেছেন এক ব্যক্তি। বিষয়টি তদন্ত করে দুদককে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি।

অভিযুক্ত ওই ইউপি চেয়ারম্যানের নাম আজাদ হোসেন। তিনি বালিজুরী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য। আর অভিযোগকারী সুনামগঞ্জ পৌরসভার বাসিন্দা। তবে নিরাপত্তার কারণে আবেদনে তিনি তাঁর পূর্ণাঙ্গ পরিচয় উল্লেখ করেননি।

লিখিত আবেদনে ওই ব্যক্তি অভিযোগ করেন, বালিজুরী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আজাদ হোসেন মাহতাবপুর গ্রামের একটি দরিদ্র পরিবারের সন্তান ছিলেন। ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর থেকে (গত ১৬ বছরে) প্রভাব খাটিয়ে শতকোটি টাকার অবৈধ সম্পদের মালিক হয়েছেন। এগুলোর মধ্যে সুনামগঞ্জ পৌর শহরের মরাটিলা এলাকায় ২১ শতাংশ জমির ওপর বিলাসবহুল ছয়তলা একটি ভবন আছে। জমিসহ ভবনটির দাম প্রায় ২৫ কোটি টাকা।

এ ছাড়া সুনামগঞ্জ শহরের নতুনপাড়া, হাসননগরসহ বিভিন্ন এলাকায় তাঁর নিজের ও পরিবারের অন্য সদস্যদের নামে বাসাবাড়ি ও জমি আছে। গত পাঁচ বছরে স্ত্রীর নামে অন্তত ৫০ একর জায়গা কিনেছেন; যার দাম ১০ কোটি টাকা। এ ছাড়া জলমহাল ও বালুমহাল থেকে শুরু করে নামে-বেনামে সম্পদ আছে।

অভিযোগে আরও বলা হয়, তাহিরপুর উপজেলা সদরে আজাদ ২ কোটি টাকায় একটি দোকান কেনার পাশাপাশি ময়মনসিংহের ত্রিশাল উপজেলায় ২০ একর জায়গার ওপর ২০ কোটি টাকা ব্যয়ে মোরগ ও ডিম উৎপাদনের খামার তৈরি করেছেন। সেই সঙ্গে সিলেট সদর উপজেলার সিলেট-সুনামগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কে আজাদের একটি সিএনজি পেট্রলপাম্প নির্মাণাধীন। রাজধানী ঢাকাতেও তাঁর অত্যাধুনিক একটি ফ্ল্যাট আছে। ২০২২ সালে ইউপি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার পর তাঁর বিরুদ্ধে হিন্দু সম্প্রদায়ের জায়গা দখলের অভিযোগ উঠেছিল।

অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে আজাদ হোসেন বলেন, 'আমার সব সম্পদ বৈধ। ইনকাম ট্যাক্স ফাইলে আমার যাবতীয় সম্পদের পরিমাণ উল্লেখ আছে। দুদকে যেসব অভিযোগ দেওয়া হয়েছে, তা মিথ্যা। আমার স্ত্রীর নামে যে জমি কেনা হয়েছে বলে বলা যাচ্ছে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পরপর কিছু ব্যক্তি আমার কাছে চাঁদা চেয়েছিল। অনেকে মিথ্যা ছড়াচ্ছে। আমার যা আছে, সব বৈধ।'

প্রতিটি অভিযোগ মিথ্যা দাবি করে ওই ইউপি চেয়ারম্যান বলেন, তাঁর কোনো খামার ও রাজধানীতে অত্যাধুনিক ফ্ল্যাট নেই। এমন অভিযোগের জেরে ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে মানহানির অভিযোগ করবেন বলে তিনি জানিয়েছেন।

KUSHIARA

Travels • Cargo • Money Transfer • Courier Service

বিমান ও অন্যান্য এয়ারলাইন্সের সুলভমূল্যে টিকিটের জন্য আমরা বিশ্বস্ত

IATA Biman BRITISH AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR KUWAIT Emirates

Hotline
0207 790 1234
0207 790 9888
Mobile
07956 304 824

We Buy & Sell BDT Taka, USD,Euro

Worldwide Money Transfer
Bureau De Exchange

Cargo Services

আমরা সুলভমূল্যে বিশ্বের বিভিন্ন শহরে কার্গো করে থাকি।

আমরা ডিএইচএল- এ লেটার ও পার্সেল করে থাকি।

ঢাকা ও সিলেট সহ বাংলাদেশের যে কোন এলাকায় আপনার মূল্যবান জিনিসপত্র যত্নসহকারে পৌঁছে দিয়ে থাকি।

আমরা হোটেল বুকিং ও ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা করে থাকি।

Address:
319 Commercial Road,
London, E1 2PS
Tel: 020 7790 9888,
020 7790 1234
Cell: 07956304824
Whatsapp Only:
07424 670198,07908 854321
Phone & Whatsapp:
+880 1313 088 876,
+880 1313 088 877

We are Open 7 Days a Week
10 am to 8 pm

For More Information
kushiaratravel@hotmail.com
St> is-04-cont

LAWMATIC
SOLICITORS

আপনি কি
IMMIGRATION FAMILY PERSONAL INJURY
CONVEYANCING CRIMINAL LITIGATION
সংক্রান্ত সমস্যায় আছেন ?
দীর্ঘ এক দশকের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আইনজীবীদের সহযোগিতা নিন

ASADUZZAMAN

FAKHRUL ISLAM

SAYED HASAN

SALAH UDDIN SUMON

Immigration and Nationality	ইমিগ্রেশন ও ন্যাশনালিটি
Family and Children	ফ্যামিলি ও চিলড্রেন
Personal Injury	পার্সোনাল ইনজুরি
Litigation	লিটিগেশন
Property, Commercial & Employment	প্রপার্টি, কমার্শিয়াল ও এমপ্লয়মেন্ট
Housing and Homelessness	হাউজিং ও হোমলেসনেস
Landlord and Tenant	ল্যান্ডলর্ড ও টেনেন্ট
Welfare Benefits	ওয়েলফেয়ার বেনিফিটস
Money Claim & Debt Recovery	মানি ক্লেইম ও ডেট রিকভারি
Wills and Probate	উইলস ও প্রবেট
Mediation	মিডিয়েশন
Road Traffic Offence	রোড ট্রাফিক অফেনস্
Flight Delay Compensation	ফ্লাইট ডিলে কমপেনসেশন
Crime	ক্রাইম
Conveyancing	কনভেয়েনসিং

132 Cavell Street
London E1 2JA
T : 0208 077 5079
F : 0208 077 3016
www.lawmaticsolicitors.com
info@lawmaticsolicitors.com

তৃণমূল নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে তারেক রহমান

বিএনপি জাতীয় সরকারের মাধ্যমে দেশ পরিচালনা দেখতে চায়

ঢাকা, ৪ সেপ্টেম্বর : জনগণের সমর্থন নিয়ে বিএনপি আগামীতে জাতীয় সরকারের মাধ্যমে দেশ পরিচালনা দেখতে চায় বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

তিনি বলেছেন, 'আমাদের পূর্বসূরীরা রণাঙ্গনে যুদ্ধ করে একটা স্বাধীন দেশ আমাদের দিয়েছেন। এই যুদ্ধ জয়ের মূল শক্তি ছিল প্রশ্নহীন জাতীয় ঐক্য। দুঃখজনক হলেও সত্যি যে স্বাধীনতার পর আমরা সেই ঐক্যের শক্তিকে কাজে লাগাতে পারিনি।'

তিনি আরো বলেছেন, 'অত্যাবশ্যকীয় একটা জাতীয় সরকারের পরিবর্তে আওয়ামী লীগের দলীয় সরকার ক্ষমতায় আসায় দেশ বিভক্ত হয়ে পড়েছে প্রথমদিন থেকেই। ফলে একটা বিরাট অংশ ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও দেশ গঠন কোনো অবদান রাখতে পারেনি।'

বুধবার (৪ সেপ্টেম্বর) ধারাবাহিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে শেষ পর্বে ঢাকা বিভাগে দলের তৃণমূল নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান এ কথা বলেন।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন দলের জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস, ড. আবদুল মঈন খান ও বাবু গয়েশ্বর চন্দ্র রায়।

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলেন, 'আমরা দেখেছি দলীয় সরকারে কিভাবে একটি দলের লোকজন বিচরণ করে সর্বত্র; আর অন্য সবার অবস্থান হয়ে পড়ে তুচ্ছ আর গৌণ। ফলে একটা বিশাল জনগোষ্ঠীর সেবা থেকে দেশ বঞ্চিত হয়।'

তিনি বলেন, 'স্বাধীনতার পরপর জাতীয় ঐক্যের শক্তিকে ব্যবহার না করে যে সুযোগ সেদিন হাতছাড়া করা হয়েছে, আগামী দিনে আমরা সেটার পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। জনগণের সমর্থন নিয়ে

বিএনপি আগামীতে জাতীয় সরকারের মাধ্যমে দেশ পরিচালনা দেখতে চায়।'

তারেক রহমান আরো বলেন, 'এদেশের মানুষের জন্য গণতন্ত্র আর ভোটাধিকার পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে যারা অংশগ্রহণ করেছেন তারা সকলে আগামীতে দেশ পরিচালনায় অংশগ্রহণ করবেন, যাতে দেশ তাদের অবদানের সুফল থেকে বঞ্চিত না হয়।'

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলেন, 'আমাদের আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার পরিকল্পনার কথা দেশবাসীকে জানানো প্রয়োজন মনে করছি। দেশে প্রথাগত রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত নন কিন্তু দেশ গঠন, উন্নয়ন ও পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে চান এমন অসংখ্য জ্ঞানী, গুনী শিক্ষক, শিল্পী-সাহিত্যিক, সাংবাদিক, গবেষক, চিকিৎসক, কারিগরি বিশেষজ্ঞ, মানবতাকর্মী রয়েছেন; কিন্তু বর্তমান সাংবিধানিক কাঠামোতে তাদের পক্ষে সংসদে সদস্য হিসেবে অবদান রাখার সুযোগ নেই। তাদের সেবা আর অবদান দেশের কাজে লাগাতে বিএনপি পৃথিবীর অনেক দেশের মতো আমাদের দেশেও উচ্চকক্ষসহ দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্ট ব্যবস্থা সংবিধানে সংযুক্ত দেখতে চায়।'

তিনি বলেন, 'আমি বিনয়ের সাথে শুধু আমাদের আগামীর পরিকল্পনা আর সদিচ্ছার কথা জানাতে পারি, কারণ আমরা জানি দেশের মানুষের সমর্থনই কেবলমাত্র আমাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়তা করতে পারে।'

তারেক রহমান বলেন, 'আশা করি জনগণ নিশ্চয়ই সেই সব দল বা ব্যক্তিকে জাতীয় সরকারে সামিল দেখতে চাইবেন না; যারা পুরো দেশটাকে একটা দল আর পরিবারের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করেছিল। যারা তথাকথিত উন্নয়নের নামে আমাদের প্রত্যেকের কাঁধে দেড় লাখ টাকার ঋণের বোঝা চাপিয়ে হাজার হাজার লাখ লাখ কোটি টাকা বিদেশে পাচার করেছে। গড়েছে সম্পদের পাহাড়। গুম-খুন হামলা-মামলা নির্যাতনে দেশের মানুষের জীবনে নাভিশ্বাস তুলেছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, চাল-ডাল-লবন-তেল-ওষুধের

ঈদে মিলাদুন্নবী ১৬ সেপ্টেম্বর

ঢাকা, ৪ সেপ্টেম্বর : বাংলাদেশের আকাশে ৪ সেপ্টেম্বর ১৪৪৬ হিজরি সনের পবিত্র রবিউল আউয়াল মাসের চাঁদ দেখা গেছে। ফলে ৫ সেপ্টেম্বর থেকে পবিত্র রবিউল আউয়াল মাস গণনা করা হয়েছে। সে হিসেবে আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর সোমবার পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) পালিত হবে।

বুধবার সন্ধ্যায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন বায়তুল মুকাররম সভাকক্ষে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মু. আ. হামিদ জমাদ্দারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সভায় ১৪৪৬ হিজরি সনের পবিত্র রবিউল আউয়াল মাসের চাঁদ দেখা সম্পর্কে সব জেলা প্রশাসন, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর এবং মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত তথ্য নিয়ে পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, আজ ২৯ সফর ১৪৪৬ হিজরি, ২০ ভাদ্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ খ্রি. বুধবার সন্ধ্যায় বাংলাদেশের আকাশে পবিত্র রবিউল আউয়াল মাসের চাঁদ দেখা যাওয়ার সংবাদ পাওয়া গেছে।

এমতাবস্থায়, আগামীকাল ২১ ভাদ্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ খ্রি. বৃহস্পতিবার থেকে ১৪৪৬ হিজরি সনের পবিত্র রবিউল আউয়াল মাস গণনা শুরু হবে। পরিপ্রেক্ষিতে, আগামী ১২ রবিউল আউয়াল ১৪৪৬ হিজরি, ১ আশ্বিন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ খ্রি. সোমবার পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) পালিত হবে।

সভায় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ড. মহা. বশিরুল আলম, সিনিয়র উপ-প্রধান তথ্য কর্মকর্তা মুন্সী জালাল উদ্দিন, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিনিয়র সহকারী সচিব মু. মাহমুদ উল্লাহ মারুফ, বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠানের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মুহাম্মদ শহিদুল ইসলাম, ঢাকা জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মো. আমিনুর রহমান, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ মো. আ. রহমান খান, বাংলাদেশ টেলিভিশনের পরিচালক মো. রুহুল আমিন, বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের সিনিয়র পেশ ইমাম মুফতি মাওলানা মুহাম্মদ মিজানুর রহমান, চকবাজার শাহী জামে মসজিদের খতিব মুফতি শেখ নাঈম রেজওয়ান, লালবাগ শাহী জামে মসজিদের খতিব মুফতি মুহাম্মদ নিয়ামতুল্লাহ উপস্থিত ছিলেন।

BANGLADESH CENTRE LONDON
বাংলাদেশ সেন্টার লন্ডন

OFFICE ADMINISTRATOR WANTED

Job Position: Office Administrator
Job Type: Part-Time (16 Hours Per Week)
Job Location: London, United Kingdom
Salary: National Minimum Wage (£11.44 per hour)

Job Brief:
The Bangladesh Centre London is seeking a reliable Office Administrator to oversee the day-to-day clerical activities of the centre. The ideal candidate will be self-motivated, trustworthy, and capable of prioritising tasks while working with minimal supervision.

Responsibilities:
- Coordinate office activities and operations
- Manage schedules and agendas
- Handle phone calls and correspondence (emails, letters, packages, etc.)
- Create and update records and databases
- Submit timely reports and prepare presentations/proposals as assigned
- Assist colleagues as needed

Requirements and Skills:
- Proven experience as an office administrator, office assistant, or in a relevant role
- Outstanding communication and interpersonal skills
- Excellent organizational and leadership abilities
- Familiarity with office management procedures and basic accounting principles
- Proficient in MS Office and office management software (ERP, etc.)

Please send your CV to **Office@bangladeshcentre.org**
Closing Date for Applications: 12th September 2024

সরকারের সবপর্যায়ে সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে 'মার্চিং অর্ডার'

ঢাকা, ৪ সেপ্টেম্বর : সরকারের সব পর্যায়ে সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে 'মার্চিং অর্ডার' দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

বুধবার রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সচিব সভায় প্রধান উপদেষ্টা এ নির্দেশনা দেন।

উপদেষ্টার নির্দেশনাগুলো হলো:

১. সরকারের সব পর্যায়ে সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে 'মার্চিং অর্ডার' দিয়েছেন।

২. সংস্কার কর্মসূচি প্রণয়নে প্রয়োজন অনুযায়ী সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে আলোচনা ও মতামত গ্রহণ করতে হবে।

৩. জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানে ছাত্র-জনতা বৈষম্যহীন মানবিক দেশ গড়ার যে প্রত্যয়, যে ভয়হীন চিত্ত আমাদের উপহার দিয়েছে, তার ওপর দাঁড়িয়ে বিবেক ও ন্যায়বোধে উজ্জীবিত হয়ে আমাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে সততা, নিষ্ঠা, জবাবদিহিতা নিয়ে নতুন বাংলাদেশ গড়তে হবে।

৪. নতুন বাংলাদেশ গড়ার জন্য গৎবাঁধা চিন্তা-ভাবনা থেকে বেরিয়ে এসে, চিন্তার সংস্কার করে, সৃজনশীল উপায়ে জনস্বার্থকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে সরকারি কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

৫. দুর্নীতির মূলোৎপাটন করে, সেবা সহজীকরণের মাধ্যমে জনগণের সর্বোচ্চ সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে।

৬. সরকারি অর্থের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

৭. সরকারি ক্রয়ে যথার্থ প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করতে হবে এবং স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিতে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতাগুলো দুর করতে হবে।

৮. সৃষ্টিশীল, নাগরিক-বান্ধব মানসিকতা নিয়ে প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি সংস্কার কর্মসূচির সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা দাখিল করবে, যা নিয়মিত মূল্যায়ন/পরিবীক্ষণ করা হবে।

৯. ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে সৃষ্ট নতুন বাংলাদেশ নিয়ে বিশ্বব্যাপী যে আগ্রহ, ইতিবাচক ধারণা তৈরি হয়েছে, দেশের স্বার্থে তা সর্বোত্তম উপায়ে কাজে লাগাতে হবে।

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

(Weekly Desh is a Leading Bengali newspaper in the UK which distributes FREE in the Mosques every Friday. Also, it's available through the week at grocery shops and Cash and Carry in our designated paper stands. The newspaper is published by Reflect Media Ltd Company number 08613257 and. VAT registration number: 410900349)

Editor:
Taysir Mahmud

31 Pepper Street
Tayside House
Canary Wharf
London E14 9RP
Tel: 0203 540 0942
M: 07940 782 876
info@weeklydesh.co.uk (News)
advert@weeklydesh.co.uk (Advertisement)
editor@weeklydesh.co.uk (Editorial inquiry)

সংসদ নির্বাচন : যৌক্তিক সময়ে অনুষ্ঠানের প্রতিশ্রুতি

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস গত শনিবার দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর একাংশের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন। মতবিনিময়ে রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে ২ হাজারেরও বেশি দাবি ও প্রস্তাবনা পেশ করা হয়। রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় বৈঠক চলে বিকাল ৩টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত। স্মর্তব্য, গত সপ্তাহে বৃহস্পতিবার বিএনপির একটি প্রতিনিধি দল প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক করে। বৈঠকে সংস্কার ও নির্বাচন নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপের পরামর্শ দেওয়া হয়। ওই দিনই উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে সংলাপের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। শনিবারের সংলাপে রাজ নৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে উত্থাপিত দাবিগুলোর মধ্যে আছে দুবারের বেশি কেউ যেন প্রধানমন্ত্রী না হন। শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে এনে লুটেরা দুর্নীতিবাজদের 'বিশেষ ট্রাইব্যুনালে' দ্রুত বিচার। সংবিধান সংশোধন করা, দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ, দেশকে ৫-৬টি প্রদেশে বিভক্ত করে ফেডারেল কাঠামোর শাসনব্যবস্থা চালু করা, প্রত্যেক বিভাগে হাই কোর্ট স্থাপন, পাচার করা অর্থ ফেরত আনার ব্যবস্থা, ছাত্র আন্দোলনে নিহতদের 'জাতীয় বীর' ঘোষণা। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করা। সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে আওয়ামী লীগের রাজনীতি ২০ বছরের জন্য নিষিদ্ধ। নির্বাচন কমিশনকে সংস্কার, পুনর্গঠন, প্রশাসনিক ও ব্যাংক ব্যবস্থার সংস্কার, শিক্ষা ও আইনি ব্যবস্থার সংস্কার করা। আসনভিত্তিক বিজয়ী সংসদ সদস্যদের বাইরে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দলগুলোর প্রাপ্ত ভোটের ভিত্তিতে সংসদে প্রতিনিধিত্ব, প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ার পর দলীয় পদ থেকে পদত্যাগ, পুলিশকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার বন্ধ করা, কোরআন-সুন্নাহবিরোধী আইন প্রণয়ন না করা। ছাত্র আ ন্দোলনের সব শহীদ পরিবারকে ১ কোটি টাকা করে ক্ষতিপূরণ এবং যোগ্যতা অনুযায়ী পরিবারের একজন সদস্যকে চাকরি এবং হত্যা-গুম-দুর্নীতি সম্পর্কে শ্বেতপত্র প্রকাশ ইত্যাদি। সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী বাতিল ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের দাবি জানানো হয় অংশগ্রহণকারী রাজ নৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে। বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টার পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, প্রয়োজ নীয় সংস্কার শেষে যৌক্তিক সময়েই নির্বাচন হবে।

স্বৈরাচারের ষড়যন্ত্র কি থামবে না

জিয়া আহমদ

ব্যক্তিগত প্রয়োজনে গত ২৫ আগস্ট বাংলাদেশ সচিবালয়ে যাওয়ার দরকার ছিল। দুপুরের দিকে বহু কষ্টে সচিবালয়ের গেটে পৌঁছে দেখি সব গেট ভেতর থেকে বন্ধ। আনসার বাহিনীর সদস্যরা পুরো সড়ক দখল করে আছে। ভিজিটরস গেটের সামনে অসংখ্য মানুষ দাঁড়িয়ে, কখন গেট খুলবে। কিন্তু গেট আর খোলে না। অপেক্ষারত অবস্থায় দেখি আরেক দল লোক মিছিল নিয়ে সেখানে হাজির। তারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দফতরি/নৈশপ্রহরী। এই দু'দল লোক তখন এগোনে কাঁপিয়ে তুলছিল সচিবালয় এলাকা। তারা চাকরি জাতীয়করণের দাবি জানাচ্ছিল। অনুমান করলাম, সচিবালয়ের গেট খুলতে অনেক দেরি হবে। তাই বিফল মনোরথে বাড়ির দিকে রওনা দিলাম।

সচিবালয়ের সামনের আইল্যান্ডে কাঁটাতারের বেড়া। বেড়া বেশ উঁচু। দু'-তিনজন তরুণ আমার দু'হাত ধরে কাঁটাতারের বেড়া পার করে দিলো। কিন্তু সেখানেও আরেক বিস্ময়! সেখানে দাঁড়িয়ে আরেকদল মানুষ দাবি জানাচ্ছে। এরা ইনডেক্সধারী শিক্ষক (?) । মনে হলো, সচিবালয় তার প্রশাসনিক চরিত্র বদলে এখন দাবি পূরণের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। উপস্থিত সবার দাবি একটাই- চাকরি জাতীয়করণ করতে হবে এবং তা এখনই। আমি ওখানে পৌঁছার পর নিজের অলসতাকে গালি দিচ্ছিলাম এই বলে যে, আরেকটু আগে এলেই সচিবালয়ে ঢুকতে পারতাম। কিন্তু রাতে টেলিভিশনের খবরে দেখলাম যারা সচিবালয়ে ঢুকেছিলেন, তারা রাত ১২টা পর্যন্ত আন্দোলনকারী আনসারদের কারণে অবরুদ্ধ ছিলেন। দেখে শোকর-গুজার করলাম আল্লাহর দরবারে; তিনি যা করেন, মঙ্গলের জন্যই করেন।

একটি বিষয় খুব বিস্ময়কর লাগছে, সবাই কেন সচিবালয় ঘেরাওয়ের মতো কর্মসূচি শুরু করল? কিছু দিন সচিবালয়ে কাজ করেছি। এর মধ্যে ২৮ অক্টোবরের লগি-বৈঠা নিয়ে মানুষ হত্যার সেই বীভৎস দিনটিও ছিল। আগে-পরে আরো অনেক আন্দোলন দেখেছি, কিন্তু সচিবালয় ঘেরাওয়ের মতো ঘটনা আগে দেখিনি। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো, এই পথটা দেখাল বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন করে স্বৈরাচারী সরকারকে উৎখাত করা ছাত্রদের নাম ধারণ করেই। নাম ধারণ করে বলছি এ কারণে যে, গত ১৯ আগস্ট, যারা সচিবালয় দখল করে মাত্র এক ঘণ্টার নোটিশে এইচএসসি পরীক্ষা বাতিল ও অটোপাসের সিদ্ধান্ত নিয়ে গেল, তাদেরকে কেউ চেনে না বা তারাও দেশের বৈষম্যবিরোধী আ ন্দোলনের নেতাদের চেনে না। তা ছাড়া, দেশের শীর্ষস্থানীয় সব কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা এখনো পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক বলে খবরে দেখলাম। তাদের পরীক্ষা দেয়ার আগ্রহের কারণটা পরিষ্কার। কারণ প্রকৃত ছাত্ররা জানে জীবনে সফলতা অর্জনের জন্য এই পরীক্ষার গুরুত্ব কতখানি! সে যাই হোক, তাদের হাত দিয়ে যে প্যান্ডোরার বাক্সটা খুলে গেল, সে বাক্স থেকে যে বহু অশ্রুতপূর্ব ঘটনার জন্ম হবে তা নিশ্চিত।

এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে প্রশ্ন সবার মনে হাজির হচ্ছে তা হলো, অন্তর্বর্তী সরকারের তিন সপ্তাহও পার হয়নি, এর মধ্যে আ নসার বাহিনীর সদস্যরা কেন এত বড় কুকর্ম করতে গেল? তাদের মূল উদ্দেশ্যটা আসলে কী ছিল? সেদিন তারা দু'বার উপদেষ্টার সাথে বৈঠক করল। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার সাথে আলোচনা করে একটি কমিশন গঠনের মাধ্যমে সুপারিশ প্রণয়ন ও তার ভিত্তিতে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেয়ার বিষয়ে ঐকমত্য হওয়ার পরও কেন আনসাররা তাদের অবস্থান তুলে নিলো না? এ বিষয়ে নানাজন নানা কথা বলছেন।

আনসার বাহিনীর জন্ম হয় ১৯৪৮ সালে। তারপর থেকে একই পদ্ধতিতে আনসাররা কাজ করে আসছেন, যদিও বেতন-ভাতা সময়ে সময়ে বেড়েছে। কিন্তু তারা কখনোই সারা বছর কর্মরত থাকতেন না। তারা নির্দিষ্ট একটা সময় কাজ করার পর একটা নির্দিষ্ট সময় রেস্টে থাকতেন। তখন তারা অন্যান্য কাজ করে জ ীবিকা নির্বাহ করতেন। এই শর্ত মেনেই তারা গত ৭৫ বছরের বেশি সময় ধরে কাজ করেছেন। দেশে মোট আনসারের সংখ্যা প্রায় ৬১ লাখ। এর মধ্যে অঙ্গীভূত আনসার ৯৫ হাজারের মতো। এই অঙ্গীভূত আনসাররাই চাকরি জাতীয়করণের দাবি নিয়ে সচিবালয় ঘেরাও করে। আনসারদের যে দাবি মানার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছিল তাতে এই ৯৫ হাজার অঙ্গীভূত আনসারের জন্য সরকারের ব্যয় দ্বিগুণ হবে জেনেও সরকার সেটি মানার প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু চাকরি জাতীয়করণের বিষয়টি পুরাপুরি ভিন্ন। তার জ ন্য দীর্ঘ সময় ও প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়, যোগ্যতা নির্ধারণ ও তার ভিত্তিতে বেতন-ভাতা নির্ধারণ করতে হয়। নইলে দেশে চাকরি ক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টির আশঙ্কা থেকে যায়।

অনেকে বলছেন, গত ১৫ বছরে অঙ্গীভূত আনসারের সংখ্যা ৪২ হাজার জন বাড়ানো হয়েছে, যার মধ্যে ২৯ হাজার জনকেই (৬৯ শতাংশ) নিয়োগ দেয়া হয়েছে গোপালগঞ্জ জেলা থেকে (সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়নি), যে জেলাটি ঐতিহাসিকভাবেই আওয়ামী লীগের প্রভাবিত অঞ্চল। অনেকে বলছেন, নিয়োগের আগে এই আনসাররা ছাত্রলীগ, যুবলীগের সদস্য ছিল বা আওয়ামী পরিবার থেকে এসেছে। সে কারণে তারা আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর দেশে একটি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই সচিবালয় ঘেরাওয়ের এই হঠকারি সিদ্ধান্ত নেয়।

বাংলাদেশ পুলিশের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতায় আসে, তখন দেশে পুলিশ বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় সোয়া লাখের মতো। গত ১৫ বছরে দেশকে একটি পুলিশি রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য আওয়ামী লীগ সরকার পুলিশ বাহিনীর সদস্য সংখ্যা প্রায় দুই লাখে নিয়ে গেছে। যদিও এ বিষয়ে কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য নেই, তবে অনুমান করা ভুল হবে না যে, এদের বেশির ভাগই এসেছে বৃহত্তর ফরিদপুর থেকে এবং যতটা সম্ভব, একটি বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায় থেকে। কিছু দিন আগে দেখা গেছে, ঢাকা মহানগরীর ৫৬টি থানায় 'অফিসার ইনচার্জ' ছিলেন একটি বিশেষ ধর্মাবলম্বী। আর সে কারণেই কি না জানি না, আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশের ভূমিকা এখনো প্রশ্নবিদ্ধ।

আবার ২৫ আগস্টের ঘটনায় ফেরত আসি। আমি যখন সচিবালয়ের গেটে, তখন সেখানে প্রায় শ'খানেক পুলিশের উপস্থিতি লক্ষ করেছি; সেনা সদস্যদেরও ৮-১০ জন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু দুপুর গড়িয়ে রাত হলেও কেন তারা এই হাজারখানেক আ নসার সদস্যকে ওখান থেকে সরিয়ে দিতে পারলেন না, সেটি বড় প্রশ্ন। আর তারা সচিবালয়ে থাকা চার-পাঁচজন ছাত্র-সমন্বয়কের ওপর হামলা করার পরও কেন নিশ্চুপ থাকলেন, সেটি আরো বড় প্রশ্ন। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হলো, এই ছাত্রদের ও সচিবালয়ে আটক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মুক্ত করতে কেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্র-জনতাকে সচিবালয়ে যেতে হলো এবং আনসারদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হলো? এতে বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী আহত হয়ে হাসপাতালে এখনো চিকিৎসা নিচ্ছেন!

এরপর পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি লক্ষ করলাম ২৭ আগস্ট সচিবালয় গেটে গিয়ে। এদিন পুলিশকে বেশ তৎপর দেখলাম। সচিবালয়ের সামনের রাস্তায় রিকশাসহ অবাঞ্ছিত মানুষজন দেখলাম না।

নতুন সরকারের এখন আইনশৃঙ্খলার উন্নতির দিকে নজরদারি জোরদার করতে হবে। প্রয়োজনে ঢাকা মহানগর পুলিশের সব কনস্টেবল, এসআই, এএসআই ও ইন্সপেক্টর পর্যায়ের কর্মচারী-কর্মকর্তাদের ঢাকার বাইরে বদলি করে বিভিন্ন জেলা থেকে পুলিশ সদস্যদের ঢাকায় আনতে হবে। প্রয়োজনে পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদেরও মাঠে থাকতে হবে। এরপর দীর্ঘমেয়াদে গোপালি পুলিশদেরকে বাহিনী থেকে অন্যত্র সরিয়ে দিতে হবে। দলকানা পুলিশ দিয়ে সরকারের সুরক্ষা আশা করাটা বোকামি হবে এবং মানুষ যে আশা নিয়ে এই আন্দোলনে বিপুল রক্ত দিয়েছে, তাও বিফলে যাবে।

সচিবালয়সহ বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে এখনো আওয়ামী সমর্থক কর্মকর্তারা অধিষ্ঠিত। তারা এখনো কোনো এক অলৌকিক ঘটনার আশায় বসে আছেন। এই নির্লজ্জ লোকগুলোকে ধীরে ধীরে সরিয়ে দেয়া দরকার। কয়দিন আগে শোনা যাচ্ছিল পল্লী বিদ্যুতের কর্মচারীরা গণকর্মবিরতিতে যাচ্ছেন। পরে অবশ্য তারা সেই কর্মসূচি প্রত্যাহার করেছেন। একটি কথা মনে রাখতে হবে, কেউ অপরিহার্য নন এবং এ দেশের অসংখ্য বেকার যুবকদের মধ্য থেকে তাদের পরিপূরক কর্মচারী পাওয়া কোনো সমস্যা নয়। স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে সরকার পতনের ফলে আওয়ামী লীগের উপর কাঠামোটা ধ্বংস হয়েছে মাত্র। দু'-একটা ব্যতিক্রম ছাড়া মধ্যম ও নিম্ন সারিটা কিন্তু এখনো অক্ষত। গত ১৫ বছরের লুটপাটের বিপুল অর্থ তাদের হাতে, যা তারা স্বৈরাচারকে ফিরিয়ে আনার জন্য ব্যয় করছে। এ ছাড়া পতিত স্বৈরাচার ভারতে বসে (তাদের আনুকূল্যে) অবিরাম ষড়যন্ত্র করে চলেছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যাতে প্রয়োজনীয় সংস্কারে ব্যর্থ হয়ে কোনোরকম একটা নির্বাচন করে চলে যায়, সেটাই তাদের লক্ষ্য। গোপালগঞ্জে সেনাবাহিনীর ওপর হামলা, গাড়ি পোড়ানো বা আনসার আ ন্দোলনকে সহিংসতার পথে চালিত করা তাদেরই ষড়যন্ত্রেরই অংশ। সেনাবাহিনীর গাড়ি পুড়িয়ে দেয়ার পর দোষী ব্যক্তিরা শাস্তি পেয়েছে। উচ্ছৃঙ্খলতা সৃষ্টিকারী প্রায় ৪০০ আনসার সদস্য জে লহাজতে। নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, তাদের চাকরিচ্যুতি ঘটবে। তাহলে ষড়যন্ত্রের অংশ হয়ে তাদের ক্ষতি ছাড়া কোনো লাভ হচ্ছে না। এই বার্তাটি সারা দেশে পৌঁছে দিতে পারলে ভবিষ্যতে এ ধরনের হঠকারিতায় কেউ শামিল হওয়ার আগে দু'বার ভাববে।

বিচারবিভাগীয় অভ্যুত্থান প্রচেষ্টার মাধ্যমে শুরু হওয়া সরকারকে দুর্বল করার মিশন আজ আনসার বিদ্রোহে এসে দাঁড়িয়েছে। এমন মনে করার কারণ নেই যে, এটিই শেষ। ষড়যন্ত্র আরো হবে। সে ক্ষেত্রে সরকারকে তার নিজস্ব রিসোর্স দিয়েই এর মোকাবেলা করতে হবে। ছাত্ররা দীর্ঘদিন রাস্তায় থেকেছে আ ন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য। এখন সরকারের দৈনন্দিন প্রয়োজ নে তারা কেন বারবার রাস্তায় নামবে? ছাত্ররা তাদের ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছে। ভবিষ্যতে দেশের বৃহত্তর প্রয়োজনে তারা আবারো মাঠে নামবে। কিন্তু সবসময় তারা রাজপথে থাকবে, এটা কোনোভাবেই কাম্য নয়। তাদের এখন পড়ার টেবিলে বসতে হবে। তারা আন্দোলন শুরু করেছিল কোটামুক্ত সরকারি চাকরির জন্য। এখন সরকারি চাকরি কোটামুক্ত। কিন্তু প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে এই চাকরি পেতে হলে তাদের মেধা শাণিত করতে হবে, কঠোর অধ্যবসায় শুরু করতে হবে। এ ক্ষেত্রে শর্ট-কাট রাস্তা নেই।

আর যারা চাকরিক্ষেত্রে বঞ্চিত হয়েছেন গত ১৫ বছরে, তারাই বা কেন এখন এক দিনও ধৈর্য ধরতে চাচ্ছেন না? এত অধৈর্য হয়ে পড়লে কিন্তু স্বৈরাচারের ফিরে আসার পথ ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হতে শুরু করবে। তখন আপনাদের দাবি পূরণ হবে কিভাবে?

প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন, কারো কোনো অভিযোগ থাকলে তা লিখিত আকারে জমা দিতে। তারা যাচাই-বাছাই করে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন। আমরা দেশ পরিচালনার দায়িত্ব তাদের উপর দিয়েছি, তাদের কথায় আস্থা রাখতে হবে।

এই সরকারের মূল অ্যাজেন্ডা তো সবার বায়না পূরণ করা নয়। তাদের মিশন হলো, দেশে প্রয়োজনীয় সংস্কার করে একটি অবাধ, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর পুনর্নির্মাণ। স্বৈরাচারী সংস্কৃতি যাতে আর কোনো দিন মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে সে লক্ষ্যে কাজ শুরু করা। তাদের সেই কাজে মনোযোগ দেয়ার জন্য সময় দিতে হবে।

লেখক : সাবেক সরকারি কর্মচারী, রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক

বন্যার্ত মানুষের জন্য তহবিল সংগ্রহে নন্দন আর্টসের ফেস্টিভ্যাল রোববার

বাংলাদেশের বন্যাদুর্গত মানুষের জন্য তহবিল সংগ্রহের লক্ষ্যে নন্দন আর্টস আয়োজন করছে লন্ডন বাংলা ফেস্টিভ্যাল। আগামী ৮ সেপ্টেম্বর রোববার লন্ডনের দ্যা অট্রিয়ামে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে।

গত বুধবার পূর্ব লন্ডনের একটি ভেন্যুতে নন্দন আর্টসের আয়োজনে এক সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানানো হয়। অনুষ্ঠানে উপমহাদেশের প্রখ্যাত সংগীত শিল্পী শ্রীকান্ত আচার্যসহ শিল্পীবৃন্দ গান পরিবেশন করবেন।

এতে কমিউনিটির বিভিন্ন শ্রেণী পেশার গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ অংশ নেবেন। সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন নন্দন আর্টসের অন্যতম পরিচালক রাজীব দাস, সাংবাদিক ও লেখক বুলবুল হাসান, টিএনটি কনসালটেন্সির পরিচালক ইফতি আহমেদ।

টাওয়ার হ্যামলেটসের পার্কিং পলিসি সম্পর্কে আপনার মতামত জানান

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের পার্কিং এনফোর্সমেন্ট প্ল্যান (পিইপি) নিয়ে একটি কনসালটেশন বা গণপরামর্শ শুরু করা হয়েছে। বিদ্যমান সমস্ত পার্কিং এবং মবিলিটি ম্যানেজমেন্ট (গতিশীলতা ব্যবস্থাপনা) নীতিগুলিকে একটি একক নথিতে একত্রিত করে পার্কিং এনফোর্সমেন্ট প্ল্যান। একসাথে, এই নীতিগুলি বরো জুড়ে পার্কিং পরিকল্পনা এবং প্রয়োগ করতে ব্যবহৃত হয়। বর্তমান পিইপি ১৬ বছরের আগের।

পরবর্তীতে টেকনোলোজি অনেক উন্নত হয়েছে এবং বায়ু দুষণ সহ বারায় নির্গমন সমস্যাকে উন্নত করার প্রয়োজনীয়তা অতীতের যেকোন সময়ের তুলনায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই পরিবর্তনসমূহ এবং ন্যায্য, স্বচ্ছ এবং উন্নতমানের পার্কিং সার্ভিস নিশ্চিত করতে পিইপি আধুনিক ও সময় উপযোগী করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আপনি অনলাইনে জরিপটি পূরণ করে বা ব্যক্তিগত তথ্য সেশনে অংশ নিয়ে এই পরামর্শে অংশ নিতে পারেন। এই সার্ভেতে অংশ নেয়ার শেষ সময় ৪ নভেম্বর ২০২৪।

এছাড়া ১২ সেপ্টেম্বর সকাল ১০টা থেকে ২টা পর্যন্ত ক্রিপস স্টোর আইডিয়া স্টোরে, ২৪ সেপ্টেম্বর সকাল ১০টা - ২টা পর্যন্ত টাউন হলে এবং ১ অক্টোবর সকাল ১০টা থেকে ২টা পর্যন্ত বো আইডিয়া স্টোরে পপ-আপ স্টল স্থাপন করা হবে, যেখানে গিয়ে আপনি সরাসরি এই সার্ভেতে অংশ নিতে পারবেন। অনলাইনে কনসালটেশনে অংশ নিতে আগ্রহীরা ওয়েবসাইট ভিজিট করতে পারেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

রাজনগর ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউকের এজিএম অনুষ্ঠিত

রাজনগর ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউকের এজিএম অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত রবিবার দুপুরে লন্ডন শহরের কিংক্রসের একটি হলে এই সভা হয়। এতে বিপুল সংখ্যক লোকজন অংশ নেন।

সভায় সংগঠনের সভাপতি আব্দুল হান্নান তরফদারের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক রুহুর ইসলাম দুদুর পরিচালনায় সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ আব্দুস সালাম, উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি এম এ মান্নান, সহ-সভাপতি ময়নুল ইসলাম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মানিকুর রশিদ,ভাইস প্রেসিডেন্ট তারাউল ইসলাম,আব্দুল মুকিত ফারুক,আজিজুল হক, ময়না মিয়া,দুলু চৌধুরী,মোহাম্মদ মুস্তফা, খাইরুল ইসলাম, মারুফ হোসাইন,শাহ মহসিন আলী মিন্টু, ফয়জুল হক,সাব্বির আহমেদ কোরাইসি, শাহ চেরাগ আলী, ওয়ারিছ আলী, ইকবাল হোসাইন,মিছবাহ উদ্দিন,ময়নুল ইসলাম, আবদাল হোসাইন প্রমুখ।

সাধারণ সভায় সংগঠনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়। আলোচনায় যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহর থেকে আগত সদস্যরা অংশ নেন। আলোচনা শেষে সভাপতির বক্তব্যের মাধ্যমে সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

ZAMAN BROTHERS (CASH & CARRY)

SERVING THE COMMUNITY OVER 24 YEARS

কারি ক্যাপিটেল খ্যাত ব্রিকলেনে অবস্থিত আমাদের ক্যাশ এন্ড ক্যারিতে বাংলাদেশের যাবতীয় স্পাইস, লাউ, জালি, কুমড়া, ঝিংগা, শিম ও লতিসহ রকমারি তরি-তরকারী, তরতাজা মাছ, হালাল মাংস ও মোরগ পাওয়া যায়। যে কোনো পণ্য অত্যন্ত সুলভ মুল্যে পাইকারি ও খুচরা কিনতে পারেন।

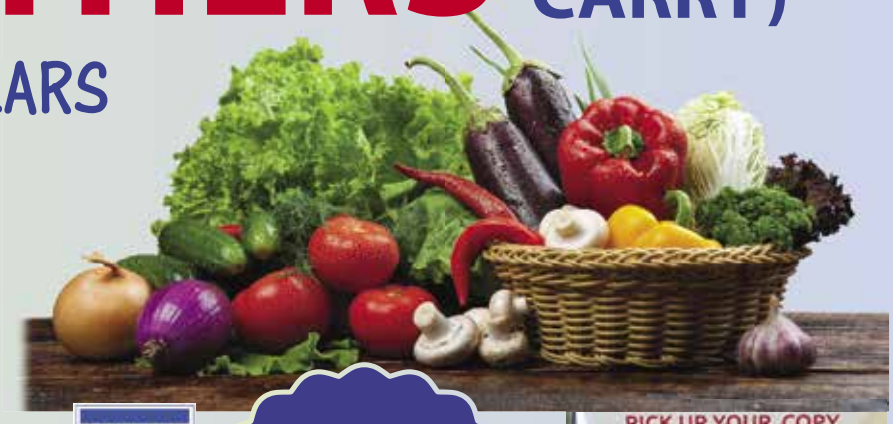

এখানে আক্বিকার অর্ডার নেয়া হয়

VISA Maestro MasterCard

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT CARDS

Open 7 days: 9am-till late

17-19 Brick Lane
London E1 6PU
T: 020 7247 1009
M: 07983 760 908

17 ZAMAN BROTHERS | 19 BRICK LANE FISH & MEAT BAZAAR

জাতীয় নির্বাচনের দিন আটকের ঘটনা চূড়ান্তভাবে অব্যাহতি পেলেন তিন যুবক

টাওয়ার হ্যামলেটসে প্রো-প্যালেস্টাইন (ফিলিস্তিন সমর্থক) তিন এক্টিভিস্টকে গ্রেপ্তারের ঘটনায় তারা সংবাদ সম্মেলন করেছেন। গত ৩০ আগস্ট শুক্রবার দুপুরে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তারা দাবি করেন, পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করলেও তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের মতো কোনো প্রমাণ দাঁড় করাতে পারেনি। তাই তাদের চূড়ান্তভাবে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। তাদের অভিযোগ, এই গ্রেপ্তারের ঘটনা রাজনৈতিক সেন্সরশিপ এবং ভিন্নমত দমনের মতো পরিস্থিতি তৈরী করেছে। এতে তারা চরম উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন ভুক্তভোগী একটিভিস্ট রাইহান ইসলাম, হোসেইন ও ফয়সল আহমদ।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, গত ৪ জুলাই ২০২৪ যুক্তরাজ্যের সাধারণ নির্বাচনের দিনে, গণতন্ত্র উদযাপনের মুহূর্তকে টাওয়ার হ্যামলেটসের একটি ঘটনা সব কিছুকে ছাপিয়ে যায়। চরম হতাশার সৃষ্টি করে এই উদ্বেগজনক ঘটনা। স্থানীয় তিনজন প্যালেস্টাইন সমর্থিত ব্যক্তিকে, যারা 'টাওয়ার হ্যামলেটস থ্রি' নামে পরিচিত, তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়। তখন তারা বর্তমান লেবার এমপি রুশনারা আলীর বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণভাবে প্রচারণা চালাচ্ছিলেন। তারা একটি মোবাইল ডিজিটাল বিলবোর্ড ব্যবহার করে রুশনারা আলীর ফিলিস্তিন সম্পর্কিত নেতিবাচক ভোটিং রেকর্ডের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করছিলেন। তারা মনে করেন, এটি তাদের বাকস্বাধীনতার অধিকার। এই গ্রেপ্তারের ঘটনা রাজনৈতিক সেন্সরশিপ এবং ভিন্নমত দমনের মতো পরিস্থিতি তৈরী করে, যা খুবই উদ্বেগের। অবশ্য পরে এই তিন জনের বিরুদ্ধে চার্জ গঠনে তথা অভিযোগ গঠনের মতো কোনো প্রমাণ দাঁড় করাতে পারেনি পুলিশ এবং সবাইকে অভিযোগমুক্ত ঘোষণা করে চূড়ান্তভাবে ছাড় দেওয়া হয়। ভুক্তভোগীনা হলেন রাইহান ইসলাম, হোসেইন ও ফয়সল আহমদ। তারা প্রত্যেকেই প্যালেস্টাইনের বিপন্ন মানুষের পক্ষের ক্যাম্পেইনার এবং চাকরি বা ব্যবসার মাধ্যমে স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, 'ভীতি, উৎকণ্ঠা, আতঙ্ক' এবং 'ভোটারদের অযথা প্রভাবিত করার' অভিযোগে তাদের তিনজনকে আটক করা হয়েছিল। তবে পুলিশ শেষে স্বীকার করে যে, আইনী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রমাণ তাদের হাতে নেই তাই অভিযোগগুলো বাতিল করা হয়। তিনজনকে ১২ ঘণ্টা ধরে আটক রাখা হয়, এই সময়ে প্রায় ৪০০ জন বাসিন্দা বেথনাল গ্রিন পুলিশ স্টেশনের বাইরে তাদের মুক্তির দাবিতে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদে জড়ো হন। এক পর্যায়ে অভিযোগ গঠন ছাড়াই দ্রুত মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্তটি গ্রেফতারের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের দুর্বল যুক্তির জানান দেয়।

এই গ্রেপ্তার স্থানীয়দের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি করে। অনেকে এই ঘটনাটিকে ভিন্নমত দমনের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত প্রচেষ্টা হিসেবে দেখছেন। পুলিশ স্টেশনের বাইরে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদে জনতার শক্তিশালী অবস্থান অনকাঙ্খিত গ্রেপ্তার প্রক্রিয়ায় ব্যাপারে জোরালো অবস্থানের জানান দেয়। যা প্রো-ফিলিস্তিনি সক্রিয়তার ব্যাপারে লেবার পার্টির ভিন্ন অবস্থান নিয়ে সৃষ্ট সমালোচনাকে আরও তীব্র করেছে।

এতে আরো বলা হয়, গ্রেপ্তারের পর, রুশনারা আলী বিবিসিতে তার নির্বাচনী এলাকার মানুষের বিরুদ্ধে 'হয়রানি এবং ভীতি প্রদর্শন' এর অভিযোগ করেছিলেন। এই অভিযোগ ফিলিস্তিন সমর্থিত একটিভিস্টরা প্রত্যাখ্যান করেন, যা এমপি এবং তার নির্বাচনী এলাকার মানুষের মধ্যে সম্পর্ককে আরও দুর্বল করে বলেও মনে করেন তারা।

সংবাদ সম্মেলনে টাওয়ার হ্যামলেটস থ্রি'র মুক্তি নিশ্চিত করতে ভূমিকার জন্য সলিসিটর এমা রহমানের প্রশংসা করে বলা হয়, টাওয়ার হ্যামলেটস-এ লেবার পার্টি জনবিচ্ছিনতার প্রমাণ দিয়েছে। যদিও তারা দাবী করে তারাও বাসীন্দাদের প্রতিনিধিত্ব করছে। কারণ, নির্বাচনে রুশনারা আলীর ম্যাজরিটি ৩৭ হাজার থেকে নেমে মাত্র প্রায় ১৬শতে পৌঁছেছে। টাওয়ার হ্যামলেটসের বাসিন্দারা ন্যায় বিচার, সমতা এবং মুক্ত অভিব্যক্তির অধিকারের পক্ষে আন্দোলন চালিয়ে যেতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে উল্লেখ করা হয়।

লন্ডন সফরে আসছেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী খন্দকার সিপার আহমদ

আগামী ১১ সেপ্টেম্বর সংক্ষিপ্ত সফরে লন্ডন আসছেন সিপার এয়ার সার্ভিস ও সিপার মিট, গ্রীট অ্যান্ড এসিস্টের সিও খন্দকার সিপার আহমদ। লন্ডনে পৌঁছে তিনি সেখানে বসবাসরত বাংলাদেশী ব্যবসায়ী ও সুধীজনের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও মতবিনিময় করবেন।

এসময় তাঁর সঙ্গে ০৭৭২৪৭৬৭২১২ ও (হোয়াটস অ্যাপ) ০১৯৭১৯৯৫২৫২ নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারবেন। লন্ডন সফর শেষে আগামী ২১ সেপ্টেম্বর তিনি বাংলাদেশে ফিরবেন।

উল্লেখ্য, খন্দকার সিপার আহমদ দি ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এফবিবিসিআইয়ের সাবেক পরিচালক, সিলেট চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সাবেক সভাপতি, বালাগঞ্জ-ওসমানী নগর কল্যাণ সমিতির সভাপতি, এয়ারলাইন্স ক্লাব অব সিলেট, লায়ন্স ক্লাব অব সিলেট হলিসিটি, ক্যাটারার্স গ্রুপ অব সিলেট (সিজিএস) প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও উপদেষ্টা। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

feast & Mishti
Restaurant & Sweetmeat
ফিস্ট : হোয়াইটচ্যাপেল মার্কেট
যত খুশি তত খান
বাফেট £15.99
৩০+ আইটেম
Under 7's £7.99
৬০ ও ৩৫ জনের ২টি প্রাইভেট রুমসহ ২০০ সিট
For Party Booking: 020 7377 6112
245-247, Whitechapel Road, London E1 1DB

বাংলা টাউন
ক্যাশ এন্ড ক্যারি
বিলেতে বাঙালি কমিউনিটির পরিচায়ক

রয়েছে ফ্রি কার পার্কিং সুবিআ
Tel: 020 7377 1770
Open: Mon-Sun: 8am-9.30pm
67-69 Hanbury Street, Brick Lane, London E1 5JP

Community Development Initiative
আপনার সংগঠন অথবা মসজিদ কি চ্যারিটি রেজিস্ট্রি করতে চান?
Would you like to register your organisation or Masjid as a charity.
We can help you with charity registration and other charity related services.
- Charity Registration
- Developing Constitutions
- Charity Administration
- Gift Aid
- Trainings
- And much more!
- Bank account opening
- Submitting Annual Return
- Project Management
- Just Giving Campaign
- Policy Development

Contact: Community development initiative
Arif Ahmad, Mobile: 07462 069 736
E: kdp@tilcangroup.com, W: www.ukcdi.com
WD: 27/08C

লন্ডনে প্রবাসী মুসলিম নেটওয়ার্কের উদ্যোগে পাবলিক সেমিনার অনুষ্ঠিত

লন্ডনে প্রবাসী মুসলিম নেটওয়ার্কের উদ্যোগে পাবলিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। 'একটি স্বনির্ভর নতুন বাংলাদেশের রূপরেখা' শিরোনামে গত ২৭ আগস্ট মঙ্গলবার, পূর্ব লন্ডনের একটি রেস্টুরেন্টে এই সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

সেমিনারে বাংলাদেশে গত ১৫ বছর ধরে চলমান অত্যাচারী শাসনের বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রামের ইতিহাস ও ভবিষ্যত বাংলাদেশের রূপরেখা কি রকম হওয়া উচিত তা তুলে ধরা হয়। এই সেমিনারে বক্তা হিসেবে ছিলেন লন্ডনের সুপরিচিত খতিব লিয়াকত সরকার ও বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্ট বারের সদস্য ও ইসলামি রাজনৈতিক চিন্তাবিদ ব্যারিস্টার রেজাউল করিম। সেমিনারে সভাপতিত্বে ছিলেন মুহাম্মদ নাহেন।

খতিব লিয়াকত সরকার দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেন, বাংলাদেশে অপশাসনের এই চক্র থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা তথা খিলাফাহ। তিনি বিগত সময়ে যালিম হাসিনা সরকারের অধীনে মানবতা-বিরোধী অপরাধ এবং গণহত্যার শিকার হওয়া অসংখ্য নিরীহ মানুষের অবস্থা তুলে ধরেন এবং ৫০ বছরের অধিক সময়ের পরও একটি স্বনির্ভর বাংলাদেশ গঠন করতে না পারার কারণ হিসেবে সেক্যুলার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে চিহ্নিত করেন। এই জুলুমের চক্র থেকে বের হয়ে আসতে কী রকম বাংলাদেশ গঠন করা প্রয়োজন তা সবিস্তারে আলাপ করেন।

ব্যারিস্টার রেজাউল করিম বলেন, একমাত্র ইসলাম পারে বাংলাদেশকে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় জাতিতে পরিণত করতে। এই পরিক্রমায় তিনি ঐক্য, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, ন্যায়বিচার ও রাজনৈতিক আখাঙ্খা এই চারটি বিষয়কে গুরুত্বপূর্ন বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি বলেন, জাতীয়তাবাদ ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আমাদেরকে কখনও প্রকৃত অর্থে ঐক্যবদ্ধ করতে পারেনি। আগ্রাসনের মুখে ও জালিম উৎখাতে মানুষ সাময়িকভাবে ঐক্যবদ্ধ হলেও এই ঐক্য কখনও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। তিনি বলেন, একমাত্র ইসলামের মাধ্যমেই মানুষ ঐক্যবদ্ধ হতে পারে, যেমনটি তারা হয়েছিল খিলাফত ব্যবস্থার অধীনে ইরাক থেকে নিয়ে স্পেন পর্যন্ত।

সেমিনারের শুরুতে উস্তাদ আওলাদ আবু তাকওয়া পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন এবং জনগণের এই বিজয়ে আল্লাহ (সুবঃ) শোকর আদায়, শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা, মজলুমদের সুস্থতা কামনার দোয়ার মাধ্যমে সেমিনারটির পরিসমাপ্তি ঘটে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

স্ট্রাটফোর্ডে দারুল কিরাতের ফলাফল ও পুরস্কার বিতরণ

দারুল কিরাত মজিদিয়া ফুলতলী ট্রাস্ট অনুমোদিত লন্ডন স্ট্রাটফোর্ড শাখা কর্তৃক পরিচালিত দারুল কিরাত-২০২৪ এর ফলাফল, সনদ ও পুরস্কার বিতরণী সম্পন্ন হয়েছে। গত বুধবার এই অনুষ্ঠান হয়। এতে ক্বারী গোলাম আযমের সভাপতিত্বে শাখার নাজিম মাওলানা ইনামুল হক ও প্রধান ক্বারী মুহাম্মদ আফাজ উদ্দিন ইহফাজের যৌথ পরিচালনায় এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন লতিফিয়া ক্বারী সোসাইটি ইউকের সেক্রেটারি জেনারেল মুফতি মাওলানা আশরাফুর রহমান।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন এনটিভি নর্দাম্পটন প্রতিনিধি এম এ ফাত্তাহ চৌধুরী ফয়সাল ও দারুল কিরাত -২০২৪ ইউকের এডমিন মাওলানা জয়নাল আবেদিন।

বক্তব্য রাখেন মুহিবুর রহমান ছানা, ক্বারী গোলাম আম্বিয়া, ক্বারী গোলাম মাওলা, ক্বারী আব্দুস শহীদ ও মুহাম্মদ রাসেল প্রমুখ।

জামাতে সুরা থেকে রাবে পর্যন্ত পাঁচটি ক্লাসের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ কৃতি শিক্ষার্থীদের সার্টিফিকেট, মেডেল ও ট্রফি হাতে তুলে দেন আগত অতিথিবৃন্দ, শিক্ষক ও অভিভাবকরা। এসময় সনদ ও পুরস্কার পেয়ে শিক্ষার্থীদের আনন্দে মেতে ওঠে।

দারুল কিরাতের উস্তাদ হিসেবে ছিলেন- ফয়েজ আহমদ,মিছবাহ উদ্দিন, ক্বারী শামছুল ইসলাম, মুহাম্মদ তানজিদ খান নাঈম ও ক্বারীয়া মৌসুমী আক্তার। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

কুশিয়ারা ক্যাশ এণ্ড ক্যারি
Tel: 020 7790 1123
কমিউনিটির সেবায় ২৫ বছর
পূর্ব লন্ডনে বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রাণকেন্দ্র কমার্শিয়াল রোডে আমাদের ক্যাশ এন্ড ক্যারিতে রকমারি তরি-তারকারি, তরতাজা মাছ, হালাল মাংস ও মোরগ পাওয়া যায়।
যেকোনা ধরনের পণ্য অত্যন্ত সুলভ মুল্যে পাইকারি ও খুচরা কিনতে পারেন।
313-317 Commercial Road, London E1 2PS
WD: 27/08C

KOWAJ JEWELLERS
310 Bethnal Green Rd, London E2 0AG
Tel: 020 7729 2277 Mob: 07463 942 002
গহনার জগতে অত্যন্ত সুপরিচিত সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম হচ্ছে খোঁয়াজ জুয়েলার্স। অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে বাংলাদেশী স্বর্ণসহ সবধরণের স্বর্ণের মূল্যায়ন করা হয় ইনশাল্লাহ।

Mohammad Kowaj Ali Khan
Owner of Kowaj Jewellers
পাত্র এবং পাত্রীর সন্ধ্যান দেওয়া হয়
তাছাড়া, স্বাস্থ্য বিষয়ক উপদেশও দেওয়া হয়।

Fast Removal

House, Flat & Office Removals ■ Surprisingly affordable prices ■ Fast, reliable and efficient service ■ Short-term notice bookings ■ Packing materials available.
For instant Online Quote visit www.fastremoval.com
Mob: 07957 191 134

অল সিজন ফুডস
(নির্ভরযোগ্য ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী)
حلال
আপনার যেকোনো অনুষ্ঠানের খাবার সরবরাহের দায়িত্ব আমাদের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিত থাকুন।
দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় যাবত আপনাদের সেবায় নিয়োজিত।
ALL SEASON FOODS
WEDDING PLANNER
SCHOOL MEAL CATERER
SANDWICH SUPPLIER
88 Mile End Road, London E1 4UN
Phone : 020 7423 9366
www.allseasonfoods.com

জিসিএসই পরীক্ষায় নোভার ঈর্ষণীয় ফলাফল অর্জন

জিসিএসই পরীক্ষায় ১১টি বিষয়ের সবগুলোতেই সর্বোচ্চ গ্রেড ৯ পেয়ে রেকর্ড ঈর্ষণীয় ফলাফল অর্জন করেছে মিফতাহুল জান্নাত নোভা। সে যুক্তরাজ্যের টপ স্টেট স্কুল নর্থ লন্ডনের দ্যা হেনরিয়েটা বারনেট স্কুল থেকে জিসিএসই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে এই ফলাফল অর্জন করে বাংলাদেশী কমিউনিটিসহ লন্ডনের সবার নজর কাড়তে সক্ষম হয়েছে।

নোভা নর্থ লন্ডনের বারনেট বারার বাসিন্দা এম নজমুল ইসলাম ও সৈয়দা শাহনাজ আক্তারের বড় মেয়ে। নোভার এই ফলাফলে তার স্কুলসহপাঠীসহ শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ সবাই গর্বিত ও আনন্দিত।

নোভা ভবিষ্যতে অক্সফোর্ড ও ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো বিশ্বমানের যেকোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে মেডিকেল সায়েন্সে পড়ার স্বপ্ন নিয়ে তার প্রিয় প্রতিষ্ঠান দ্যা হেনরিয়েটা বারনেট স্কুলে এ-লেভেলে ভর্তি হয়েছে।

শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত নোভার মা-বাবাসহ পরিবারের সবাই তার জন্য দোয়া চেয়ে জানান, নোভা যেন সবার আগে নিজেকে শুধু সফল ছাত্রী নয়, ভালো মানুষ হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। নোভার মা-বাবার আশা ও চাওয়া, সবার দোয়া ও ভালোবাসায় মেয়ের আগামীর পথ চলা যেনো সুন্দর ও সাফল্যমণ্ডিত হয়। মা-বাবার মতো, নোভার নানা বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব সৈয়দ আব্দুল মতিনেরও ইচ্ছা নোভা বড় হয়ে নিজেকে মানুষের সেবায় নিয়োজিত রাখুক।

উল্লেখ্য, নোভা মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা পৌরসভার অজমির মাস্টার বাড়ির মরহুম আব্দুল গনি মাস্টারের বড় নাতনি।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বিশ্বনাথ আলিয়া মাদ্রাসায় জোরপূর্বক তালা ঝুলানোর প্রতিবাদে লন্ডনে সভা

শিক্ষা কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখতে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা

খালেদ মাসুদ রনি :

বিশ্বনাথ আলিয়া মাদ্রাসায় জোরপূর্বক তালা ঝুলানোর প্রতিবাদে এবং শিক্ষা কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখতে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করে লন্ডনে যুক্তরাজ্যে বসবাসরত বিশ্বনাথ প্রবাসীদের আয়োজনে জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্প্রতি পূর্ব লন্ডনের একটি স্থানীয় রেষ্টুরেন্টে এ জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় বিশিষ্ট কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব আলহাজ্ব তৈমুছ আলীর সভাপতিত্বে ও বিশ্বনাথ প্রবাসী এডুকেশন ট্রাস্ট ইউকের সহসভাপতি মোহাম্মদ মিছবাহ উদ্দিন, বিশ্বনাথ স্পোটিং ট্রাস্ট ইউকের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল বাছিত বাদশার যৌথ পরিচালনায় সভায় বক্তারা, ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশ্বনাথ আলিয়া মাদ্রাসায় বে-আইনীভাবে অনুপ্রবেশ করে জোরপূর্বক মাদ্রাসায় তালা ঝুলিয়ে দেওয়ার নৈরাজ্য সৃষ্টি করায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। বক্তারা অনতিবিলম্বে প্রতিষ্ঠান খুলে দিয়ে শিক্ষার পবিবেশ ফিরিয়ে আনার জোর দাবি জানান।

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ৫১ সদস্য বিশিষ্ট একটি সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়। অনতিবিলম্বে মাদ্রাসায় তালা খুলে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার দাবী, যথাযথ কর্তৃপক্ষ ব্যতিত অন্য কারো ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের যে কোন পদক্ষেপ মোকাবেলা করা, কোন অবস্থাতে আইনের ব্যথয় না ঘটে সেদিকে সঠিক দৃষ্টি রাখার দাবিসহ বিশ্বনাথের সকলস্তরের সচেতন নাগরিকদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার জন্য সকলের সজাগ দৃষ্টি রাখার আহবান জানানো হয়।

সভায় বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য প্রবাসী, কমিউনিটি নেতা আলহাজ্ব মানিক মিয়া, মনির উদ্দিন বসির, প্রফেসার নূরুল ইসলাম, কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব আব্দুল মজিদ, মতছির খান, সাজ্জাদুর রহমান, সাইদুর রহমান খান, ফয়জুল হক, মাওলানা মুফতি আশরাফুর রহমান, হাফিজ হোসেন আহমদ, সাবেক স্পীকার আয়াছ মিয়া, কমিউনিটি নেতা আজম খান, আব্দুর রব, আব্দুর রহমান হান্নান, আনোয়ার খান, আব্দুল কাইয়ুম, আফছর মিয়া ছোট, আব্দুল কদ্দুছ, ফারুক মিয়া, নাছির উদ্দিন আহমদ, সাবেক শিক্ষক আব্দুল গফুর, আকলুছ মিয়া, আব্দুর রব, কবির মিয়া, নিজাম উদ্দিন, খালেদ খান, সিরাজুল ইসলাম সুমন, সিরাজুল ইসলাম, রুহুল আমিন চমক, গিয়াস উদ্দিস সেবুল, শফিকুল ইসলাম, শরিফুল ইসলাম, নুরুল ইসলাম, সাদিকুর আহমদ, আব্দুল মনাফ, আবু বক্কর সিদ্দিক, ওয়াহিদ উদ্দিন, কামাল উদ্দিন, আজিজুর রহমান রাজু, আঙ্গুর মিয়া, আব্দুল হামিদ মালা, হেলাল উদ্দিন, শরিফ উদ্দিন, আব্দুর রাজ্জাক, ফারুক মিয়া, আল-আমিন, রাসেল আহমদ, জসিম উদ্দিন সেলিম, ফয়জুর রহমান, আব্দুস সোবহান, মোহাম্মদ আলী, লুৎফুর রহমান, হাবিবুর রহমান, দৌলত হোসেন, শাহ জামাল উদ্দিন, এস এ সালাম, রাসেল মিয়া, সাইদুর রহমান রাজু, দুদু মিয়া, সাংবাদিক জাকির হোসেন কয়েস, সংগঠক নুরুল ইসলাম। সভা শেষে দোয়া পরিচালনা করেন বিশ্বনাথ আলিয়া মাদ্রাসার সাবেক ছাত্র ও শিক্ষক বায়তুল আমান জামে মসজিদের ইমাম ও খতিব আব্দুল মানিক।

লোন, ক্রেডিট কার্ড চান?
'E3 DEBT MANAGEMENT'

■ STUDENT LOAN/BIG LIMIT CREDIT CARDS পেতে আমাদের সাহায্য নিন
■ CREDIT SCORE IMPROVES/HIGH করতে আমাদের সাহায্য নিন
■ ক্রেডিট কার্ড বিল / লোন পরিশোধ করতে পারছেন না? INTEREST FREEZE +আপনার টোটাল ঋণের UP TO 75% মাফ করে ৬০ মাসে AFFORDABLE MONTHLY পেমেন্ট এ ঋণ মুক্ত হতে পারেন।

Whattsapp only :MON-SAT:10 am-8pm (Please do not call from withheld number)
Mr Ali:07354483336 (Whattsapp message only) Tel:02081230430
Fax:02078060776 Email:debtsolutions@hotmail.co.uk
Suite10, 219 Bow Road London E3 2SJ
www.sites.Google.com/site/E3DEBTMANAGEMENT

Why visit a branch to Send money to Bangladesh?
Get registered & Send money online from anywhere within the UK
SAVE Time & Travel Cost Enjoy better rate
www.baexchange.co.uk
Contact us : 0203 005 4845 - 6
B A Exchange Company (UK) Ltd.
(Fully owned by Bank Asia Ltd, Bangladesh)
131 Whitechapel Road, (First Floor) London E1 1DT

Tareq Chowdhury
Principal

Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS
ইমিগ্রেশন ও ফ্যামেলী বিষয়ে যে কোন আইনগত পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mobile: 07961 960 650
Phone : 020 7650 7970
102 Cranbrook Road, Wellesley House, 2nd Floor, Ilford, IG1 4NH
www.kingdomsolicitors.com

MQ HASSAN SOLICITORS & COMMISSIONERS FOR OATHS
helping people through the law

Practicing Areas of law:
* Immigration
* Asylum
* Divorce
* Adult dependent visa
* Human Rights under Medical grounds
* Lease matter - from £700 +
* Sponsorship License (No win no fees)
* Islamic Will
* Will & Probate
* Visitor Visa

*Competitive fees
*Excellent service

MQ Hassan Solicitors is managed and supervised by renowned and experienced Barrister & Solicitor MQ Hassan. He has been practicing Law for 30 years and possesses excellent communication skills and maintains excellent working relationships.

37 New Road, Ground Floor
Whitechapel, London E1 1HE
Tel-020 7426 0858
Mob: 07495 488 514 (Appointment only)
E: info@mqhassansolicitors.co.uk

লন্ডনে হাজী রাশীদ আলী উচ্চ বিদ্যালয়ের সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন

হাজী রাশীদ আলী উচ্চ বিদ্যালয়ের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে লন্ডনে সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন করেছেন প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা। গত ২ সেপ্টেম্বর সোমবার সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এ উপলক্ষে আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সাবেক শিক্ষার্থীদের পদভারে মুখরিত হয়ে ওঠে পূর্ব লন্ডনের ওয়েষ্টহামের ইমপ্রেশন ইভেন্ট ভেন্যু।

গ্রেটার কামাল বাজার ডেভলাপমেন্ট ট্রাস্ট ইউকে অনুষ্ঠানটি আয়োজন করে। সংগঠনটির চমকজাগানো ও বৈচিত্র্যময় আয়োজন নজর কেড়েছে উপস্থিত সকল প্রবাসীদের। শুরুতে প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের অভ্যর্থনা, নেটওয়ার্কিং ও স্মৃতিচারণায় একটি আবেগময় পরিবেশ তৈরি করে। পরে আলোচনা, আপ্যায়ন, উপহার বিতরণ এবং মনোমোগ্ধকর স্টেজ- শো ছিল ছোখে পড়ার মত। এক কথায় এ যেনো কামাল বাজার প্রবাসীদের এক মিলনমেলা বসেছিল। বিদ্যালয় প্রতি যে টান ও ভালোবাসা তা প্রকাশ করেন সবাই।

টেমস থেকে বাসীয়া স্লোগান সামনে রেখে আগত প্রাক্তন শিক্ষার্থী ও অতিতিদের অভ্যর্থনা ও নেটওয়ার্কিং দিয়ে শুরু হয় প্রথম পর্ব। পরে পবিত্র কোরআন থেকে সুরা পাঠ ও জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে শুরু হয় দ্বিতীয় পর্ব। সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে শিকরের টানে -ফিরে দেখা মেগ্যাজিন এর মোড়ক উম্মোচন করা হয়। মোড়ক উম্মোচন করেন বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থী এমদাদুর রাহমান এমদাদ, আব্দুল হান্নান, আব্দুল বাচিত চৌধুরী, আব্দুল আহাদ, লোকমান হুসেন, মিসেস রহিমা রহমান, বখতিয়ার খান, পারভেজ আহমেদ, হাফিজুর রাহমান, কুতুব উদ্দিন খান, লুৎফুর রাহমান পাবেল ও খসরুল ইসলাম।

সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানটি আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করতে গিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন এমদাদুর রাহমান এমদাদ। তিনি বলেন, আজ আমি সত্যি আনন্দিত, আমাদের এই প্রিয় বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা লন্ডনের মত ব্যস্ত শহরে কাজ কর্ম ফেলে জড়ো হয়েছেন শুধুমাত্র বিদ্যালয়কে সম্মান জানাতে- এটা গর্বের। আমরা অত্যন্ত গুরুত্ব ও তাৎপর্যপূর্ণভাবে আমাদের প্রাণ প্রিয় বিদ্যাপীঠের সুবর্ণজয়ন্তী পালন করছি এর জন্য উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ।

জমকালো বৈচিত্র্যময় অনুষ্ঠানটি এক প্রর্যায়ে প্রিয় বিদ্যাপীঠ ও বৃহত্তর কামাল বাজার এলাকার বিডিও চিত্র প্রদর্শন করা হয়। এরপর গ্রেটার কামাল বাজার ডেভলাপমেন্ট ট্রাস্ট এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও উদ্দেশ্য তুলে ধরে হয়। উল্লেখ্য যে সিলেট জেলার দক্ষিণ সুরমা উপজেলার কামাল বাজারে ১৯৭১ সালে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন দানবীর ড. রাগীব আলী।

গ্রেটার কামাল বাজার ডেভলাপমেন্ট ট্রাস্টের চেয়ারপারসন এমদাদুর রাহমান এমদাদ এর সভাপতিত্বে এবং সেক্রেটারি বখতিয়ার খান ও শাহেদ মিয়ার পরিচালনায় অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন নিউহ্যাম কাউন্সিলের চেয়ার রহিমা রহমান, প্রাক্তণ শিক্ষার্থী আলী আহমেদ, বিবিসিসিআইর সাবেক প্রেসিডেন্ট শাহগির বখত ফারুক, কাউন্সিলর মুজিবুর রহমান, বিশিস্ট কমিউনিটি ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব লোকমান হুসেন, মকসুদ রহমান, মিসবাউর রহমান, মজনু মিয়া ও শাহিন মোস্তফা প্রমুখ।

সংগঠনের পক্ষ থেকে স্মৃতিচারণ করে বক্তব্যে রাখেন, ভাইস চেয়ারপারসন জনাব আব্দুল বাছিত চৌধুরী ও মোঃ আব্দুল আ হাদ, সম্পাদনা পরিষদের অন্যতম সদস্য এক্টিভিস্ট মোঃ হাফিজুর রাহমান, পারভেজ আহমেদ, খসরু মিয়া, সদস্য লুৎফুর রহমান পাবেল, মাহবুবুর রহমান, শাহ আলম হুবেব, খসরু মিয়া, জনাব হারুনুর রশীদ, রাজিউর রহমান চৌধুরী দুলাল, আব্দুল মান্নান, ইমরান হুসেইন সলিসিটর, আনোয়ার হুসেন ফজল। এছাড়া, প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন গিয়াস উদ্দীন আহমেদ রানা, কবির আহমেদ লয়লুছ, আতিকুল ইসলাম সিরাজ, আব্দুল হান্নান, মোহাম্মদ আলী মিষ্টার, আমিনুল হক রাজু, আবুল হাসনাত চৌধুরী রুমেল, নুরজাহান মতিন, সমাজ সেবিকা আম্বিয়া খানম, সংগঠক ও এক্টিভিস্ট আমিনা আলী, ইমরানা রহমান ও জ্যুতি দেব টুম্পা। সুবর্ণজয়ন্তীতে এসে প্রায় ৪৫ বছর পর সহপাঠীদের দেখে আবেগপূর্ণ হয়ে পড়েন বিদ্যালয়ের প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থী নুরজাহান মতিন, আব্দুল হান্নান ও আতিকুল ইসলাম সিরাজ। এটি ছিল সবচেয়ে আবেগময় পরিবেশ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

শুরু হয়েছে মেয়র কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় মেয়র ফুটবল কাপ ২০২৪ - এর প্রতিযোগিতা এই সপ্তাহান্তে শুরু হবে। গত ৩১ আগস্ট শনিবার এবং ১ সেপ্টেম্বর রবিবার ভিক্টোরিয়া পার্কের পিচে তরুণ বয়সী ও প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে। জুনিয়র হিট এবং ফাইনাল ৭ সেপ্টেম্বর শনিবার মাইল এন্ডের মিনি পিচে অনুষ্ঠিত হবে এবং প্রাপ্তবয়স্ক ও যুব ফাইনালগুলি ৮ সেপ্টেম্বর রবিবার মাইল এন্ড এর পিচে অনুষ্ঠিত হবে। নিজেদের প্রিয় দলকে সমর্থন ও উৎসাহ প্রদানের জন্য দর্শকদের আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বো ইস্ট উপ-নির্বাচনে ফটো আইডি এবং প্রক্সি ভোট বিষয়ক আপডেট

আগামী বৃহস্পতিবার ১২ সেপ্টেম্বর টাওয়ার হ্যামলেটসের বো ইস্ট ওয়ার্ডের উপ-নির্বাচনে ভোট কেন্দ্রে গিয়ে ব্যক্তিগতভাবে ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধিত ভোটারদেরকে ফটো আইডির একটি অনুমোদিত ফর্ম দেখাতে হবে। সঠিক অনুমোদিত ফটো আইডি আপনার আছে কিনা তা আপনি পরীক্ষা করতে পারেন বা বিনামূল্যে ভোটার অথরিটি সার্টিফিকেট (ভিএসি) এর জন্য অনলাইনে আবেদন করতে পারেন। উপ-নির্বাচনে ভোট দিতে ভিএসি-এর জন্য আবেদন করার শেষ তারিখ বুধবার ৪ সেপ্টেম্বর বিকেল ৫টা।

আপনি যদি বো ইস্ট উপ-নির্বাচনে প্রক্সি ভোটের জন্য আবেদন করতে চান তাহলে বুধবার বিকেল ৫টার মধ্যে আবেদন করুন। আপনি সরকারি ওয়েবসাইটে গিয়ে আবেদন করতে পারেন। উপনির্বাচনের সময়সূচী, প্রার্থীদের তালিকা এবং ভোট কেন্দ্রের অবস্থান সহ আরও তথ্যের জন্য ওয়েবসাইট ভিজিট করুন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

সিটি কাপ ক্রিকেট চ্যাম্পিয়নশীপ সম্পন্ন

বৃটেনে সিটি কাপ ক্রিকেট চ্যাম্পিয়নশীপ ২০২৪ সম্পন্ন হয়েছে। গত ২৮ আগস্ট বুধবার ক্রিকেট প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন অব মৌলভীবাজার ইউকে এই টুর্নামেন্টের আয়োজন করে। বৃটেনের বিভিন্ন শহরের বারোটি দল নিয়ে এই জমজমাট আসর অনুষ্ঠিত হয়। মূলত বৃটেনের বিভিন্ন শহরে বসবাসরত বৃটিশ-বাংলাদেশী খেলোয়াড়দের মধ্যে ভ্রাতৃত্যের বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করা ও নতুন প্রজন্মকে খেলাধুলার প্রতি উৎসাহি করার লক্ষ্য নিয়ে টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়।

এতে বৃটেনের বাঙালি কমিউনিটির অনেক সুনামধন্য ক্রিকেটারের সাথে বিভিন্ন দলের হয়ে অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশের জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক মোঃ আশরাফুল, ইমরুল কায়েস, সাব্বির রহমান, শামসুর রহমান শুভ, এনামুল হক জুনিয়র প্রমুখ।

গত ২১ অগাস্ট বার্মিংহামে পেরি হল পার্ক মাঠে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম পর্বের খেলা। ২৮ আগস্ট লন্ডন চিজ উইকের কিংস হাউজ স্কুল স্পোর্টস গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত হয় সেমিফাইনাল এবং ফাইনাল। অত্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এই টুর্নামেন্টে এসএক্স নিও ক্রিকেট দল, বাংলাদেশ জাতীয় দ সাবেক খেলোয়াড় শামসুর রহমান শুভর অনবদ্য অপরাজিত ১০২ রানের দৃষ্টিনন্দন ইনিংসের সুবাদে ম্যানচেস্টার চেহডারটন দলকে ৫৩ রানে পরাজিত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। শামসুর রহমান শুভ উক্ত ম্যাচের প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচ সহ টুর্নামেন্টের সেরা ব্যাটসম্যান এবং টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কারও লাভ করেন। টুনামেন্টে সেরা বোলার নির্বাচিত হন নাজমুল ইসলাম। টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী দলসমূহ এবং আগত অতিথিরা এই আয়োজনের ভুয়সি প্রশংসা করেন এবং এই ধরনের আয়োজন অব্যাহত রাখার জন্য আয়োজকদের অনুরোধ করেন।

ক্রিকেট প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন অব মৌলভীবাজার ইউকের পক্ষে এই টুর্নামেন্টের সার্বিক আয়োজনের তত্বাবধানে ছিলেন আখলাসুল মুমিন, নোমান আহমদ দোয়েল, সাইয়েদ এলাহী পাপ্পু, রাসেল আহমদ, সাইয়েদ কারিম রুমেল, তোফায়েল হোসেন রিংকু ও কাইয়ুম খান।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সালাহউদ্দিন আহমেদ সবুজের প্রাণবন্ত উপস্থাপনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিপিএএম ইউকের সভাপতি সালেহ আহমাদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিপিএএম ইউকের প্রধান উপদেষ্টা মুরাদ আহমদ, উপদেষ্টা আব্দুল কাইয়ুম ফয়সাল, সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ কারিম রুমেল, কোষাধ্যক্ষ রেজওয়ান রউফ,সাবেক সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ কারিম সায়েম, সিনিয়র সদস্য জাকির হোসেন, হুমায়ুন রশিদ, তুয়েল খান, বিশিষ্ট ক্রিড়া সংগঠক এবং আম্পায়ার আহাদ আহমদ চৌধুরী এবং বিশিষ্ট ক্রিড়া সংগঠক জুয়েল আহমদ এবং আয়াজ করিম প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে আয়োজকরা সিটি কাপ ক্রিকেট চ্যাম্পিয়নশিপ টুর্নামেন্টের সাফল্যে সবার সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন, এবং আগামীতে আরও বৃহৎ আকারে সিটি কাপ ক্রিকেট চ্যাম্পিয়নশিপ টুর্নামেন্ট আয়োজন করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ওসমানী বিমানবন্দরে ১৬ কোটি টাকার সোনাসহ যাত্রী আটক

সিলেট প্রতিনিধি, ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪: সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে যাত্রীর সঙ্গে আনা কফি তৈরির মেশিন থেকে মোট ১৫০টি স্বর্ণের বার ছাড়াও ৪টি রূপার প্রলেপযুক্ত স্বর্ণের চাকতি জব্দ করা হয়েছে। গত বুধবার (২৮ আগস্ট) সকাল ৯টার দিকে স্বর্ণ জব্দ করা হয়। এ ঘটনায় হোসাইন আহমদ (২০) নামের এক যাত্রীকেও আটক করা হয়েছে। আটক হোসাইন আহমদ সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলার তোয়াকুল এলাকার বাসিন্দা।

সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কাস্টমসের সহকারী কমিশনার আসাদুজ্জামান ও সিলেট ওসমানী বিমানবন্দরের পরিচালক মো. হাফিজ আহমদ জানান, শারজাহ থেকে আসা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইট থেকে এসব স্বর্ণ জব্দ করা হয়। শুল্ক গোয়েন্দা ও সিভিল এভিয়েশনের সদস্যদের জব্দ করা স্বর্ণের চালানটির ওজন ১৫ কেজি ৯১০ গ্রাম। যার আনুমানিক মূল্য প্রায় ১৬ কোটি ৩৬ লাখ টাকা।

বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানায়, সংযুক্ত আরব আমিরাতের শারজাহ থেকে আসা বিমান বাংলাদেশের একটি ফ্লাইটে বুধবার সকাল ৮টা ২১ মিনিটে সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আসেন হোসাইন আহমদ। প্রথমে তার মালামাল স্ক্যান করে সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া যায়নি। পরে গোয়েন্দা সদস্যরা আবারও তল্লাশি চালান। একপর্যায়ে তার সঙ্গে আনা কফি তৈরির তিনটি যন্ত্র দেখে সন্দেহ হয়। পরে সেগুলো খুলে তল্লাশি চালানোর পর ভেতর থেকে ১০৫টি স্বর্ণের বার ছাড়াও গলিয়ে আনা চারটি স্বর্ণের চাকতি উদ্ধার করা হয়।

সাবেক মন্ত্রী মান্নানসহ ৯৯ জনের বিরুদ্ধে মামলা

সিলেট প্রতিনিধি, ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪: বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় সুনামগঞ্জে ছাত্র-জনতার ওপর হামলার অভিযোগে সাবেক পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান ও সাবেক তিন সংসদ সদস্যসহ ৯৯ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। হামলায় আহত শিক্ষার্থীর ভাই হাফিজ আহমদ বাদী হয়ে সোমবার সুনামগঞ্জ দ্রুত বিচার আদালতের বিচারক নির্জন মিত্রের আদালতে মামলাটি করেন বলে জানান বাদীপক্ষের আইনজীবী মাসুক আলম।

গত ৪ অগাস্ট ছাত্র-জনতার কর্মসূচিতে বাদীর ভাই জহুর আহমদ গুলিবিদ্ধ হন। হাফিজ আহমদ দোয়ারাবাজার উপজেলার লক্ষীপুর ইউনিয়নের এরোয়াখাই গ্রামের নাজির আহমদের ছেলে।

মামলায় উল্লেখযোগ্য আসামিরা হলেন- সুনামগঞ্জ-৫ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মুহিবুর রহমান মানিক, সুনামগঞ্জ-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য রঞ্জিত সরকার, সাবেক সংসদ সদস্য মোয়াজ্জেম হোসেন রতন, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি নূরুল হুদা মুকুট, সাধারণ সম্পাদক নোমান বখত পলিন, সাবেক পৌর মেয়র নাদের বখত, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান খায়রুল হুদা চপল, সুনামগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রাজন কুমার দাস, সদর থানার ওসি খালেদ চৌধুরী এবং এসআই রিয়াজ আহমদ।

মামলায় আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ, জাতীয় পার্টির নেতাকর্মী এবং সাংবাদিকসহ ৯৯ জনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাত পরিচয় আরও ২০০ জনকে আসামি করা হয়েছে।

মামলায় বলা হয়েছে, ৪ অগাস্ট বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মিছিলে সাবেক পরিকল্পনামন্ত্রী ও আসামিদের নির্দেশে সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর গুলি, সাউন্ড গ্রেনেডসহ দেশি অস্ত্র দিয়ে হামলা চালানো হয়। এতে অনেক শিক্ষার্থী গুলিবিদ্ধ হন। আইনজীবী মাসুক আলম বলেন, মামলার আবেদন গ্রহণ করে নথিভুক্তির আদেশ দিয়েছে আদালত।

বড়লেখা প্রেস ক্লাবের নবগঠিত কমিটির পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত

সিলেট প্রতিনিধি, ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪: মৌলভীবাজারের বড়লেখা প্রেসক্লাবের নবগঠিত কার্যকরি কমিটির মতবিনিময় ও পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত শনিবার (৩১ আগস্ট) রাতে বড়লেখা পৌরশহরের একটি অভিজাত রেস্টুরেন্টে এই সভার আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন বড়লেখা প্রেসক্লাব সভাপতি আনোয়ারুল ইসলাম। স্বাগত বক্তব্য দেন প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আইনজীবী গোপাল দত্ত।

প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রবের সঞ্চালনায় সভায় অন্যদের

মধ্যে বক্তব্য দেন প্রেসক্লাবের সহসভাপতি খলিলুর রহমান ও ইকবাল হোসেন স্বপন, সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী রমিজ উদ্দিন, যুগ্ম সম্পাদক হাসান শামীম ও জালাল আহমদ, কোষাধ্যক্ষ সুলতান আহমদ খলিল, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক তপন কুমার দাস, দপ্তর সম্পাদক এ.জে লাভলু, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক আদিব মজিদ, সদস্য লিটন শরীফ, মিজানুর রহমান, আজাদ বাহার জামালি ও মস্তফা উদ্দিন। ক্লাবের সাধারণ সদস্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন হানিফ পারভেজ, মিফতাহ আহমদ লিটন, তারেক মাহমুদ, তাহমীদ ইশাদ রিপন, তাহের আহমদ, সিরাজুল ইসলাম রিপন, আশফাক আহমদ, ফয়ছল মাহমুদ ও রেদওয়ান আহমদ রুম্মান।

স্বাগত বক্তব্যে বড়লেখা প্রেস ক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আইনজীবী গোপাল দত্ত নতুন কমিটিকে সবধরনের সহযোগিতা করার আশ্বাস দিয়ে বলেন, নবগঠিত কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত সবাই অত্যন্ত দক্ষ ও বিচক্ষণ। তারা বড়লেখা প্রেস ক্লাবকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাবে।

প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রব বলেন, বড়লেখা প্রেস ক্লাব একটি অরাজনৈতিক সংগঠন। এখানে আমরা যারা কাজ করি আমাদের পরিচয় হচ্ছে, আমরা সংবাদকর্মী। আমরা সাংবাদিকতার নীতি-নৈতিকতা মেনে দেশ ও জাতীর সেবায় নিয়োজিত থাকব। আমরা সবাই মিলে বড়লেখার ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে কাজ করব।

বিদেশ পালানোর সময় সাবেক মন্ত্রীর ভাগনাসহ দুই যুবলীগ নেতা আটক

সিলেট প্রতিনিধি, ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪: বিদেশ পালানোর সময় সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ইমিগ্রেশন পুলিশের হাতে দুই যুবলীগ নেতা আটক হয়েছেন। গত বৃহস্পতিবার (২৯ আগস্ট) বিকালে তাদেরকে আটক করা হয়।

আটক হওয়া দুজন হলেন-সাবেক পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিনের ভাগনা ও বড়লেখা সদর ইউপি চেয়ারম্যান-যুবলীগ নেতা ছালেহ আহমদ জুয়েল ও বড়লেখা সদর ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি জালাল আহমদ।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, বড়লেখা সদর ইউপি চেয়ারম্যান-যুবলীগ নেতা ছালেহ আহমদ জুয়েল ও বড়লেখা সদর ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি জালাল আহমদ সৌদি আরব যাওয়ার উদ্দেশ্যে বৃহস্পতিবার বিকালে সিলেট বিমানবন্দরে আসেন। পরে বিকাল ৫টার দিকে ইমিগ্রেশন ডেস্কে গেলে কর্তব্যরত পুলিশ তাঁদের আটক করে। তাদের দুজনের বিরুদ্ধে বড়লেখা থানায় মামলা রয়েছে। গত ২৩ আগস্ট বড়লেখা পৌর যুবদলের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক নুরুল ইসলাম তাফাদার বাদি হয়ে মামলাটি করেছেন। ওই মামলায় সাবেক পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিনকে প্রধান আসামি এবং

উপজেলা আওয়ামী লীগ-যুবলীগ-স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও ছাত্রলীগের ৩৮ জন নেতাকর্মীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। মামলায় বড়লেখা সদর ইউপি চেয়ারম্যান-যুবলীগ নেতা ছালেহ আহমদ জুয়েলকে ৬ নম্বর এবং বড়লেখা সদর ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি জালাল আহমদকে ৩১ নম্বর আসামি করা হয়েছে।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, ২০১৫ সালের ৫ জানুয়ারি বিএনপির নেতাকর্মীদের গুম, খুন ও নির্যাতনের প্রতিবাদে কেন্দ্র ঘোষিত কর্মসূচি গণহত্যা দিবস ও কালো পতাকা মিছিল চলাকালে বড়লেখা উপজেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা বড়লেখা পৌরশহরে দলীয় কার্যালয়ের সামনে জড়ো হন। এসময় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা বিএনপির নেতাকর্মীদের হুমকি দেন। হুমকি উপেক্ষা করে তারা রেলওয়ে যুবসংঘ মাঠের পাশে শান্তিপূর্ণভাবে কালো পতাকা মিছিলের প্রস্তুতি নেওয়ার সময় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীদের ওপর দেশীয় অস্ত্র নিয়ে হামলা চালান। এসময় বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের বেশ কয়েকজন নেতাকর্মী গুরুতর আহত হন। ওই সময় পৌর যুবদলের সহসাংগঠনিক সম্পাদক নুরুল ইসলাম তাফাদারকে কুপিয়ে গুরতর আহত করা হয়।

সিলেট এয়ারপোর্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আনিসুর রহমান বলেন, সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ইমিগ্রেশন পুলিশ দুই যুবলীগ নেতাকে আটক করেছে। পরে তাদের দুজনকে এয়ারপোর্ট থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে বড়লেখা থানায় মামলা রয়েছে। তাদের বড়লেখা থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

বড়লেখা থানার ওসি সঞ্জয় চক্রবর্তী বলেন, বড়লেখা সদর ইউপি চেয়ারম্যানসহ দুজন সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ইমিগ্রেশন পুলিশের হাতে আটক হয়েছেন। পরে ইমিগ্রেশন পুলিশ তাদের এয়ারপোর্ট থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেছে। তাদের বিরুদ্ধে বড়লেখা থানায় মামলা রয়েছে।

ইজারায় দুর্নীতিতে পাঁচ হাজার কোটি টাকার সম্পদ লুটপাট

সিলেট প্রতিনিধি, ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪: সুনামগঞ্জের তাহিরপুর ও বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার যাদুকাটা-১ ও যাদুকাটা-২ বালুমিশ্রিত পাথর কোয়ারি ইজারায় দুর্নীতির কারণে প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকা রাষ্ট্রীয় খনিজসম্পদ হরিলুটের অভিযোগ উঠেছে।

সম্প্রতি যাদুকাটাপারের এক বাসিন্দার উচ্চ আদালতে রিট এবং প্রধান উপদেষ্টা বরাবর পাঠানো অভিযোগপত্রে এ বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে। একই সঙ্গে দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান বরাবরও এ বিষয়ে অভিযোগ করা হয়। বিষয়টি এখন জেলাজুড়ে আলোচিত হচ্ছে।

বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার সত্রিশ গ্রামের খোরশেদ আলম এ অভিযোগ দায়ের করেন। গণমাধ্যমেও অভিযোগের অনুলিপি দেওয়া হয়।

অভিযোগে উল্লেখ করা হয়, যাদুকাটার-১ ও ২ নম্বর বালুমহাল থেকে নদীর পাড় কেটে বালু উত্তোলন করায় নদীর আশপাশের সব গ্রামের বসতবাড়ি নদীতে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। নদীপারের মানুষ ও সুশীল সমাজ মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ করলেও অশুভ শক্তির কাছে হেরে যায় তারা।

আবেদনে বলা হয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে সারাদেশের বালু ও পাথর কোয়ারি ইজারা বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হলেও ইজারার নামে অবৈধভাবে মূল্যবান খনিজসম্পদ পাথর উত্তোলনের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। প্রতিদিন নদীর পাড় কেটে বালু উত্তোলন করায় নদীর আশপাশের ২০টি গ্রামের মানুষের শেষ সম্বল বসতবাড়ি, নদীপারের একাধিক বাজার, এশিয়ার বৃহত্তম পর্যটন স্পট শিমুল বাগান, বারেকটিলা, শাহ আরেফিন-অদ্বৈত সেতু, মিছাকালী ফসল রক্ষা রাবারড্যাম্প ব্রিজ, বিজি বি ক্যাম্প, ফসলি জমি নদীতে চলে যাচ্ছে। স্থানীয় প্রশাসনের সামনে দিবালোকেই এই অবৈধ কার্যক্রম হচ্ছে। মূল্যবান খনিজসম্পদ লুটপাট হচ্ছে। এতে সরকার কোটি কোটি টাকার রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। নদীর তলদেশে সাধারণ বালু না থাকায় ড্রেজার মেশিন ও বোমা মেশিন দিয়ে পাড় কেটে বালু উত্তোলন করায় যাদুকাটা নদীর ওপর ১০০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত শাহ আরেফিন-অদ্বৈত সেতু ভেঙে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। নামমাত্র রাজস্ব আদায়ের নামে লুটপাটের লংকাকা– চলছে।

বালুমহাল ইজারার নামে লুটপাট ও দুর্নীতির বর্ণনা দিয়ে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়, গত বছর ১০ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান দরপত্র সংগ্রহ করলেও প্রভাবশালী ব্যক্তি ও সুনামগঞ্জ জেলা বালুমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সমন্বয়ে সমঝোতার মাধ্যমে একটি সিন্ডিকেটের মাত্র চারটি দরপত্র দাখিল করা হয়। এর মধ্যে সর্বোচ্চ দরদাতা প্রতিষ্ঠান দু'টির ইজারা মূল্য গত বছরের ইজারা মূল্যের চেয়ে প্রায় অর্ধেক। আবেদনে জেলার সাবেক জেলা প্রশাসক আব্দুল আহাদ বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ প্রতিপালন না করে অনিয়ম ও ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে ইজারা কার্যক্রম শুরু করেন বলে উল্লেখ করা হয়। তবে তৎকালীন জেলা প্রশাসক আব্দুল আহাদ বলেন, বালুমহাল আইন যথাযথভাবে প্রতিপালন করে তাঁর সময়ে ইজারা দেওয়া হয়েছে। কোনো অনিয়ম হয়নি। কেউ তখন অভিযোগও করেনি।

বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতির (বেলা) সিলেটের সমন্বয়ক অ্যাডভোকেট শাহ্ শাহেদা বলেন, যাদুকাটাপারের হাজার হাজার মানুষ ও পরিবেশ-প্রতিবেশ রক্ষায় আদালতে বেলার পক্ষ থেকে রিট পিটিশন করা হয়েছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্ট ২০১০ সালে নির্দেশ দেন খনিজসম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর গেজেটভুক্ত এলাকার বাইরে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট ও সাধারণ জনগণের ক্ষতি করে বালু উত্তোলন করা যাবে না। আদালতের নির্দেশ যথাযথভাবে প্রতিপালন হয়নি। রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে বিভিন্ন সময় প্রশাসন নতি স্বীকার করে।

অভিযোগকারী খোরশেদ আলম একজন আমদানিকারক। তিনি কেন এই অভিযোগ বা রিট দায়ের করলেন, তা জানতে চাইলে বলেন, 'যাদুকাটা নদীর তীরে বাড়ি আমার। ড্রেজার মেশিন ও শেভ মেশিন অবাধে চলার কারণে আমার বাড়ি-জমি বিলীন হয়েছে। এখন শতকোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত শাহ্ আরেফিন ও অদ্বৈত সেতু হুমকিতে পড়েছে। বিলীন হচ্ছে বসতবাড়ি গ্রাম এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি। এ জন্য আমি আদালতে রিট দায়ের করেছি।'

অনিয়ম-দুর্নীতির কথা অস্বীকার করে যাদুকাটা-২-এর বর্তমান ইজারাদার মুজিবুর রহমান বলেন, 'আমরা ড্রেজার ও বোমা মেশিন চালাচ্ছি না। ইজারা মূল্যও কমেনি। নীতিমালা অনুযায়ী ইজারা নিয়েছি, টোলও সেভাবেই আদায় করছি।' একই মন্তব্য করেন যাদুকাটা-১-এর ইজারাদার রতন মিয়া।

এদিকে গত রোববার খোরশেদ আলম জেলা প্রশাসক বরাবর করা আবেদনে উল্লেখ করেন, গত ১৯ আগস্ট হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ যাদুকাটা-১ ও যাদুকাটা-২ বালুমহালে অবৈধ ড্রেজার মেশিন, বোমা মেশিন ও শেভ মেশিন দিয়ে বালু উত্তোলনে নিষেধাজ্ঞা দেন।

বর্তমান জেলা প্রশাসক রাশেদ ইকবাল চৌধুরী বলেন, তিনি সুনামগঞ্জে যোগদানের আগেই এখানে বালুমহাল সৃজন করা হয়েছে। কোনো অনিয়ম-দুর্নীতির তথ্য তাঁর জানা নেই। হাইকোর্টের আদেশের কপি পেলে আ

ওসমানীতে মেডিকেলে রাজনীতি নিষিদ্ধ, ছয় শিক্ষককে বদলি

সিলেট প্রতিনিধি, ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪: সব ধরনের রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেলে কর্তৃপক্ষ। বদলির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৬ শিক্ষকের। বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থীদের বিপক্ষে অবস্থান নেওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ক্যাম্পাসে আজীবনের জন্য অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হয়েছে আট ছাত্রলীগ নেতাকে। গত ২ সেপ্টেম্বর সোমবার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সিলেট এমএজি ওসমানী

মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ শিশির রঞ্জন চক্রবর্তী।

এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়, সাধারণ শিক্ষার্থীদের আবেদন ও দাবির পরিপ্রেক্ষিতে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। ওই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে এ প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ওসমানী মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাস ও হলগুলোয় ছাত্রছাত্রীদের সব ধরনের রাজনৈতিক সংগঠনের কার্যক্রম, রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক লবিং ও ক্লাবগুলোয় রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো। গত রোববার প্রজ্ঞাপন জারি হয়।

এছাড়াও মেডিকেলের ছয় চিকিৎসককে বদলির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাদের সব ধরনের শিক্ষা কার্যক্রম থেকে বিরত রাখা ও বদলির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। একই কারণে তিন শিক্ষককে কারণ দর্শানোর নোটিশও দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি আন্দোলন চলাকালে মধ্যরাতে ছাত্রীদের হল থেকে বের করে দেওয়ায় দুই শিক্ষককে নোটিশ দেওয়া হয়েছে।

তাছাড়া আন্দোলন চলাকালে শিক্ষার্থীদের হুমকি ও হামলার অভিযোগ এনে ছাত্রলীগের আটজনকে কলেজ ক্যাম্পাসে আজীবনের জন্য অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হয়। তারা হলেন- কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি সাইফুল ইসলাম, ছাত্রলীগ নেতা সজল এস চক্রবর্তী, মিলটন আহমেদ, ইলহামুর রহমান চৌধুরী, রাকিব হাসান, সৌম্যজিৎ দে, সাইফুল হাই ও রঞ্জন সরকার।

কলেজ কর্তৃপক্ষ জানায়, কলেজে অবাঞ্ছিত করা আটজন সাবেক শিক্ষার্থী শিক্ষানবিশ হিসেবে হাসপাতালে কর্মরত থাকায় হাসপাতালের পরিচালক যথাযথ ব্যবস্থা নেবেন। শিক্ষার্থীদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বড়লেখায় চোরাই গরু উদ্ধারে সহযোগিতা করায় যুবক খুন

সিলেট প্রতিনিধি, ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪: মৌলভীবাজারের বড়লেখায় ভারত থেকে নিয়ে আসা চোরাই গরু উদ্ধারে সহযোগিতা ও বিজিবিকে হস্তান্তর করায় শাজাহান আহমদ (৩০) নামে এক পানচাষীকে দুর্বৃত্তরা হত্যা করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। নিহতের ভাই ইব্রাহিম আলীর সিআর মামলার প্রেক্ষিতে আদালতের নির্দেশে থানার ওসি গত ২৯ আগস্ট অভিযুক্ত ৯ ব্যক্তির বিরুদ্ধে এফআইআর করেছেন।

গত ৮ আগস্ট সকালে সীমান্তবর্তী একটি টিলা থেকে শাহজান আহমদের লাশ উদ্ধার করে এলাকাবাসী। তিনি দুই সন্তানের জনক ও উপজেলার দক্ষিণ শাহবাজপুর ইউনিয়নের বোবারথল

গ্রামের ষাটঘরি এলাকার মৃত ইছমাইল আলীর ছেলে। তখন থানা পুলিশ কর্মস্থলে না থাকায় ইউএনও'র নির্দেশে আইনি প্রক্রিয়া ছাড়াই স্বজনরা তার লাশ দাফন করেন।

জানা গেছে, নিহত শাজাহান আহমদ পান চাষ করে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করতেন। পক্ষান্তরে সীমান্তবর্তী বোবারথল এলাকার আব্দুল বাছিত, রুবেল আহমদ, সেলিম উদ্দিন, জসিম উদ্দিন, সুনাম উদ্দিন, ছাদিক আহমদ, কুতুব উদ্দিন প্রমুখ চোরাচালান কারবারী, বিভিন্ন হত্যা ডাকাতির সাথে জড়িত ও বিভিন্ন মামলার আসামী। বিবাদীগণ ইতিপূর্বে নিহত শাজাহান আহমদ ও তার ভাই ইব্রাহিম আলীর পালিত দুইটি গরু জোরপূর্বক নিয়ে যায়। এ ব্যাপারে এলাকায় বিচার প্রার্থী হলে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। অপরদিকে প্রায় ৪ মাস পূর্বে বিবাদীরা ভারত হতে দুইটি গরু চুরি করে নিয়ে আসার সময় স্থানীয় লোকজন এবং ভারতের লোকদের হাল্লা চিৎকারে নিহত শাজাহান আহমদ (ভিকটিম) দেখে ফেলে।

SKILLED WORKERS UK
International Visa Consultants
We Specialise in Sponsor Licence Applications and Self Sponsorship.
Also, We process Visas for Schengen countries and all other countries for all nationalities in the UK.
• Competitive fees • Excellent services
SKILLED WORKERS UK
First Floor
East London Business Centre
93-101 Greenfield Road
London E1 1EJ
Visit our website: skilledworkersuk.com
Email: info@skilledworkersuk.com
Tel: 033 3335 6013 Mob: 07907 851 560

EC
STANDARD EXCHANGE COMPANY (UK) LTD
(Fully owned by Standard Bank Limited, Bangladesh)
দ্রুত ও নিরাপদে টাকা পাঠানোর বিশ্বস্ত মাধ্যম
স্ট্যান্ডার্ড এক্সচেঞ্জ ইউকে
M: 07365 998 422 T: 020 7377 0009
info@standardexchangeuk.com
www.standardexchangeuk.com
101 Whitechapel Road, London E1 1DT
■ আকর্ষণীয় রেট
■ বিকাশ সার্ভিস
■ ইন্সটেন্ট ট্রান্সফার
■ একাউন্ট ট্রান্সফার
■ ঘরে বসে আলাইনে ট্রান্সফার
■ ব্যুরো ডি চেঞ্জ

গাজায় ইসরাইলি হামলায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৪০,৮১৯

দেশ ডেস্ক, ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ : অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় চলমান ইসরাইলি হামলায় নিহত ফিলিস্তিনিদের সংখ্যা বেড়ে ৪০ হাজার ৮১৯ জনে পৌঁছেছে বলে জানিয়েছে ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে মন্ত্রণালয়টি বর্বর ইসরাইলি বাহিনীর হামলায় গাজা উপত্যকায় নিহত ও আহত ফিলিস্তিনিদের এ সর্বশেষ পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে।

ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, অবরুদ্ধ উপত্যকায় ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে ইসরাইলি হামলায় এ বিপুল সংখ্যক ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।

এছাড়াও ইসরাইলি হামলায় গাজা উপত্যকায় আহত ফিলিস্তিনিদের মোট সংখ্যা বেড়ে ৯৪ হাজার ২৯১ জনে দাঁড়িয়েছে।

ইসরাইলি স্থল বাহিনীর প্রধানের পদত্যাগ

মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ইসরাইলি বাহিনী গত ২৪ ঘণ্টায় গাজা উপত্যকায় ৩টি গণহত্যা এবং হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেছে।

উপত্যকাজুড়ে ইসরাইলি বাহিনীর সাম্প্রতিক এসব হামলায় ৩৩ জন ফিলিস্তিনি নিহত এবং ৬৭ জন আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়।

মন্ত্রণালয়টি আরও জানিয়েছে, কিছু নিহত এবং ভুক্তভোগী এখনও ধ্বংসস্তূপের নিচে এবং রাস্তায় আটকা পড়ে আছেন এবং দখলদাররা তাদের উদ্ধার ও সাহায্য করতে বাধা দিচ্ছে।

এ ঘটনাগুলো গাজা উপত্যকায় মানবিক সংকটকে আরও তীব্র করে তুলছে। যেখানে ফিলিস্তিনিরা প্রতিনিয়ত সহিংসতা এবং নিপীড়নের শিকার হচ্ছেন।

বাইডেন নাকি ট্রাম্প, কার আমলে ভালো ছিল যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি

দেশ ডেস্ক, ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ : যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে অর্থনীতি নিয়ে রাজনৈতিক উত্তাপ চরমে। রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনালড ট্রাম্প দাবি করছেন, তার শাসনামলেই যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি সবচেয়ে শক্তিশালী ছিল। বিপরীতে, ডেমোক্রেট প্রার্থী ও বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস দাবি করছেন, বাইডেনের শাসনামলে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি এখন বিশ্বে অন্যতম শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে। নিচে দুই প্রেসিডেন্টের আমলে বিভিন্ন সূচকের তুলনামূলক আলোচনা করা হলো-

মূল্যস্ফীতি ও প্রবৃদ্ধি:

বাইডেনের প্রথম দুই বছরে মূল্যস্ফীতি ৯.১ শতাংশে পৌঁছায়, যা ২০২২ সালের জুনে রেকর্ড করা হয়। ট্রাম্প অভিযোগ করেছিলেন, এটি যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সর্বোচ্চ। যদিও এটি সঠিক নয়, কারণ ১৯৮১ সালে মূল্যস্ফীতি আরও বেশি ছিল। বাইডেনের শাসনামলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ছিল ২.২ শতাংশ, যা ট্রাম্পের ২.৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধির কাছাকাছি। করোনা মহামারির প্রভাবে দুই প্রেসিডেন্টের শাসনামলেই অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ দেখা দিয়েছে। তবে জিডিপির মানদণ্ডে যুক্তরাষ্ট্র জি-৭ দেশের মধ্যে সবচেয়ে ভালো অবস্থানে রয়েছে।

কর্মসংস্থান:

কোভিড-১৯ এর আগে ট্রাম্পের প্রথম তিন বছরে যুক্তরাষ্ট্রে ৬৭ লাখ নতুন চাকরি সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু ২০২০

সালের মহামারির কারণে ব্যাপকভাবে চাকরি হারানোর ঘটনা ঘটে। বাইডেনের আমলে শ্রমবাজারে ১ কোটি ৬০ লাখ চাকরি যুক্ত হয়েছে। বাইডেন প্রশাসন এটিকে তাদের শাসনামলের অন্যতম বড় সাফল্য হিসেবে তুলে ধরছে। ১৯৩৯ সাল থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, কর্মসংস্থান খাতে এটি যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় বৃদ্ধি।

বেতন-মজুরি:

ট্রাম্পের সময়ে মজুরি বৃদ্ধি হয়েছিল, বিশেষ করে নিম্নস্তরের কর্মীদের মধ্যে। মহামারির কারণে মজুরি বৃদ্ধি হলেও, বাইডেনের শাসনামলে মূল্যস্ফীতির কারণে জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় কর্মীদের আয় দিয়ে টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়েছে।

বিশ্লেষণ:

মার্ক স্ট্রেইন, জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অর্থনীতিবিদ উল্লেখ করেছেন, বাইডেনের আমেরিকান রেসকিউ প্ল্যান শ্রমবাজার পুনরুদ্ধারে বড় ভূমিকা রেখেছে। তবে ট্রাম্পের দাবি, তার শাসনামলেই যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি সবচেয়ে শক্তিশালী ছিল, যা সম্পূর্ণ সত্য নয়। বাইডেন প্রশাসনও তাদের শাসনামলে উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক সাফল্য দাবি করতে পারে।

কিম জং-উনকে এবার ২৪টি ঘোড়া উপহার দিলেন পুতিন

দেশ ডেস্ক, ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ : ইউক্রেন যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য রাশিয়াকে কামানের গোলা (আর্টিলারি শেল) দিয়েছিলেন উত্তর কোরিয়ার শাসক কিম জং-উন। এবার কিম জং-উনকে ২৪টি 'শুদ্ধজাত' ঘোড়া উপহার দিয়েছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন।

রোববার টাইম সাময়িকীর এক প্রতিবেদনে এ কথা জানানো হয়েছে।

বছর দুয়েক আগেও রাশিয়ার কাছ থেকে ৩০টি ঘোড়া পেয়েছিল পিয়ংইয়ং। এর আগে উত্তর কোরিয়া প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রকাশ করা প্রচারণামূলক এক ভিডিওতে কিম জং-উনকে পাহাড়ি এলাকায় তুষারপাতের মধ্যে একটি সাদা রঙের ঘোড়ায় চড়তে দেখা যায়।

কিম জং-উন ঘোড়া চালাতে পছন্দ করেন। বিভিন্ন সময় পুতিনকেও ঘোড়ায় চড়তে দেখা গেছে। ঘোড়ায় চড়া অবস্থায় পুতিনের একটি আলোচিত আলোকচিত্র আছে। এতে দেখা যায়, খয়েরি রঙের ঘোড়ায় বসে আছেন পুতিন। তার পরনে সেনা ট্রাউজার, গলায় সোনার চেইন, চোখে সানগ্লাস।

হামাস প্রধানসহ ৬ সদস্যের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের মামলা

দেশ ডেস্ক, ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ : ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসপ্রধান ইয়াহিয়া সিনওয়ারসহ ছয়জনের বিরুদ্ধে গত ৭ অক্টোবর ইসরাইলে হামলা চালানোসহ বিভিন্ন অপরাধে ফৌজদারি মামলা করেছে

যুক্তরাষ্ট্র।

বুধবার (৪ সেপ্টেম্বর) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে বিবিসি।

অভিযুক্তদের মধ্যে রয়েছেন হামাসের সাবেক প্রধান প্রয়াত ইসমাইল হানিয়া, মারওয়ান ইসা, খালেদ মেশাল, মোহাম্মদ দেইফ এবং আলি বারাকা। তাদের মধ্যে ইসরায়েলি হামলায় তিনজন নিহত হতে পারেন। আর সিনওয়ার সম্ভবত গাজার নিচে কোনো টানেলের লুকিয়ে আছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

মঙ্গলবার এক ভিডিও বার্তায় মার্কিন অ্যাটর্নি জেনারেল মেরিক গারল্যান্ড বলেন, হামাসের ছয় নেতার বিরুদ্ধে সাতটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগগুলোর মধ্যে মার্কিন নাগরিকদের হত্যা, সন্ত্রাসবাদের অর্থায়নের ষড়যন্ত্র এবং গণবিধ্বংসী অস্ত্র ব্যবহারের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

মার্কিন বিচার বিভাগ বলছে, মার্কিন নাগরিকদের হত্যা, সন্ত্রাসবাদে অর্থায়নের ষড়যন্ত্র এবং গণবিধ্বংসী অস্ত্র ব্যবহারসহ সাতটি অভিযোগে হামাসের ছয় সদস্যকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া, হামাসের কয়েক দশকের কথিত হামলার পাশাপাশি গত বছরের ৭ অক্টোবর দক্ষিণ ইসরাইলে চালানো নজিরবিহীন হামলার ঘটনাও রয়েছে।

গত ৭ অক্টোবরের হামলার মূল হোতাদের জবাবদিহির জন্য মার্কিন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রথম পদক্ষেপ এটি। যদিও এ অভিযোগে অভিযুক্ত তিন হামাস সদস্য এরই মধ্যে মারা গেছেন। আর, হামাস নেতা সিনওয়ার গাজায় কোনো সুড়ঙ্গে লুকিয়ে আছেন বলে ধারণা করা হয়।

মঙ্গলবার (৩ সেপ্টেম্বর) এক ভিডিও বার্তায় মার্কিন অ্যাটর্নি জেনারেল মেরিক গারল্যান্ড বলেন, আসামিরা মার্কিন নাগরিকদের হত্যা এবং যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিপন্ন করার জন্য দেশব্যাপী প্রচারাভিযানের অর্থায়ন ও পরিচালনার জন্য দায়ী। এই গোষ্ঠীটি ইসরাইলকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে বেসামরিক লোকদের হত্যা করার জন্য হামাসের প্রচেষ্টাকে নেতৃত্ব দিয়েছে।

তিনি গত ৭ অক্টোবরের ইসরাইলে হামলার কথা উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, 'হলোকাস্টের পর ইহুদিদের ওপর চালানো মারাত্মক এ হামলায় বেশকটি পরিবারের সব সদস্যকে হত্যা করেছে হামাস। তারা বয়স্কদের, এমনকি ছোট শিশুদেরও হত্যা করেছে। তারা নারীদের বিরুদ্ধে যৌন সহিংসতাকে অস্ত্র বানিয়েছে।'

দেরিতে বিয়ে ও সন্তান না নেওয়ার প্রবণতায় বাড়ছে প্রবীণ জনগোষ্ঠী

জাপানে একাকী ঘরে ৪০ হাজার মানুষের মৃত্যু

দেশ ডেস্ক, ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ : দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্য ও ক্রমহ্রাসমান জনসংখ্যা মোকাবিলা করার চেষ্টা করছে এশিয়ার উন্নত দেশ জাপান। লাভ হচ্ছে না কোনো। নিঃসঙ্গতা দিন দিন বেড়েই চলেছে দেশটিতে। পরিস্থিতি এতটাই চরমে পৌঁছেছে যে, মৃত্যুর সময়ও কাউকে পাশে পাচ্ছেন না অনেকেই।

নিজের বাড়িতেই মারা গেছেন, অথচ কেউ জানেনই না। মরদেহ উদ্ধার হচ্ছে মৃত্যুর বেশ কিছু দিন পর। অবিশ্বাস্য হলেও নিঃসঙ্গতার এমন ভয়াবহ পরিস্থিতি দেখা যাচ্ছে জাপানে।

শনিবার জাপানের ন্যাশনাল পুলিশ এজেন্সির বরাত দিয়ে বিবিসি জানিয়েছে, চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে দেশটিতে প্রায় ৪০ হাজার মানুষ নিজ বাড়িতে একাকী মারা গেছেন। এর মধ্যে প্রায় চার হাজার জনকে মৃত্যুর এক মাসের বেশি সময় পর উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশের ওই প্রতিবেদনের মধ্য দিয়ে জাপানের বিপুলসংখ্যক প্রবীণ জনসংখ্যার একাকী জীবনযাপন ও মৃত্যুর বিষয়টি জানা গেছে।

জাতীয় পুলিশ সংস্থার সংগৃহীত এ বছরের প্রথম ছয় মাসের তথ্যানুযায়ী, একাকী জীবনযাপন করা মোট ৩৭ হাজার ২২৭ মানুষকে তাদের নিজ বাড়িতে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ৭০ শতাংশের বয়স ৬৫ বা তার বেশি।

প্রতিবেদনে দেখা গেছে, নিজ বাড়িতে একাকী মারা যাওয়া মানুষদের মধ্যে আনুমানিক ৪০ শতাংশকে মৃত্যুর একদিনের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া গেছে। প্রায় তিন হাজার ৯৩৯টি মরদেহ মিলেছে মৃত্যুর এক মাসেরও বেশি সময় পরে। এছাড়া ১৩০টি মরদেহ পাওয়া গেছে মৃত্যুর অন্তত এক বছর পর। একাকী মৃত্যুবরণকারীদের মধ্যে সাত হাজার ৪৯৮ জনের বয়স ৮৫ বছর বা তারও বেশি। এছাড়া পাঁচ হাজার ৯২০ জনের বয়স

৭৫ থেকে ৭৯ বছরের মধ্যে এবং পাঁচ হাজার ৬৩৫ জনের বয়স ৭০ থেকে ৭৪ বছরের মধ্যে।

জাপানের সরকারি টিভি নেটওয়ার্ক এনএইচ জানিয়েছে, যে মরদেহগুলোর খোঁজ এখনো পাওয়া যায়নি, সেগুলো খুঁজে বের করতে পুলিশ সংস্থাটি তাদের অনুসন্ধানের তথ্য সরকারের কাছে হস্তান্তর করবে।

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব পপুলেশন অ্যান্ড সোশ্যাল সিকিউরিটি রিসার্চ এ বছরের এপ্রিলে এক গবেষণা প্রতিবেদনে জানিয়েছে, জাপানে একাকী বসবাসকারী প্রবীণ নাগরিকদের সংখ্যা আগামী ২৫ বছরের মধ্যে অনেক বৃদ্ধি পাবে। ২০৫০ সালের মধ্যে দেশটির প্রতি পাঁচটি পরিবারের মধ্যে একজন বয়স্ক ব্যক্তিকে একা একা জীবন কাটাতে হতে পারে।

দুর্নীতি প্রতিরোধে কুরআনের নির্দেশনা

ইবরাহীম আল খলীল

বর্তমানে আমাদের সমাজ ও জাতীয় জীবনে অপরাধ, সুদ-ঘুস ও দুর্নীতির অবস্থান কোথায় তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু আমরা যদি আজ থেকে চৌদ্দশ বছর আগের দিকে তাকাই তাহলে দেখব, মানুষ গড়ার কারিগর বিশ্ববি হজরত মুহাম্মাদ (সা.) অপরাধ ও দুর্নীতিতে নিমজ্জিত একটি সমাজকে কীভাবে উদ্ধার করেছিলেন। অন্ধকার সমাজকে আলোয় রূপান্তর করেছিলেন।

তিনি এমন এক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেছিলেন, যা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সে শিক্ষাব্যবস্থার সিলেবাস ছিল আল-কুরআন ও আল-হাদিস। এ শিক্ষা গ্রহণ করে গড়ে উঠেছিলেন আবুবকর, উমর, উসমান ও আলী (রা.)-এর মতো মানবেতিহাসখ্যাত শাসক ও মনীষী। এ ব্যবস্থা আত্মস্থ করে এমন একদল মানুষ তৈরি হয়েছিলেন, যারা অপরাধের পর বিবেকের কশাঘাতে টিকতে না পেরে নিজেদের অপরাধের বিচার প্রার্থনার জন্য নবিজির বিচারালয়ে হাজির হতেন। নিজে ক্ষুধার্ত থেকে অভুক্তকে নিজের খাদ্য বিলিয়ে দেওয়ার মানসিকতা গড়ে উঠেছিল তাদের মধ্যে। তাদের পরিচালিত রাষ্ট্রে একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে রাতে-দিনে সুন্দরী-রূপবতী মহিলারা মূল্যবান সব অলংকার পরে একাকী পথ চলেছে, কিন্তু কেউ তাকে জিজ্ঞেসও করেনি। কেউ তার দিকে চোখ তুলে দৃষ্টিপাতও করেনি। প্রত্যেকটি মানুষ পরস্পরের জানমাল, ইজ্জত-আবরুর বিশ্বস্ত আমানতদার বনে গিয়েছিল।

এ ধরনের তাকওয়াভিত্তিক রাষ্ট্রের উন্নয়নকল্পে আল্লাহ আসমান ও জমিনের দুয়ারগুলো খুলে দেন। আল্লাহতায়ালা বলেন, যদি সে সময় জনপদের মানুষগুলো ইমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত, তাহলে আমি তাদের ওপর আসমান ও জমিনের যাবতীয় বরকতের দুয়ার খুলে দিতাম, কিন্তু তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছে, অতঃপর তাদের কর্মকাণ্ডের জন্য আমি তাদের পাকড়াও করেছি। (সূরা আরাফ, আয়াত : ৯৬)।

হজরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, মাখজুম গোত্রের এক নারীর চুরির ঘটনা কুরাইশের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের অত্যন্ত উদ্বিগ্ন করে তুলল। এ অবস্থায় তারা বলাবলি করতে লাগল এ ব্যাপারে আল্লাহর রাসূলের সঙ্গে কে আলাপ করতে পারে? তারা বলল, একমাত্র রাসূল (সা.)-এর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ উসামা বিন জায়েদ (রা.) এ ব্যাপারে আলোচনা করার সাহস করতে পারেন। উসামা (রা.) নবিজির সঙ্গে কথা বলেন। নবিজি বললেন, তুমি কি আল্লাহর নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘনকারিণীর সাজা মওকুফের সুপারিশ করছ? অতঃপর নবিজি দাঁড়িয়ে খুতবায় বললেন, তোমাদের আগের জাতিগুলোকে এ কাজই ধ্বংস করেছে, যে যখন তাদের মধ্যে কোনো বিশিষ্ট লোক চুরি করত, তখন তারা বিনা সাজায় তাকে ছেড়ে দিত। অন্যদিকে কোনো অসহায় গরিব সাধারণ লোক যদি চুরি করত, তখন তার ওপর হদ জারি করত। আল্লাহর কসম, যদি মুহাম্মাদ-এর কন্যা ফাতেমা চুরি করত, তাহলে আমি অবশ্যই তার হাত কেটে দিতাম। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৩৪৭৫)।

এ হাদিস থেকে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় জাতি, গোত্র, বর্ণ নির্বিশেষে সর্বকালে সব সমাজে ইসলামি আইন সমতার বিধান করে। এখানে জাতি, গোত্র, আর বর্ণের কোনো বিভেদ থাকে না।

আমাদের দেশে দুর্নীতিবিরোধী পদক্ষেপগুলো সাময়িকভাবে দুর্নীতির বিস্তার রোধ করেছে, কিন্তু দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষের চরিত্র পরিবর্তনে এসব পদক্ষেপের সাফল্য খুব কমই পাওয়া গেছে। একমাত্র ইসলামি শিক্ষাই একজন দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তির মনে প্রয়োজনীয় নৈতিক মনোবল তৈরি করতে পারে, যাতে সে দুর্নীতিতে লিপ্ত না হওয়ার জন্য আহ্বান অনুভব করবে। একইভাবে অধিকাংশ সন্ত্রাসবিরোধী পদক্ষেপ কাঙ্ক্ষিত ফল আনতে ব্যর্থ হচ্ছে। এর মূল কারণ আমরা সমস্যার মূলে আঘাত হানতে ব্যর্থ হয়েছি। যেটা একমাত্র ইসলাম ও ইসলামি আইনি কাঠামোর মাধ্যমেই করা যায়। ইসলাম বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ ও বহিরাবরণের দিক থেকে কোনো সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করে না, বরং সমস্যার গভীরে প্রবেশ করে তার প্রকৃতি ও কারণ বোঝার চেষ্টা করে। একেবারে গোড়া থেকে সমস্যার মূলোৎপাটন করে। রাসূল (সা.)-এর সময় ইসলামি আইনের বিভিন্ন কাঠামোর সূচনা ও বিকাশ শুরু হয়। পরে বিভিন্ন খেলাফতের সময় তা পরিপক্বতা লাভ করে। তখন সমাজে অপরাধপ্রবণতা ছিল কম এবং মানুষ সুখ-শান্তিতে বসবাস করত। যে দেশে ইসলাম আইন থাকবে সে দেশে মানুষের মাঝে দুর্নীতি প্রবণতা একেবারে শূন্যের কোঠায় নেমে আসবে। তাই ইসলামি আইন ও বিচারব্যবস্থার ওপর গবেষণা ও অধ্যয়ন আরও বৃদ্ধি করতে হবে। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় ইসলামি আইনের কার্যকারিতা মানুষের সামনে তুলে ধরতে হবে।

দুর্নীতিমুক্ত সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষে ধর্মীয় আদর্শ ও মূল্যবোধ এবং তাকওয়ার (আল্লাহভীতি) ব্যাপক অনুশীলন হওয়া প্রয়োজন। সব পিতা-মাতার উচিত নিজের প্রাণপ্রিয় সন্তানটিকে সৎ, আল্লাহভীরু ও ইসলামি অনুশাসনের পূর্ণ অনুসারী হিসাবে গড়ে তোলা। নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অনুশীলন করানো।

দুর্নীতিমুক্ত সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষে ধর্মীয় আদর্শ ও মূল্যবোধ এবং তাকওয়ার (আল্লাহভীতি) ব্যাপক অনুশীলন হওয়া প্রয়োজন। সব পিতা-মাতার উচিত নিজের প্রাণপ্রিয় সন্তানটিকে সৎ, আল্লাহভীরু ও ইসলামি অনুশাসনের পূর্ণ অনুসারী হিসাবে গড়ে তোলা। নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অনুশীলন করানো। সমাজপতি এবং সচেতন নাগরিকদের উচিত ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনে দুর্নীতির ভয়াবহ পরিণতি ও কুফল সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তোলা।

সরকারি-বেসরকারি চাকরিতে নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে মেধা, যোগ্যতা, দক্ষতা ও সততার মানদণ্ড রক্ষা করা। রাজনৈতিক পক্ষপাত ও স্বজনপ্রীতিমুক্ত প্রশাসন গড়ে তোলা প্রয়োজন। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য পদমর্যাদা ও দ্রব্যমূল্য সামনে রেখে সম্মানজনক জীবন-জীবিকার উপযোগী বেতনভাতা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এভাবেই সমাজকে দুর্নীতিমুক্ত করা সম্ভব। কারণ, দুর্নীতির সব ব্যবস্থা উন্মুক্ত রেখে দুর্নীতি দমন অসম্ভব। এজন্য রাসূল (সা.) পন্থায় আলোকিত মানুষ তৈরির জন্য আমাদের সেই কুরআন, যা আজো অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে, সেটিকে আঁকড়ে ধরতে হবে। ইসলামি আইনকে আমাদের সব কাজে মূলনীতি রূপে গ্রহণ করতে হবে। ইসলামের সেই সোনালি যুগের ন্যায়নীতি বর্তমানেও বাস্তবায়ন করা হলে সমাজব্যবস্থায় দুর্নীতি থাকবে না।

হাশরের মাঠে অপরাধীরা সুপারিশকারী পাবে না

আল্লামা মাহ্‌মূদুল হাসান

হাশরের মাঠে অপরাধীরা সুপারিশকারী পাবে না। দুনিয়াতে কেউ যদি অপরাধ করে তাহলে তার বাঁচার এক পথ হলো সমাজের গণ্যমান্য সুপারিশ করবে। আর দ্বিতীয় পথ হলো বন্ধুবান্ধব কিংবা স্বীয় দলের ব্যক্তিরা রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে অথবা আন্দোলন, হরতাল ও মিছিল-মিটিং করে তাকে মুক্ত করবে। এ দুটির কোনোটি হাশরের মাঠে নেই। আরেকটি হলো, অপরাধীকে গোপন করে ফেলা, অর্থাৎ যে অপরাধ করেছে তাকে পাওয়া যায় না। যেমন অপরাধীকে আগে থেকেই জানিয়ে দেওয়া হলো যে, রাত ৩টায় তোমাকে পুলিশ ধরতে আসবে। অতএব অপরাধী রাত ৩টার আগেই বাসা ছেড়ে চলে গেল, তাই তাকে পাওয়া গেল না। কারণ অপরাধী মোটা অঙ্কের টাকা পুলিশকে আগেই ঘুষ দিয়ে বলে রাখে যে, আমাকে ধরতে আসার আগে জানিয়ে দেবেন। অথবা তাকে এমন জায়গায় রাখা হয় যে, খুঁজে পাওয়া যায় না।

আল্লাহপাকের দৃষ্টি থেকে তুমি কোথায় পালাবে? তাঁর দৃষ্টি তো এত প্রখর যে, তুমি চোখের পলক ফেলেছ এবং কেন ফেলেছ, এসবই তিনি জানেন। মানুষের শরীরের যেসব অঙ্গ দিয়ে গোপন কাজ করা যায় সেগুলো হলো দুটি। জাহেরি তথা প্রকাশ্য অঙ্গসমূহ। প্রকাশ্য অঙ্গের মধ্যে অন্যতম হলো চোখ। চোখের অপরাধটি সহজে ধরা যায় না। জামাই শাশুড়ির দিকে তাকিয়ে থাকে। মানুষ মনে করে, জামাই শাশুড়ির প্রতি খুব খেয়াল রাখে। আসলে শাশুড়ি সুন্দরী তাই তাকিয়ে থাকে, এ বিষয়টি অন্যরা ধরতে পারে না। হাত দিয়ে ধরলে দেখা যায়, মুখে কথা বললে শোনা যায়। কিন্তু চোখে দেখলে সাধারণত কেউ বুঝতে পারে না। তবে আল্লাহপাক সেটাও বুঝতে পারেন। আপনাদের কেউ কি বলতে পারবেন, আজকে কতবার চোখের পলক ফেলেছেন? আমি তো পারব না। একজন মানুষ সারা দিন কতবার চোখের পলক ফেলে তার হিসাবও আল্লাহর কাছে আছে। যে সত্তা চোখের পলক সম্পর্কে জানেন তার কাছে কি কোনো কিছু গোপন থাকতে পারে?

দ্বিতীয়টি হলো অভ্যন্তরীণ অঙ্গ অর্থাৎ দিল বা অন্তর। দিলে অনেক কিছুর অনুভূতি পয়দা হয়। আমার দিলের অনুভূতি সম্পর্কে অন্য কেউ অবগত হতে পারে না। তদরূপ অন্যের অন্তরের বিষয় আমি জানতে ও বুঝতে পারি না। এ ছাড়াও এখন আমার দিলে একটি বিষয়ের ধারণা এসেছে এটা বুঝেছি, কিন্তু এক মিনিট পর কী ধারণা আসবে সেটা আমি জানি না। আমি আপনাদের সামনে বয়ান করছি, আপনাদের বোঝানোর জন্য আমি দেমাগ খাটাচ্ছি। কিন্তু এরপর কোনো বিষয়বস্তুটি আমার দেমাগে আসবে সেটা আমার জানা নেই। আল্লাহপাক বলেন, বর্তমানে তোমার কী খেয়াল তা আমি জানি। এ খেয়ালের এক মিনিট, এক ঘণ্টা, এক দিন, এক মাস ও এক বছর পর তোমার খেয়ালে কী আসবে, তদরূপ তুমি যদি সত্তর বছর বেঁচে থাক, তাহলে সেই সত্তর বছর পর সর্বশেষে তোমার খেয়ালে কী আসবে সেটাও আমি আল্লাহ জানি।

চোখের দ্বারা তুমি যে খেয়ানত কর তা আমি জানি। এ চোখ দ্বারা তোমার মায়ের চেহারার দিকে মুহাব্বতের দৃষ্টিতে কতবার তাকালে, কতবার কোরআন শরিফ তেলাওয়াত করলে, কতবার বাইতুল্লাহর দিকে তাকালে, সবই আমি জানি। অতএব আমার চোখ ফাঁকি দিয়ে কোথায় লুকিয়ে থাকবে? হাশরের ময়দানে হাজির না হয়ে কোথায় আত্মগোপন করবে? সত্তর বছর পর মৃত্যুর আগে আমার অন্তরে কী খেয়াল আসবে সেটাও যে সত্তা জানেন, তার জ্ঞান ও দৃষ্টির আড়ালে যাওয়ার জন্য এমন কোনো গোপন স্থান পাওয়া যাবে? কিছুতেই না। কারণ মানুষের অন্তরের অন্তঃস্থলের গোপন চিন্তা সম্পর্কেও তিনি জানেন। সুতরাং অপরাধ করে আত্মগোপনের সুযোগ নেই। আল্লাহপাক আমাদের দীনি বুঝ দান করুন এবং আখেরাতের জন্য তৈরি হওয়ার তৌফিক দান করুন!

লেখক : আমির, আল হাইআতুল উলয়া ও বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ

নামাজের সময়সূচী

দিন	তারিখ	ফজর	সানরাইজ	যোহর	আসর	মাগরিব	এশা
শুক্রবার	০৬	৪:৪৭	৬:১৯	০১:০৪	৫:৩১	৭:৩৪	৮:৫০
শনিবার	০৭	৪:৪৮	৬:২০	০১:০৪	৫:২৯	৭:৩৬	৮:৪৯
রবিবার	০৮	৪:৫০	৬:২২	০১:০৩	৫:২৭	৭:৩৩	৮:৪৬
সোমবার	০৯	৪:৫২	৬:২৪	০১:০৩	৫:২৫	৭:৩১	৮:৪৪
মঙ্গলবার	১০	৪:৫৩	৬:২৫	০১:০২	৫:২৪	৭:২৯	৮:৪২
বুধবার	১১	৪:৫৫	৬:২৭	০১:০২	৫:২২	৭:২৬	৮:৪০
বৃহস্পতিবার	১২	৪:৫৬	৬:২৮	০১:০২	৫:২০	৭:২৪	৮:৩৮

অন্তর্বর্তী সরকারকে বিতর্কিত করা যাবে না

মেজর জিল্লুর রহমান (অব.)

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন গণমানুষের মনে আকাশচুম্বী নতুন আশার সঞ্চার করেছে। এ ঐতিহাসিক আন্দোলনের ফসল মানুষের জীবনে কীভাবে প্রতিফলিত হতে পারে তা বাস্তবায়নের পবিত্র দায়িত্ব এই সরকারের। বুড়া রাজনৈতিক দলের পুরনো ধাঁচের রাজনীতি স্বজনপ্রীতি, রাষ্ট্রীয় সব অঙ্গ দলীয়করণ, দলপ্রীতি, দুর্নীতি, ব্যাংক লুট, অর্থ পাচার, চাঁদাবাজি, দখল দেখে মানুষ বিরক্ত। মানুষ তরুণদের দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে দুর্নীতিবাজ স্বৈরাচার হটাতে ঘর থেকে রাস্তায় নেমে পড়ে। তরুণ প্রজন্মকে মেনে নিয়েছে সৎ নেতৃত্বের আঁতুড়ঘর হিসেবে।

তরুণরাই এখন আমাদের পথ দেখাচ্ছে, তারাই দেশ চালাবে। তাদের কাছে নিরাপদ দেশ রেখে যাব আমরা। তারুণ্যের শক্তির সামনে সব ষড়যন্ত্র, সব দুর্নীতি উড়ে যাবে- এমন আশায় বুক বেঁধে আছে দেশ। আঁতুড় সরকার বসে পারল না তাদের বিতর্কিত করার ষড়যন্ত্র থেমে নেই। দেশি-বিদেশি ঘুঁটি চালাচালি তো আছেই, দাবিদাওয়ার প্লাবন বইতে শুরু করেছে। আকস্মিক বন্যায় দেশ এক মানবিক বিপর্যয়ে পড়েছে। দেশের মানুষ প্রাণপণ লড়াই চালাচ্ছে বন্যাকবলিত মানুষকে উদ্ধার করতে। তাদের দুয়ারে ছুটে যাচ্ছে ত্রাণসহায়তা দিতে। ঠিক তখনই আনসার নামক অপদার্থরা সচিবালয় ঘেরাও করে ছাত্র-জনতার রোষে পড়ে। রবিবার সন্ধ্যায় ছাত্র-জনতা তাদের ধাওয়া দিয়ে ছত্রভঙ্গ করে সচিবালয় এলাকার জঞ্জাল পরিষ্কার করে। এখন কি আন্দোলনের সময়, দাবি আদায়ের দরকষাকষির সময়? এরা আর যাই হোক দেশপ্রেমিক হতে পারে না। আনসারদের থাকার কথা বন্যাকবলিত এলাকায়, তা না করে তারা কার উসকানিতে আন্দোলনে নেমে জনগণের প্রতিপক্ষ বনে গেল। ছাত্র-জনতা প্রতিরোধ শুরু করলে গায়ের ইউনিফরম খুলে জীবন বাঁচিয়ে দৌড়ে পালিয়েছে। ব্যাংকারদের এমন এক জংলি আন্দোলন দমন করেছিলেন প্রেসিডেন্ট আবদুস সাত্তার। চূড়ান্ত নোটিস দেওয়ার পর ছাঁটাই করা হয়। দেখা গেছে, অর্বাচীন নেতারা বুভুক্ষ অবস্থায় দিন কাটিয়েছে। মানুষের কাছে ভিক্ষা চাইতে গেলেও করুণা পায়নি। অযৌক্তিক কোনো দাবি, কোনো আবদার মেনে নেওয়া মানে খারাপ কাজে উৎসাহিত করা। মানুষের সমর্থন আছে সরকারের প্রতি, নৈরাজ্যবাদীদের কোনো করুণা কোনোভাবে আর দেখানো যাবে না। যদু-মধু বসে থাকবে না, সবাই দাবির প্লাবনে গা ভাসাবে। আরও কত কুচক্রী গোষ্ঠী ঘাপটি মেরে ওত পেতে বসে আছে।

আনসারদের এমন ঘৃণিত কর্মকান্ডের মধ্যে অভূতপূর্ব জাতীয় ঐক্য বিশ্ববাসী দেখল। বিপদে বাঙালি জাতি এক হয়ে লড়ে। বন্যা মোকাবিলায় দুঃসাহসী জাতি হিম্মত হারায়নি। সরকার কী করল তার জন্য কেউ বসে নেই। যার যা আছে তাই নিয়ে ছুটে চলেছেন টিএসসির দিকে। তারা দেখাল দেশের মালিক দেশের জনগণ। তারা বানভাসি মানুষদের বাঁচাতে সাধ্যের বাইরেও চেষ্টা চালাচ্ছে। বৃদ্ধ মহিলা ভিক্ষুক, প্রতিবন্ধী মানুষ হাত দিয়ে তার টাকা বাক্সে ঢুকাতে হাত কাঁপছে, তাতে কী? অন্তর জ্বলছে তার পানিবন্দি মানুষের অসহায়ত্ব জেনে। যেভাবেই হোক মহৎ কাজে শরিক তাকে থাকতেই হবে। ভ্যানচালক মুখে শুভ্র শ্মশ্রু ইউসুফ রোজগার করেছে ৫০০ টাকা; ঘরভাড়া দেওয়ার জন্য গাঁটে গুঁজে রেখেছিল। সেই ৫০০ টাকা দিয়ে বলল, 'আমার কলিজাটা কাইটে যদি তোমাদের হাতে দিয়ে যেতে পারতাম ওদের দেওয়ার জন্য, বড্ড শান্তি পাইতাম।' কেঁদে কেঁদে গলায় ঝোলানো গামছার এক প্রান্ত দিয়ে নয়ন মুছতে মুছতে সহমর্মিতার গভীর ব্যথার স্বরে বলল, আমি তো ভালো আছি! ওদের সব ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। তোমাদের চেষ্টা কাম কষ্ট দেখে ছুটে এসেছি। জন্ম-জন্মান্তরের জীবন-মরণের অটুট বন্ধন রাজনৈতিক কারণে চেতনার জিকির করে জাতিকে বিভাজিত করার অপচেষ্টা চালিয়েছে শেখ হাসিনা। আজ সে বিভাজন উড়ে গেছে ভালোবাসার ঝোড়ো হাওয়ায়। এক তরুণ উদ্ধারকাজে লিপ্ত অবস্থায় চট্টগ্রামে দুঃসাহসী মন্তব্য করেছে। যতক্ষণ বেঁচে থাকব রেসকিউ চালাতে থাকব। নিম্নআয়ের এক বোনের টাকা নাই, সম্বল ছিল একজোড়া কানের দুল, তাই দিয়ে গেল টিএসসির ত্রাণ তহবিলে। কিছু করতে পারার আনন্দে কিশোর-কিশোরীদের মাটির ব্যাংক জমা করছে। তৃতীয় লিঙ্গের দেশপ্রেমীরা পেছনে হাত গুটিয়ে রইল না। তারা মোটা অঙ্কের টাকা দিল, বলল, আমাদের টাকা জনগণের। আমাদের সন্তান নেই, এই টাকা জনগণের কল্যাণে খুশিতে দিয়ে গেলাম। পা নাই, খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে দান করলেন, এ এক অবিস্মরণীয় দৃশ্য। গায়ের লোম কাঁটা দেওয়ার আবেগি মুহূর্ত। মনে হচ্ছে আজ প্রথম মানুষ প্রাণভরে স্বাধীনতার স্বাদ পাচ্ছে, আজ তারা দেশের মালিক। নিজের মালিকানার দায়িত্বে অবহেলা কেউ করছে না। আনন্দ চিত্তে ভিড় করছে টিএসসিতে অর্থ, ত্রাণসামগ্রী জমা দিতে। টিএসসিতে জায়গার সংকুলান হচ্ছে না। ব্যায়ামাগার খুলে দিতে হয়েছে ত্রাণসামগ্রী মজুত করতে। পৃথিবী ঘুমায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কোনো দিন ঘুমায় না। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারী সবাই জাতির অতন্দ্র প্রহরী। ক্যাম্পাসে আলো জ্বলছে, বিরামহীন ত্রাণের কাজ চলছে। দেশপ্রেমী মানুষের ঢল রাতভর যতদূর চোখ যায় সারিবদ্ধ ত্রাণের গাড়ি আর গাড়ি। নিজে দেখে আসুন চোখ দুটি সার্থক করুন। শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্তের সেই কথা মনে জেগে উঠবে, 'ভগবান দুটি নয়ন দিছিলে আজ তাদের সার্থক করলে'। সেখানে জাহাজ একবার ভাসছে, একবার ডুবছে। আমাদের টিএসসিতে ত্রাণ শুধু আসছে আর আসছে। স্বপ্নের বাংলাদেশ এই বাংলাদেশ জাতি চেয়েছিল। শিশুরা এসেছে, পঙ্গুরা এসেছে। অভাবনীয় দৃশ্য শিহরণ জাগানো দৃশ্য ইস্পাত কঠিন এক ঐক্য মহাযুদ্ধের প্রস্তুতি। ত্রাণের বাস পথিমধ্যে বিকল হয়ে পড়ে আছে। খবর পেয়ে ইউনিভার্সিটির ট্রেজারার আরেকটি বাস কালবিলম্ব না করে পাঠিয়ে দিলেন। কোথায় সরকার, কোথায় ধনী দেশের ত্রাণ সাহায্য! সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। সবার চাউনিতে দৃঢ়সংকল্প আমাদের যা আছে, তাই দিয়ে এ লড়াইতে জয়ী হতে হবে। আমাদের আছে একতা, সাহস, দেশপ্রেম; আমাদের আছে তারুণ্যের মহামূল্য হীরার খনি। আমরাই সমৃদ্ধ। কত দিন পর মানুষ তৃপ্তিতে তার দেশকে ভালোবাসতে পারছে। কত দিন পর মালিকানা ফিরে পেয়ে নিঃস্ব হয়েও সম্মানিত মনে হচ্ছে বুকের পাঁজরের মধ্যে। সব শ্রেণি-পেশা, জাতি-ধর্ম-বর্ণ এক হয়ে গেছে। আওয়ামী লীগ সরকারের জাতিকে বিভাজনের টানা রেখা বিলপ্ত হয়ে গেছে। প্রবাসী ভাই তার মৃত মায়ের জমানো ব্যাংকের টাকা নিয়ে হাজির। হজের টাকা, ওমরাহর টাকা, পূজার টাকা, মসজিদের টাকা, মন্দিরের টাকা, গির্জার টাকা- সব বন্যায় পানিবন্দি মানুষের খেদমতে দান করেছে। এমন অসম্প্রদায় অমোচনীয় অটুট সামাজিক বন্ধন, হৃদয় নিংড়ানো দরদ, নিজ পরিবারকে বুভুক্ষ রেখে অনাহারির মুখে খাবার তুলে দেওয়ার দেশ আমার দেশ, আমি তোমায় প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসি।

অর্ন্তবর্তী সরকার গঠনের পর থেকে ক্রমাগত হত্যা মামলা জ্যামিতিক হারে বাড়ছে। পাল্লা দিয়ে আসামির সংখ্যাও বাড়ছে। জানা যায়, অভিযোগ লিখে নিয়ে থানায় গেলেই মামলা নিচ্ছে। অথবা আদালত নির্দেশ দিচ্ছেন মামলা রুজু করতে। অপরাধী আইনের আওতায় আসুক সবাই জোরালো দাবি করে। পুলিশ বড্ড বেশি বন্ধু হয়ে গেছে জনগণের। তাই যাচাইবাছাই তদন্ত ছাড়া পরিণতি না ভেবে মামলা রুজু করে দায়সারা দায়িত্ব পালন করছে।

আওয়ামী লীগ নেতা নাছিম লোকচক্ষুর অন্তরালে বসে বিবৃতি বাজাচ্ছেন। তার বয়ান আওয়ামী লীগ সভাপতি ও পাঁচবারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নামে হত্যা মামলা হওয়ায় তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। কী দলকানা নেতা। শেখ হাসিনা যখন নিরীহ হাজার হাজার মানুষ খুন করেছে কয়েক দশক ধরে, নিজ দেশের মানুষকে করেছিল পরবাসী সেদিন আপনাদের উদ্বেগ কোথায় ছিল। আওয়ামী চশমা খুলে দেশের চশমা চোখে দেন। কে কবে পাঁচবারের প্রধানমন্ত্রী ছিল আদালতে ডিম নিক্ষেপ, জুতা মারধর কোনোভাবে সভ্যতা না। দেশের সরকারের সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। হুজুগে মানুষ তারা পরিণতি না ভেবে মনের ঝাল মিটিয়ে যাচ্ছে। মাঝখানে সরকারকে ফেলে যাচ্ছে কৈফিয়ত দিতে। শেখ হাসিনা কাদের প্রতিহতের চেষ্টা করে সংঘাত বাধিয়েছে, খুনোখুনি অভিযান চালিয়েছে। তাই তাদের আগে আসামি করা যুক্তি। এ তো কোনো শুভ লক্ষণ না। জেলায় জেলায় মামলা হচ্ছে। আসামি বিদেশ থাকে, তাকে মামলায় হয়রানি করলে সেই কুলষিত রাজনীতি চর্চার আলামত ভেসে ওঠে চোখে।

অনেকের রাগ ও ক্ষোভ থাকতে পারে। কিন্তু এ ধরনের মামলা লিখলে কাজ হবে না, টিকবে না। প্রথম ধাপই পার হতে পারবে না। মামলাগুলো আন্দোলন ও আন্দোলনের ফসলকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে।

যেখানে অভিজ্ঞতা অন্যতম প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। যখন সামনে অনেক সুযোগের হাতছানি থাকে, তখন ভুল করার আশঙ্কাও থাকে- তরুণদের এটি মনে রাখতে হবে। একটি বিপ্লব ঘটিয়ে যারা সফল হলেন, সুন্দর আগামীর জন্য সুযোগ্য নেতৃত্বের গুণাবলি অর্জন করতে চাইলে তাদের এখন আরও বেশি পড়াশোনা ও জ্ঞান অর্জন করা প্রয়োজন। প্রতিটি কাজে ও কথায় পরিশীলিত, সুসংগঠিত, শৃঙ্খলিত ও দায়িত্বশীল হতে হবে। এই উত্তাল সময়ে লক্ষ্য রাখতে হবে, তারুণ্য যেন কোনোভাবেই পথ না-হারায়। এখন তরুণদের দিকেই তাকিয়ে আছে গোটা দেশ।

লেখক : নিরাপত্তা বিশ্লেষক

জামায়াতের 'ফরওয়ার্ড মার্চ' ও রাজনৈতিক হিসাব-নিকাশ

শেখ রোকন

শুরুতে বলে রাখা ভালো, বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক কাঠামোয় জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে নির্মোহ বিশ্লেষণ পাওয়া কঠিন। অনেকে যেমন দলটিকে দানব আখ্যা দেয়, তেমনই কেউ কেউ দেবতা মনে করে। বিশ্লেষকদের জন্যও দলটিকে নিয়ে বিশ্লেষণ কঠিন এর কাঠামোগত কারণেই। আওয়ামী লীগ, বিএনপি বা জাতীয় পার্টির মতো রাজনৈতিক দলের পরিকল্পনা ও কৌশল সম্পর্কে বাইরের লোকজনের স্বল্পবিস্তর জানা সম্ভব হলেও 'ক্যাডারভিত্তিক' জামায়াতের ক্ষেত্রে সেটি প্রায় অসম্ভব। দলীয় নির্দেশনার প্রতি নেতাকর্মীর নিঃশর্ত আনুগত্যই কেবল নয়; কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত নেতৃত্বের স্তরগুলোর কর্মপরিকল্পনার মধ্যে দুর্ভেদ্য দেয়ালের কারণেও এক স্তরের খবর অপর স্তরও জানতে পারে না। দলীয় ফোরামের বাইরের বিশ্লেষকরা হনুজ দূরস্ত!

এই প্রেক্ষাপটেও, গত বছর নভেম্বরে জামায়াতে ইসলামীর সম্ভাব্য কৌশল নিয়ে এক নিবন্ধে লিখেছিলাম-"আমার ধারণা, দলটি এখনই কোনো পথে যাওয়ার বদলে চৌরাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে 'মার্ক টাইম' করছে। সামরিক প্রশিক্ষণে এর অর্থ হচ্ছে, একই জায়গায় দাঁড়িয়ে মার্চ করতে থাকা। জামায়াতে ইসলামী সম্ভবত উপযুক্ত পরিবেশের জন্য অপেক্ষায় সেটাই করছে"। (চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে জামায়াতের 'মার্ক টাইম'/ সমকাল, ৪ নভেম্বর ২০২৩)।

বাস্তবেও কমবেশি সেটিই ঘটেছে। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে থেকেই জামায়াতে ইসলামী দক্ষ তীরন্দাজের মতো আওয়ামী লীগের পতনকেই মাছের চোখ সাব্যস্ত করেছে। ওই নির্বাচনের আগে তৎকালীন সরকার, ক্ষমতাসীন দল ও বিবিধ গোয়েন্দা বাহিনী যদিও জামায়াত প্রশ্নে স্পষ্টতই 'স্টিক অ্যান্ড ক্যারোট' নীতি গ্রহণ করেছিল, দলটিকে লক্ষ্য থেকে সরানো যায়নি। এমনকি তৎকালীন ২০ দলীয় জোটের প্রধান বিএনপির সঙ্গে জোটভিত্তিক বা যুগপৎ আন্দোলন নিয়ে অনেক ভাঙা-গড়ার মধ্যেও জামায়াত থেকেছে নিজের পথেই। সেসময় অপর একটি নিবন্ধে লিখেছিলাম- "প্রশ্ন হচ্ছে, জামায়াতে ইসলামী কি আওয়ামী লীগ বা বিএনপির হিসাবমতো চলবে? এ ধরনের ক্যাডারভিত্তিক দল পরের মুখে ঝাল খাচ্ছে-এমন নজির বিশ্বজুড়েই নেই। সাময়িক কৌশলগত কারণে জোট বা আন্দোলনের ঐক্য হতে পারে; কিন্তু চূড়ান্ত অর্থে নিজেদের নীতি ও কর্মসূচিই অনুসরণ করে থাকে। জামায়াতে ইসলামীর ক্ষেত্রে অতীতে অনেকবারই সেটা দেখা গেছে"। (আওয়ামী লীগের গাজর এবং জামায়াতের দাঁত/ সমকাল, ১২ জুন ২০২৩)।

যাহোক, জামায়াতে ইসলামীর 'মার্ক টাইম' প্রবণতা আমার চোখে ধরা পড়ার পর গত ৯ মাসে মরা বুড়িগঙ্গা দিয়েও অনেক জল গড়িয়ে গেছে। ছাত্র-জনতার নেতৃত্বাধীন অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ও শেখ হাসিনার দেশত্যাগ ঘটেছে। মাস দেড়েক আগেও আদালতের খাঁচায় খাঁচায় হাজিরা দেওয়া অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন হয়েছে। ১৯৪১ সালে প্রতিষ্ঠিত জামায়াতে ইসলামী গত ১ আগস্ট তৃতীয়বারের মতো নিষিদ্ধ হয়ে ২৭ আগস্ট সেই নিষেধাজ্ঞা থেকে মুক্তও হয়েছে। এখন দলটি সম্ভবত নেতাকর্মীকে 'ফরওয়ার্ড মার্চ' তথা অগ্রসর হওয়ার আদেশ দিয়ে দিয়েছে।

এই 'ফরওয়ার্ড মার্চ' প্রবণতাকালে জামায়াতে ইসলামী যে দীর্ঘ আড়াই দশকের শরিক বিএনপিকেও আর পাত্তা দিতে চাইছে না, সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ড ও কথাবার্তায় তা স্পষ্ট। এমনকি যে গণঅভ্যুত্থান ও পরবর্তী অন্তবর্তীকালীন সরকারকে বিএনপি ও জামায়াত যুগপৎ নিঃশর্ত সমর্থন দিয়েছিল, সেই সরকারের মেয়াদ নিয়েও দল দুটির মধ্যে দ্বিমত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

যেমন নির্বাচন অনুষ্ঠানের সম্ভাব্য সময় নিয়ে বিএনপির তাগাদা বিষয়ে নাম না করে জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান এক আলোচনা সভায় বলেন- 'রাজনীতি তো জনগণের জন্য, তাদের তো উচিত এই বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়ানো। এই সময়টায় ওখানে না দাঁড়িয়ে যদি নির্বাচন, নির্বাচন, নির্বাচন জিকির করলে জাতি তা কবুল করবে?' আবার এ প্রসঙ্গে বিএনপি মহাসচিবও নাম না করে বলেন-'যাদের জনসমর্থন নেই, জনগণ মনে করে না যে এরা সরকার চালাতে পারবে, তারা এ ধরনের বিভিন্ন চিন্তা-ভাবনা করে। ... আমরা তো নির্বাচনের জন্যই এতদিন লড়াই করেছি, সংগ্রাম করে এসেছি।' (বিডিনিউজ, ২৮ আগস্ট ২০২৪)।

প্রশ্ন হচ্ছে, এই অগ্রসরমান পরিস্থিতিতে জামায়াতে ইসলামীর সম্ভাব্য রাজনৈতিক হিসাব-নিকাশ আসলে কী? আমরা জানি, আশির দশক থেকে গত ৪০ বছরে ভোটের বাজারে যে চারদলীয় সমীকরণ তৈরি হয়েছিল, সেখানে ভোটের হিসাবে জামায়াতে ইসলামী চার নম্বরে থেকেছে। ১৯৯১, ১৯৯৬, ২০০১, ২০০৮ সালের নির্বাচনে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ যখন পালাক্রমে এক নম্বর আসন ধরে রেখেছে; জাতীয় পার্টি তখন ধারাবাহিকভাবেই তিন নম্বর এবং জামায়াতে ইসলাম চার নম্বর আসনে ছিল।

অপরদিকে, ২০১০ সালে যুদ্ধাপরাধের বিচার শুরুর পর থেকে বিভিন্ন মামলায় জামায়াতের কেন্দ্র থেকে তৃণমূল নেতাদের বেশির ভাগকেই হয় কারাগারে, নয়তো আত্মগোপনে থাকতে হয়েছে। গঠনতন্ত্র জটিলতায় ২০১৩ সালের আগস্টে হাইকোর্টের রায়ে এবং ২০২৩ সালে সুপ্রিম কোর্টে আপিল খারিজ হলে নিবন্ধনও হারায় জামায়াত। পরবর্তী তিন বছরের মধ্যে দলটির আমির মতিউর রহমান নিজামী, সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদসহ ছয়জন শীর্ষ নেতার ফাঁসি হয়। ২০১৪, ২০১৮, ২০২৪ সালের নির্বাচনেও অংশ নেয়নি বা নিতে পারেনি।

দলের নিবন্ধন বাতিল, শীর্ষ নেতাদের ফাঁসি বা যাবজ্জীবন, সব স্তরের নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে মামলা বা কারাদণ্ড, বড় অংশের নেতাকর্মীর আত্মগোপন বা ছদ্ম-নিষ্ক্রিয়তা, দলীয় কার্যালয় বন্ধ বা বেদখল, দলীয় ভাবাদর্শাধীন আর্থিক ও সেবাপ্রতিষ্ঠানগুলোর নিয়ন্ত্রণ হারানো সত্ত্বেও এখন স্পষ্ট যে, জামায়াতে ইসলামী সাংগঠনিকভাবে বসে ছিল না।

পরবর্তীকালে কী পরিস্থিতি হবে জানি না; সাংগঠনিক ভিত্তি ও সমর্থক সংখ্যা বিবেচনা করলে অবধারিতভাবেই জামায়াতে ইসলামী বর্তমানে জাতীয় পার্টিকে পিছে ফেলে তিন নম্বর স্থান দখল করেছে। আওয়ামী লীগ যদি সাংগঠনিকভাবে ফিরে আসতে না পারে, তাহলে সরল অঙ্কেই ভোটের বাজারে জামায়াতের আরও এগিয়ে যাওয়ার কথা। তারপরও বিএনপির তাগাদার বিপরীতে একদা শরিক দলটি নির্বাচন প্রশ্নে দৃশ্যত দেরি করতে চাইছে কেন?

প্রথমত, গত দেড় দশকে জামায়াতে ইসলামী সাংগঠনিকভাবে সক্রিয় থাকলেও সামাজিকভাবে প্রকাশ্য হতে পারেনি। আর ভোটের বাজারে শুধু সাংগঠনিক তৎপরতা দিয়ে চলে না, সামাজিক তৎপরতাও গুরুত্বপূর্ণ। জুলাই-আগস্ট অভ্যুত্থানে নিহতদের স্বজন ও আহতদের পাশে দাঁড়ানো কিংবা বন্যায় ত্রাণ কর্মসূচি তারই অংশ। নির্বাচন যত দেরি হবে, দলটি যত বেশি সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচি চালিয়ে যেতে পারবে; ভোটের বাজারেও তত সুবিধা হবে।

দ্বিতীয়ত, ২০০১ সালের নির্বাচনের পর হিন্দু জনগোষ্ঠীর ওপর হামলা এবং জোট সরকারের অংশ হিসেবে ক্ষমতায় থাকাকালে জঙ্গিবাদ নিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে জামায়াতের যে ভাবমূর্তি সংকট দেখা দিয়েছিল, সেটাও কাটাতে চাইছে। এ কারণেই এবার গণঅভ্যুত্থানের পর বিভিন্ন মন্দিরে পাহারা, পরিদর্শন এবং উগ্রবাদের বদলে অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশ গঠনের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করায় জোর দিয়েছে দলটি।

তৃতীয়ত, সদ্য ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ যখন নেতৃত্বহীন, মনোবলহীন, দিশাহীন; তখন সাধারণ ভোটারদের মধ্যে বিএনপির সমর্থনই ইতিহাসের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। কিন্তু জামায়াতে ইসলামী সম্ভবত এতটা প্রবল সংখ্যাগরিষ্ঠ বিএনপি চায় না, যেখানে 'ছোট' বিরোধী দল হয়ে থাকতে হবে। আবার জুলাই-আগস্ট অভ্যুত্থানের 'ভ্যানগার্ড' বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করে আগামী সাধারণ নির্বাচনে অংশ নিতে পারে বলে কানাঘুষা রয়েছে। বিষয়টি শেষ পর্যন্ত কোথায় দাঁড়ায়, সেটা দেখার জন্যও জামায়াতে ইসলামী আরও অপেক্ষা করতে চাইতে পারে। জামায়াত নিশ্চয়ই জানে, বিএনপির সঙ্গে অন্যান্য পক্ষের ভোট যত ভাগাভাগি হবে, নিজেদের আসন সংখ্যা তত বাড়বে।

শেখ রোকন: লেখক ও নদী-গবেষক

বিশেষ সাক্ষাৎকারে অধ্যাপক সলিমুল্লাহ খান

সংস্কার আমাদের সংবিধান থেকেই শুরু করতে হবে

সলিমুল্লাহ খান ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশের অধ্যাপক। আইনশাস্ত্র, ধ্রুপদি অর্থশাস্ত্র, ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব, দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতি, ইতিহাস ও সাহিত্যে তাঁর পাণ্ডিত্য রয়েছে। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান, অন্তর্বর্তী সরকারের কর্তব্য, সংবিধান সংশোধন–এসব বিষয়ে কথা বলেছেন প্রথম আলোর সঙ্গে।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন মনোজ দে

প্রশ্ন : ছাত্রদের বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন সরকার পতনের এক দফা আন্দোলনে পরিণত হলো এবং শেষ পর্যন্ত ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে সরকারের পতন হলো। এই আন্দোলনের একটা আকাঙ্খা ছিল হাসিনা সরকারের পতন। কিন্তু আরও অনেক জনআকাঙ্খাও তৈরি হয়েছে। আপনার বিবেচনায় সে আকাঙ্খাগুলো কী?

সলিমুল্লাহ খান: হাসিনা সরকারের পতনের কারণটা যদি আমরা অনুসন্ধান করি তাহলে জনআকাঙ্খা একটা চেহারা ভেসে উঠবে। হাসিনা সরকারের প্রথম দোষ হলো ২০০৯ থেকে শুরু করে ২০২৪-এর ৫ আগস্ট পর্যন্ত তাঁর যে শাসনকাল, তাতে বড়জোর বলা যায় প্রথমটাতে তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন। পরের তিন মেয়াদের তিনটি নির্বাচনই ত্রুটিপূর্ণ ছিল। এ কারণে মানুষ জানে যে তাঁর সরকার অনির্বাচিত সরকার। আমাদের মতো প্রজাতন্ত্রে মানুষ রাষ্ট্রের ওপর নিজের মালিকানা দাবি করতে পারে কেবলমাত্র নির্বাচনের মাধ্যমে। সেটাও যদি কেউ কেড়ে নেয়, তাহলে সেই জবরদখলকারী সরকারকে উৎখাত করা ছাড়া মানুষের আর কী উপায় থাকে!

জবরদখলকারী হাসিনা সরকার তাদের বৈধতার জন্য মুখে দুটি বয়ান দিয়ে আসছিল। তারা ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকে একদলীয় ব্যাখ্যা দিয়েছিল। আমি বলব এই ব্যাখ্যাটা অর্ধসত্য, যেটা অসত্যের চেয়ে মারাত্মক। দ্বিতীয়টা উন্নয়নের বয়ান। সেই উন্নয়নে জনগণের কী লাভ হয়েছে সেটা বিচার করলে দেখা যায় জনগণের বিশেষ কিছু লাভ হয়নি। আয় বণ্টনের যে বৈষম্য সেটা কমেনি, বরং বেড়েছে।

এটা ঠিক যে দেশে কতগুলো চোখে পড়ার মতো উন্নয়নকর্ম হয়েছে। কিন্তু হাসিনার উন্নয়নের বয়ান মানুষ গ্রহণ করেনি। আমি এখানে অর্থনীতিবিদদের একটু সমালোচনা করতে চাই। উন্নয়ন নিয়ে তাদের যে মাপকাঠি সেটাকে মিথ্যা প্রমাণ করে দেশের জনগণের মধ্যে হতাশা বেড়েছে, আফসোস বেড়েছে। সবচেয়ে বড় কথা, বঞ্চনাটা বেড়েছে। বেকারত্বের দিকে তাকালে সেটা দেখা যায়। বেকারত্বের জায়গা থেকেই বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত বলা যায়।

জনআকাক্ষার প্রশ্নে যদি আসি, তাহলে প্রথমেই বলব, প্রত্যেক মানুষই চায় নিজের মর্যাদা। হাসিনা সরকারের সবচেয়ে বড় খারাপ কাজ ছিল সাধারণ মানুষের মতামতকে উপেক্ষা করা। কথায় কথায় মানুষকে অপমান করেছে তারা। দ্বিতীয় খারাপ কাজ হলো সাধারণ মানুষের বৈষয়িক স্বার্থকে একেবারে লঙ্ঘন করা। সাইবার নিরাপত্তা আইনসহ সর্বশেষ তারা যে আইন করেছিল তার মাধ্যমে সরকারকে যেকোনো ধরনের সমালোচনা অথবা পরিহাস করার ক্ষমতা পর্যন্ত কেড়ে নেয়া হয়েছিল। এতে বোঝা যায় হাসিনা সরকার প্রকৃত অর্থেই প্রতিনিধিত্বশীল ছিল না।

প্রশ্ন : একটা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব নিয়েছে। এই সরকারের আশু কর্তব্য ও দীর্ঘমেয়াদি কর্তব্য কী বলে মনে করেন?

সলিমুল্লাহ খান: হাসিনা টিকে ছিলেন তাঁর আগের আমলের অত্যাচার, অবিচার, বিশেষ করে বিএনপির সঙ্গে জামায়াতের যে ঐক্যের কারণে জনগণের মধ্যে যে ভয় ছিল তার সূত্রে। সেই ভয়কে মূলধন করেই হাসিনা টিকে ছিলেন। লোকে বলত, হাসিনা চলে গেলে যদি বিএনপি আসে! এটাকে বলা যায় ভারসাম্যজনিত শূন্যতা। পৃথিবী ও চাঁদের মাঝামাঝি মহাকাশে একটা জায়গা আছে, যেখানে নভোচারীর ওজন শূন্য হয়ে পড়ে। এ রকম একটা অচলাবস্থার মধ্যেই বিগত সরকার টিকে ছিল। বিএনপিই ছিল হাসিনার মূলধন।

গত ১৫ বছরে বিএনপি বহু আন্দোলন করেও সফল হতে পারেনি। এর কারণ বিএনপির ভেতরেও অজস্র টানাপোড়েন। বিএনপি একটা একক রাজনৈতিক দল নয়, অনেক দলের সমষ্টি। আওয়ামী লীগ খানিকটা দল হলেও সেটা এক পরিবার ও একব্যক্তিকেন্দ্রিক। ছাত্ররা সফল হয়েছেন এ কারণে যে, তাঁরা জনতাকে আকৃষ্ট করতে পেরেছিলেন। এই জনতাকে বিএনপি আকৃষ্ট করতে পারেনি। ছাত্ররা পেরেছেন তাঁদের কোনো অলৌকিক গুণ আছে বলে নয়, তাঁদের সাহস ও দূরদৃষ্টির কারণে। হাসিনা সরকারও বুঝতে পেরেছিল ছাত্রদের শক্তি। তাই ছাত্রদের বুকে গুলি করতে তারা পিছপা হয়নি। এ ধরনের গুলিবর্ষণ পৃথিবীর সব দেশেই জনতাকে আন্দোলনে টেনে নিয়ে আসে।

এ ছাড়া আমাদের এখানে প্রচণ্ড বেকারত্ব সৃষ্টি হয়েছে। মানুষের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এ অবস্থায় আর্থিক দুর্নীতির যে বিপুল চিত্র প্রকাশিত হলো সেটাও হাসিনা সরকারকে জনগণের সামনে সম্পূর্ণ উদোম করে দেয়। এই অবস্থায় একটা ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গও দাবানল সৃষ্টি করতে পারে। বাংলাদেশে জুলাই-আগস্ট মাসে সেটাই ঘটেছে।

অন্তর্বর্তী সরকার এসেছে ছাত্রদের আন্দোলনকে মূলধন করে। ছাত্ররা নিরপেক্ষ লোক হিসেবে বিশ্ববরেণ্য মুহাম্মদ ইউনূসকে নিয়ে এসেছেন। সরকারের এক মাসও পার হয়নি এখন পর্যন্ত। অন্তর্বর্তী সরকার যা যা করতে পারে তার তালিকা দুই ভাগে বিন্যস্ত করা যায়। প্রথমত, বিগত সরকার, তার আগের সরকার এবং তারও আগের সরকারের আমল মিলে যে বিশাল জঞ্জাল স্তূপীকৃত হয়েছে, তা পরিষ্কার করা। সকল প্রতিষ্ঠান ধ্বংস হয়েছে, দেশ দুর্নীতিতে ভরে গেছে। এসব দূর করতে হবে।

দ্বিতীয় কাজের মধ্যে আছে, নতুন কিছু গড়ার প্রস্তাব। নতুন একটা ব্যবস্থা প্রবর্তনের ম্যান্ডেট এই সরকারের আছে কি না, তা নিয়ে একটা বিতর্ক আছে। নির্বাচনের আগে কতটুকু সংস্কার করা যাবে, তাও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। নির্বাচন ও সংস্কার পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। সংস্কার না করলে নির্বাচন হবে না, আবার নির্বাচন না করলে সংস্কারের কর্তৃত্ব পাওয়া যাবে না। এই দ্বন্দ্ব জীবিত আছে।

এখন তাহলে কোথা থেকে শুরু করতে হবে? শুরু করতে হবে ইতিহাসের দিক থেকে। ঘটনা যা ঘটে গেছে সেখান থেকে। দেশে একটা রাজনৈতিক অভ্যুত্থান ঘটেছে। সেটা জনসমর্থনধন্য। এই অভ্যুত্থানেই আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী পলায়ন করেছেন এবং জনগণ ছাত্রদের বৈধতা দিয়েছে। এটা নির্বাচনের বিকল্প। এই বিকল্পটা সাময়িক। সময়টা কত দীর্ঘ হবে, তাও জনগণের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। সময়টা আগে থেকে বলে দেওয়া যাচ্ছে না। জনগণের ইচ্ছা, আগের সরকার যে প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস করেছে, সেগুলোর নূন্যতম মেরামত না হওয়া পর্যন্ত নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব হবে না। দুটি বিষয় এখানে বিবেচনা করা গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচন ব্যবস্থা পরিপক্ব হওয়ার আগে নির্বাচন অনুষ্ঠান করলে বড় ধরনের ক্ষতি হবে। আবার ব্যবস্থা ঠিক হওয়ার পরেও অনেকদিন পর্যন্ত নির্বাচন করা না গেলে তার ফল হবে আরো ভয়াবহ। নির্বাচনের জন্য কোনটা যে সঠিক সময়, সেটা মানুষই নির্ধারণ করবে।

প্রশ্ন : রাষ্ট্র সংস্কারের প্রশ্নটি সব জায়গায় জোরালোভাবে উঠছে। কোন কোন জায়গায় সংস্কার দরকার? কী ধরনের সংস্কার করতে হবে?

সলিমুল্লাহ খান: সংস্কার শুরু করা উচিত সংবিধান থেকেই। যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ। তাই ১৯৯০ সালে এরশাদ সরকারের পতনের পর আন্দোলনকারী চার জোট সর্বজনসম্মত সিদ্ধান্ত নেয় যে ভবিষ্যতে যতদিন প্রয়োজন নির্বাচনসমূহ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাধ্যস্থতায় হবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন করতে কিছু সমস্যা দেখা দেয়। সমস্যার সূত্রপাত বিএনপি করল ১৯৯৬ সালে। পরে বিএনপি সংবিধান এমনভাবে সংশোধন করল, যাতে অবসরগ্রহীতা বিচারপতিদের বয়স ৬৫ থেকে ৬৭ বছরে পৌঁছল। বিএনপি তার ঐতিহাসিক দায় নিতে বাধ্য। এদিকে ত্রয়োদশ সংশোধনীর কল্যাণে আওয়ামী লীগ সেই দায়কে বহুগুণ বৃদ্ধি করল। তারা তত্ত্বাধায়ক ব্যবস্থা উঠিয়ে দেয়। আওয়ামী লীগ যা করেছে তাকে বলা যায় সাংবিধানিক গর্ভপাত। এটাই আজকের সংকটের গোড়ার কথা। প্রথমে এটার সমাধান করতে হবে। শেখ হাসিনার সর্বশেষ অপকর্ম ছিল নির্বাহী আদেশবলে জামায়াতে ইসলামী নিষিদ্ধ করা। অন্তর্বর্তী সরকার সেই প্রজ্ঞাপনটি বাতিল করেছে। আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করার প্রশ্নে বর্তমান সরকারের অ্যাটর্নি জেনারেল বলেছেন, তাঁরা তা করবেন না। এতে মনে হয় আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগও অংশগ্রহণ করতে পারবে। অবশ্য কোনো ব্যক্তি যদি গুরুতর অপরাধী সাব্যস্ত হন, তিনি নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না। এ প্রশ্নে আরও আলোচনার অবকাশ আছে।

অন্তর্বর্তী সরকারের অধীন নির্বাচন হয়ে গেলে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা ক্ষমতায় আসবেন। আমরা যদি রাজনৈতিক সংস্কার শুরু করতে চাই তাহলে সর্বপ্রথমে অর্থবহ অর্থনৈতিক সংস্কারের কাজে হাত দিতে হবে। অর্থনৈতিক সংস্কার আর রাজনৈতিক সংস্কার কাগজের এপিঠ আর ওপিঠের মতো।

প্রশ্ন : অন্তর্বর্তী সরকার যে সংস্কার করবে, নির্বাচিত সরকার সেটা মানবে, এমন নিশ্চয়তা কী আছে?

সলিমুল্লাহ খান: আমরা সবাই বলি, ইতিহাস থেকে আমরা একটা শিক্ষাই গ্রহণ করি, সেটা হলো ইতিহাসের শিক্ষাটা কেউ গ্রহণ করি না। নির্বাচনের আগে প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতিপত্র বা ইশতেহার দিতে হবে, যে সমস্ত মৌলিক সংস্কার অন্তর্বর্তীকালীন সরকার করবে সেগুলো তারা মেনে চলবে। এটা অনেকটা আইনগত কাঠামো আদেশের মতো কাজ করবে।

যেমন, কেউ ক্ষমতায় গিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রথা বাতিল করবে না। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার একটা সমস্যা ছিল, তা আমরা দেখেছি। একসময় ভাবতাম বিচার বিভাগ নিরপেক্ষ জায়গা। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কারণে বিচার বিভাগের সেই নিরপেক্ষতাও নষ্ট হয়েছে। আমরা একসময় মনে করতাম, সেনাবাহিনী রাষ্ট্রের নিরপেক্ষ শক্তি। এখন দেখছি তাদের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন আছে।

অনেকে দাবি তুলেছেন, র‍্যাবের মতো সংবিধানবহির্ভূত যে সমস্ত বাহিনী গঠিত হয়েছে, সেগুলো বিলুপ্ত করতে হবে। র‍্যাবের গঠন সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী। র‍্যাব হোক, ডিবি হোক আর পুলিশ হোক, কোনো নাগরিককে বিনা বিচারে ২৪ ঘণ্টার বেশি বন্দি রাখা যাবে না। একই কথা ডিজিএফআই বা প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। দেশে সামরিক বাহিনী থাকবে আর তার গোয়েন্দা বাহিনী থাকবে না, সেটা হতে পারে না। তবে সাবেক প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহা যে অভিযোগ করেছিলেন তা যদি সত্য হয় তবে ডিজিএফআইকে নিয়েও দেশবাসীর নতুন সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

বন্দুকযুদ্ধ, ক্রসফায়ার–এগুলো বেশুমার হত্যা, বেওয়ারিশ হত্যা, পাইকারি হত্যা বৈ কিছু নয়। এগুলো বন্ধ করা চাই। গুমের বিষয়ে একটা তদন্ত কমিশন হয়েছে। একে আমরা স্বাগত জানাই। কোনো স্বাধীন দেশে গুম আর নির্বিচার লোকহত্যা চলতে থাকবে কল্পনাও করা যায় না। গুম পরাধীন দেশে হয় বলে আমরা শুনতাম। অথচ আমাদের স্বাধীন দেশে কেন এত বেশুমার হত্যা, এত গুমের ঘটনা ঘটেছে, তার মূল কারণ এখনো আমরা নির্ণয় করতে পারি নাই। বিগত ৫০ বছর ধরে দেশে ধনসম্পদ ও পুঁজি সঞ্চয়নের যে প্রক্রিয়া চলেছে, তাতে সরাসরি বিদেশি শক্তির হাতও আছে। এ কারণে রাষ্ট্র বেপরোয়া হয়ে উঠেছে।

আমি মনে করি সংবিধান সংশোধনীর দ্বিতীয় কাজ হবে মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করে এমন আইন প্রণয়ন নিষিদ্ধ করা। প্রয়োজন হলে সংবিধানে যথাযথ সংশোধনী আনয়ন করে সেটা করতে হবে। বর্তমান সংবিধানেও আছে মৌলিক অধিকার সংশোধনের অতীত। কিন্তু তা তো কার্যকর হয় না। ঘোষণা আর কার্যক্ষেত্রে বাস্তবায়নের মধ্যে এই ফারাকটা বিলুপ্ত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে আমরা মার্কিন দেশের সংবিধান অনুসরণ করতে পারি। সেখানে প্রথম ১০টি সংশোধনী (বা বিল অব রাইটস) সংশোধনের অতীত। বাকস্বাধীনতা, স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার, সভা-সমিতি বা সংগঠন করার অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। আমাদের এখানেও তা অস্বীকার করা যাবে না।

প্রশ্ন : সংবিধান সংস্কারসহ সংবিধান বাতিল করে নতুন সংবিধান রচনার দাবিও উঠেছে নানা মহল থেকে। আপনি কী মনে করেন? বাস্তবসম্মত পথ কী?

সলিমুল্লাহ খান: এবার যা ঘটেছে তা অভ্যুত্থান। তা ঘটেছে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে এবং তাঁর সরকার কর্তৃক জনগণের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে। সংবিধানের যে অংশগুলো শেখ হাসিনা সংশোধন করেছেন, সেগুলো বাতিল ঘোষণা করতে হবে। অন্যান্য সরকারের আমলেও যে সকল সংশোধনী ও আইনের মাধ্যমে মৌলিক অধিকার কার্যত হরণ করা হয়েছিল, সেগুলোও বাতিল করতে হবে।

নতুন সংবিধান প্রণয়ন না ও পুরোনো সংবিধানের সংশোধন–এই তর্ক একাডেমিক। ১৯৭২ সালের সংবিধান লেখা হয়েছিল ভারতের সংবিধানটাকে আদর্শ ধরে। আমাদের নতুন (সংশোধিত বা লিখিত) সংবিধান হবে সরল। প্রথম ভাগটা হবে মৌলিক অধিকার বিষয়ক, দ্বিতীয় ভাগে থাকবে সরকারের গঠনতন্ত্র।

সংবিধানে সর্বক্ষমতা যেতে হবে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত আইনসভার ওপর। বর্তমান সংবিধান আইনসভাকে রেখেছে পঞ্চম ভাগে। চতুর্থ ভাগে রেখেছে নির্বাহী বিভাগকে। এভাবে অনেকটা অজ্ঞানেই আমাদের গঠনতন্ত্র নির্বাহী বিভাগকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে। যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের শুরুতেই রয়েছে কংগ্রেস বা আইনসভা, তারপর নির্বাহী বিভাগ, পরে বিচার বিভাগ। সেখানে রাষ্ট্রপতির চেয়েও বড় আইনসভা (সিনেট ও হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভ)। আমাদের এখানে আইনসভার এ গুরুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

সবার আগে আইনসভার কর্তৃত্ব তৈরি করতে হবে। আর তা করতে হলে আইনসভার সদস্যদের সত্যি সত্যি নির্বাচিত হতে হবে। কোনো সদস্য যদি গুরুতর অসদাচরণ করেন, তাহলে বিচারপতিদের অপসারণের যেমন বিধি আছে, তেমনি তাঁদেরও অপসারণের বিধান থাকতে হবে।

সরকারের তিন বিভাগের মধ্যে আইনসভাকে সবার ওপরে স্থান দিতে হবে। এর অধীনে অর্থাৎ আইনসভার যাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা, তিনি প্রধানমন্ত্রী হবেন। বিচার বিভাগের সদস্য বা বিচারকদেরও আইনসভার অনুমোদন ছাড়া নিয়োগ বৈধ হবে না। যুক্তরাষ্ট্রে কংগ্রেস অনুমোদন লাভ না করলে কেউ উচ্চ আদালতের বিচারপতি নিযুক্ত হতে পারেন না। যুক্তরাষ্ট্রে ধনতন্ত্রের সর্বোচ্চ বিকাশ হয়েছে। আমরা তাদের সমান নই, কিংবা তাদের অনুকরণ করার সময়ও হয়তো আসেনি। কিন্তু ছায়া হিসেবে বাস্তবে সব ক্ষেত্রেই আমরা তো তাদের অনুসরণ করেই থাকি। তাহলে এক্ষেত্রে করব না কেন?

অনেকে বলেন, এক কক্ষের জায়গায় দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ হলে বেহতর হবে। অনেকে মনে করেন, রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্য বিধান করলে ভালো হবে। অনেকে মনে করেন, দেশকে আট-নয়টি প্রদেশে বিভক্ত করলেই হয়তো ভালো হবে। এগুলোর কোনোটাই মৌলিক সংস্কার নয়। এগুলো ঘায়ের ওপর প্রলেপ দেওয়া। আসল কথা, নির্বাচন হতে হবে নির্বাচনের মতো। জনগণের অধিকার অলঙ্ঘনীয় রাখতে হবে। যারা মিথ্যা মামলা রুজু করবেন, তাঁদেরও শাস্তির বিধান থাকতে হবে।

প্রশ্ন : এখানে যে স্বৈরতান্ত্রিক ও বংশানুক্রমিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা চলে আসছে, তা থেকে বের হয়ে আসার পথ কী?

সলিমুল্লাহ খান: প্রশ্নটা হচ্ছে, শেখ হাসিনা ১৫ বছর ক্ষমতায় থাকলেন কীভাবে। ২০১৪ সালের নির্বাচনে যখন তিনি প্রকারান্তরে জালিয়াতিই করলেন, তখনই তাঁর বিদায় নেওয়ার দরকার ছিল। কিন্তু ইতিহাসের যে ভারসাম্যজনিত শূন্যতার কথা আগে বলেছি, তার কল্যাণে আর আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতের কল্যাণে আওয়ামী লীগ ১৫ বছর ধরে জনগণের ওপর অত্যাচার করেছে। তাই সরকার পতনের পর জনগণের রোষ লীগের ওপর হামলে পড়েছে। কেন তাদের ওপর হামলা হয়েছে, সেটা বোঝা কঠিন নয়।

অনেক হিন্দু পরিবার আক্রান্ত হয়েছেন, এ কথা সত্য। কিন্তু বেছে বেছে হিন্দুদের উপর আক্রমণ হয়েছে, এমনটা বলা বোধ হয় ঠিক নয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেছেন, হিন্দুসহ সব সংখ্যালঘুর অধিকার যেন রক্ষিত হয়। তিনি বলতে পারতেন, বাংলাদেশের সব জনগণের অধিকার যেন রক্ষিত হয়। এই যে উদারতার অভাব, এটা আমাদের এই অঞ্চলের রাজনীতিবিদদের একটা বৈশিষ্ট্য।

আমাদের দেশে পরিবারতন্ত্র এবং পরিবারতান্ত্রিক রাজতন্ত্র যদি উঠেও যায়, স্বৈরতন্ত্রের উদয় যে হবে না তার নিশ্চয়তা নেই। এখানে রাজনীতিতে পরিবারতন্ত্র আছে। সেটা শুধু শেখ হাসিনা, খালেদা জিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। আমরা মফস্বলেও দেখেছি, এমপি সাহেবদের পুত্র-কন্যারাও এমপি সাহেব-বেগম হচ্ছেন। এটা বোধ হয় আমাদের সমাজে স্বাভাবিক। এ থেকে বের হতে গেলে দেশের রাজনীতিতে মৌলিক সংস্কার করতে হবে।

গণতন্ত্রের মূল কথা হচ্ছে, সবার কাছ থেকে নিতে হবে তার সামর্থ্য অনুযায়ী, আর সবাইকে দিতে হবে তার প্রয়োজন অনুসারে। সামাজিক সুযোগ-সুবিধার বণ্টন করতে হবে সমানাধিকারভিত্তিক। যখন আমাদের সকল ছেলেমেয়েই স্কুলে যেতে পারবে, তাদের টাকাপয়সার, খাদ্যের আর ওষুধের অভাব হবে না, প্রাইভেট টিউটর থাকলে সবার থাকবে, না থাকলে কারও থাকবে না–এ অবস্থায় প্রতিযোগিতা করে যারা জিপিএ-৫ পাবে, তারাই স্বীকৃত হবে প্রকৃত মেধাবীরূপে। তাদের শাসন যদি প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলেই আমরা বর্তমান ধারা থেকে বেরিয়ে আসার আশা করতে পারব।

প্রশ্ন :

অন্তর্বর্তী সরকার একটু ধীরে চলো নীতিতে এগুচ্ছে। তাদের মধ্যে কোথাও কি কোনো সংশয় কাজ করছে?

সলিমুল্লাহ খান: অনেকে মনে করছেন বাংলাদেশ দুর্বল রাষ্ট্র, তার স্বাধীনতা রক্ষা করা সম্ভব নয়। আমি বলব, দেশটা আমাদের পক্ষে যখন স্বাধীন করা সম্ভব হয়েছে, তা রক্ষা করাও অসম্ভব নয়। আমিও মনে করি, সেটা সম্ভব হবে। আমরা একটা ফাঁপরের মধ্যে পড়েছি, এ কথা সত্য। রাজতান্ত্রিক প্রবণতা এখানে আছে, এটা বংশানুক্রমিক আকারে দেখা দিয়েছে। যদিও মুখে কেউ রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবি করেন না, কাজে ঠিক তাই করেন। শেখ হাসিনা তো কার্যত রাজতন্ত্রই কায়েম করেছিলেন। এটাই ছিল শেখ হাসিনার আসল অপরাধ। শেখ হাসিনা একা এক আমলে যে ক্ষতি করে গেছেন তা সারতে বহু দিন, বহু বছর লাগবে।

বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের মধ্যে একটা দ্বিধা আছে। তারা এখনো নিশ্চিত নয়, আগে সংস্কার করে নির্বাচন দেবে, না নির্বাচন দেওয়ার পর সংস্কার করবে। আমরা বলব, তাদের উচিত জনগণকে বিশ্বাস করা। জনগণের সমর্থন না পেলে, সেনাবাহিনীর উল্লেখযোগ্য একটা অংশের সাহায্য না পেলে, গত ছাত্র-জনগণের আন্দোলনে যে পরিমাণ প্রাণহানি আর রক্তপাত ঘটেছে, তার থেকে অনেক বেশি ঘটত।

এ অবস্থায় দেশকে নৈরাজ্য ও অধঃপতনের হাত থেকে বাঁচাতে হলে অন্তর্বর্তী সরকারের উচিত, সংস্কার করতে তাদের কত সময় লাগবে তা পরিষ্কার ঘোষণা করা। তাদের এখতিয়ারভুক্ত নয়, এমন সংস্কারে হাত দেওয়া সম্ভবত উচিত হবে না। যেমন, বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে। বাংলাদেশ মার্কিন নেতৃত্বাধীন চতুর্বর্গ সামরিক জোটে যুক্ত হবে কি না তা নির্ধারণ করতে জনগণের ম্যান্ডেট লাগবে। জোট নিরপেক্ষতার নীতি থেকে বেরিয়ে আসা বাংলাদেশের মতো ছোট দেশের ক্ষেত্রে ভয়ানক আত্মহত্যার শামিল হবে।

বদলে গেছে বিমানবন্দর

আগে বিমানবন্দরে নানাভাবে হেনস্তার মুখোমুখি হতে হয়েছে। এবার হয়রানিমুক্ত সেবা পেয়ে স্বস্তি ফিরেছে তাদের কণ্ঠে।

সম্প্রতি দুবাই থেকে আসা ইমরান চৌধুরী বলেন, ইমিগ্রেশন বিভাগ ও বিমানবন্দরের অন্যান্য কর্মকর্তাদের ব্যবহারে পরিবর্তন এসেছে। তিনি জানান, ফ্লাইট অবতরণের ২০ মিনিটের মধ্যে তিনি তার লাগেজ পেয়ে যান।

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নির্বাহী পরিচালক গ্রুপ ক্যাপ্টেন কামরুল ইসলাম বলেন, 'যাত্রীরা যাতে স্বচ্ছন্দে তাদের লাগেজ পান, সে বিষয়টি নিশ্চিতে আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা চালাচ্ছি।'

তিনি জানান, বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক) চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মো. মঞ্জুর কবীর ভূঁইয়ার নেতৃত্বে, হেল্প ডেস্ক ও টেলিফোন বুথ ইতি পূর্ব থাকলেও তা কার্যকর ছিল না। এখন আমরা সবাইকে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা ছাড়াও সম্মানিত যাত্রীদের কল সেন্টারে তাদের মতামত দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। কলসেন্টারের ১৩৬০০ নম্বরটি বর্তমানে শতভাগ কার্যকর রয়েছে। পাশাপাশি প্রবাসীদেরকে দেওয়া হচ্ছে বিশেষ গুরুত্ব। পুরো বিমান বন্দরকে সিসিটিভি ক্যামেরার আওতায় আনায় লাগেজ কেটে মূল্যবান জিনিসপত্র চুরির ঘটনাও আর ঘটবে না বলে আশা করছে কর্তৃপক্ষ।

হয়রানি বন্ধে এনবিআরের নির্দেশনা

এর আগে অন্তবর্তীকালিন সরকারের আদেশে বাংলাদেশি প্রবাসী কর্মীদের বিমানবন্দরে অকারণে লাগেজ খোলাসহ যে কোনো হয়রানিমূলক কার্যক্রম বন্ধের নির্দেশনা দেয় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। দেশের সব বিমানবন্দরে কাস্টমস বিভাগকে সম্প্রতি এই নির্দেশনা পাঠিয়েছে এনবিআর। এছাড়া দেশের সব বিমানবন্দরের কাস্টমস হাউসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রবাসীদের সহযোগিতা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এয়ারপোর্টে আসার পর কয়েকবার লাগেজ খোলা, দীর্ঘক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখা, বেলট-মানিব্যাগ-জুতা-ল্যাপটপ-মোবাইলসহ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে চেক করার অভিযোগ আছে কাস্টমস কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে। অথচ বিদেশে স্ক্যানিং মেশিনের মাধ্যমেই যাবতীয় চেকিং শেষ করা হয়ে থাকে।

প্রবাসীরা রেমিট্যান্স পাঠিয়ে দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখছে। দীর্ঘদিন ধরে বিমানবন্দরে ভোগান্তিমুক্ত পরিবেশ দাবি করছিলেন তারা। আদেশ জারির পরও যদি প্রবাসীদের কোনো ধরনের হয়রানি করা হলে দায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেবে বলেও এনবিআরের নির্দেশনায় বলা হয়েছে।

এর আগে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বাংলাদেশি প্রবাসী কর্মীদের বিমানবন্দরে অধিকতর সেবা দিতে অনুরোধ জানিয়েছিল প্রতিষ্ঠানটি।

চিঠিতে বলা হয়, বাংলাদেশি প্রবাসী কর্মীরা রেমিট্যান্স পাঠিয়ে দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখেন। সরকার প্রবাসী কর্মীদের বিদেশ গমন সহজ করতে এবং অধিকতর সেবা দিতে বদ্ধপরিকর। বাংলাদেশি প্রবাসী কর্মীদের বিদেশ থেকে আগমন এবং বিদেশে যাওয়ার সময় দেশের সব বিমানবন্দরে বিদেশগামী এবং বিদেশফেরত প্রবাসী কর্মীদের অকারণে লাগেজ খোলাসহ যে কোনো হয়রানিমূলক কার্যক্রম বন্ধের অনুরোধ করা হলো।

আমেরিকায় বসে তুমি

ঢাকা, ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪: দেশের ইতিহাসের এক ন্যক্কারজনক ঘটনা ঢাকার পিলখানা ট্র্যাজেডি বা বিডিআর বিদ্রোহ। ২০০৯ সালের ২৫ ও ২৬শে ফেব্রুয়ারি সংঘটিত নারকীয়, নৃশংস ও মর্মান্তিক ওই ঘটনায় ৫৭ জন সেনা কর্মকর্তাসহ ৭৪ জন নিহত হন। মর্মান্তিক ওই ঘটনার পেছনে অন্যদের সঙ্গে তৎকালীন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী তানজিম আহমেদ সোহেল তাজের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। ঘটনার সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করা সোহেল তাজের দিকে অভিযোগের তীরও ছোড়েন অনেকে। এসব প্রশ্ন আর অভিযোগের বিষয়ে তার মুখোমুখি হয়েছিল মানবজমিন। তিনি জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্রে বসে যখন ঘটনার খবর পান তখনই তিনি পুলিশের আইজি'র সঙ্গে যোগাযোগ করেন। পরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুনের সঙ্গে কথা বলেন। একপর্যায়ে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী তার পরামর্শ না শুনে তাকে ধমক দিয়ে বলেছিলেন আমেরিকায় বসে তুমি বেশি বুইঝো না। আমি দেখতেছি।

মানবজমিনের সঙ্গে আলাপে সোহেল তাজ ওই সময়ে ঘটনা প্রবাহের বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেন, বিডিআর বিদ্রোহের সঙ্গে কিছু মহল আমাকে জড়াতে চেষ্টা করেছে। এরকম নিকৃষ্ট একিউজিশন খুবই দুঃখজনক। একজন নিরীহ নিরপরাধ মানুষকে এমন একটা কালিমা দেয়া ঠিক না।

আপনার দিকে কেন সন্দেহের তীর এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমি তখন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ছিলাম। কিন্তু ঘটনার সময় আমি আমেরিকা ছিলাম। আমার মেয়ের জন্মদিন ছিল, আর আমার ঘনিষ্ঠ একজন আত্মীয়ের হার্ট সার্জারি হচ্ছিল নিউ ইয়র্কে। পিলখানার পাশেই আমার এক আত্মীয়ের অফিস। আমেরিকা ও বাংলাদেশের মধ্যে সময় ব্যবধান ছিল ১১ ঘণ্টা। রাত সাড়ে ১১টার দিকে আমার ওই আত্মীয় কল করে বলেন, সোহেল এখানে তো অনেক গোলাগুলি হচ্ছে। তখন আমি বলি গোলাগুলি মানে? তখন তিনি বলেন, গোলাগুলি মানে অনেক গোলাগুলি। তখন সঙ্গে সঙ্গে আমি ফোন দিলাম তৎকালীন আইজিপি নূর মোহাম্মদকে। ওনাকে বললাম আইজি সাহেব পরিস্থিতি কী? কি হচ্ছে সেখানে। ওনি বললেন, গোলাগুলি হচ্ছে পিলখানায়। আমি বললাম গোলাগুলি হচ্ছে তো আপনারা কি করছেন? তিনি বললেন আমরা তো আছি। এ কথা শুনে আমি বলেছিলাম পুলিশ, র‍্যাব, আনসার, এপিবিএন সব ডাকেন। সবাইকে দিয়ে পুরো পিলখানা ঘেরাও দেন। মুভিং করতে হবে। ওনি বললেন, আমরা তো মুভিং করছি। প্রয়োজনে সেনবাহিনীকে ডাকার কথাও বলি। আমার কথা শুনে তখন আইজি আমাকে বললেন, স্যার মন্ত্রী মহোদয় সঙ্গে আছেন। তার মানে ওনি আমাকে বলতে চাচ্ছেন আপনার কথা আমি মানতে পারবো না কারণ সিনিয়র আছেন। তখন আমি বুঝে গেলাম তিনি আমার কথা শুনবেন না কারণ আমার সিনিয়র (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) আছেন। সোহেল তাজ বলেন, আমার মাথা তখন গরম হয়ে গেছে। এরকম ক্রাইসিস হলে পুরো এলাকা ঘেরাও করতে হয়। যাতে ভেতরে যারা আছে তারা যেন বুঝতে পারে তাদের পালাবার কোনো পথ নাই। পালানোর পথ যদি না থাকে তবে তারা যা করতে চাচ্ছে সেটা নাও করতে পারে। সেজন্য বলেছিলাম পুরো এলাকা সবদিক দিয়ে ঘেরাও করতে হবে। আইজি'র কথা শুনে আমি থেমে যাইনি।

ফোন রেখে আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুনকে ফোন করলাম। ওনাকেও আমি একই কথা বললাম। ঘেরাও দেয়ার জন্য। প্রয়োজনে সেনাবাহিনীকে কল করার কথাও বলি। ওনি তখন আমাকে বললেন বাবা এটা তো আপা (শেখ হাসিনা) দেখছেন। আমি তখনও থামি নাই। প্রধানমন্ত্রীকে কল করে একই কথা বলেছি। যা ফোর্স আছে তা দিয়ে ঘেরাও করে রাখতে হবে। আর্মি আসার আগ পর্যন্ত এটা করতে হবে। ওনি আমাকে বললেন, তুমি আমেরিকায় বসে বসে বেশি বুইঝো না। আমি দেখতেছি। তখন আমার আর কিছু করার ছিল না। তিনি বলেন, দেশে এসে আমি যা দেখলাম সেটাতেও অবাক হয়েছি। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে ছিল বিডিআর। কিন্তু অলৌকিকভাবে সব কাজ হয়ে যাচ্ছে। আমি দেখতে পারছি না কি হচ্ছে। কো-অর্ডিনেটর করে দেয়া হয়েছে কর্নেল ফারুক খানকে। ওনি তখন বাণিজ্যমন্ত্রী ছিলেন। বাণিজ্যমন্ত্রীকে কেন এই ঘটনার কো-অর্ডিনেটর করতে হবে? তারপর থেকে সবকিছু অদৃশ্য হয়ে গেল। আমাদের হাতে আর কিছুই ছিল না। বিডিআরের 'ব' পর্যন্ত আমরা বলতাম না। কারণ আমাদের কাছে কেউ জানতেও চায়নি, বলেওনি। এভরিথিং ওয়াজ ডান বাই দ্য কো-অর্ডিনেটর। আমার কাছে সবই উদ্ভট লেগেছে। কিন্তু প্রমাণ তো নাই। প্রতিমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগের এটাও একটা কারণ ছিল। তাই বিডিআর বিদ্রোহের পরপরই আমি পদত্যাগ করেছি।

বিডিআর বিদ্রোহের নেপথ্য কী ছিল? এ প্রশ্নে তিনি বলেন, মন্ত্রী থাকাকালীনই আমি কিছু দেখিনি, কিছুই টের পেতাম না। কোথা দিয়ে কি চলে যাচ্ছে, কী হয়ে যাচ্ছে কিছুই জানতাম না। আর দায়িত্ব ছাড়ার পর আর কিছু দেখার বা জানার সুযোগ ছিল না।

এর আগে সোহেল তাজ ১৫ই আগস্ট এক ফেসবুক পোস্টে বলেছেন, সত্য বলার সময় এসেছে। সত্যই হচ্ছে সবচেয়ে বড় শক্তি। পিলখানা হত্যাযজ্ঞের সুষ্ঠু তদন্ত হওয়া উচিত। একজন মানুষের সবচেয়ে বড় সম্বল হচ্ছে তার আত্মসম্মান আর মর্যাদা এবং সত্যই হচ্ছে সবচেয়ে বড় হাতিয়ার আর ঢাল। তিনি লিখেছেন, 'আপনারা যারা জেনে না জেনে বা বুঝে না বুঝে কোনো প্রমাণ ছাড়াই আমাকে নিয়ে পিলখানা হত্যাযজ্ঞের সঙ্গে জড়িত থাকার মিথ্যা অপপ্রচার করছেন, তাদের উদ্দেশ্যে বলবো- এই কাজটা ঠিক না। আমিও বাংলাদেশের সব বিবেকবান মানুষের মতো হতভম্ব হয়েছিলাম, স্তম্ভিত হয়েছিলাম। আমিও মানসিকভাবে মর্মাহত হয়েছিলাম। আমিও সত্য জানতে চাই এবং সুষ্ঠু তদন্ত চাই। ভবিষ্যতে পুনঃতদন্ত হলে আমার অভিজ্ঞতা এবং পর্যবেক্ষণগুলো বলতে চাই।

প্রায় ১৫ বছর আগের ওই ঘটনা ৫ই আগস্ট সরকার পতনের পর থেকে আলোচনায় এসেছে। বিডিআর কল্যাণ পরিষদও এই ঘটনা পুনঃতদন্ত ও ৯ দফা দাবি জানিয়েছে। এ ছাড়া পিলখানায় বিদ্রোহের ঘটনায় দায়ের করা মামলার আসামি বিডিআরের উপ-সহকারী পরিচালক (ডিএডি) বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. আব্দুর রহিমের কারাগারে মৃত্যুর ঘটনায় হত্যা মামলা করা হয়েছে। ২৫শে আগস্ট ঢাকার মহানগর হাকিম মো. আখতারুজ্জামানের আদালতে আব্দুর রহিমের ছেলে এডভোকেট আব্দুল আজিজ এই মামলা করেন। মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাবেক বিজিবি মহাপরিচালক ও সাবেক সেনাপ্রধান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আজিজ আহমেদ এবং পিলখানা বিদ্রোহ মামলার আইনজীবী মোশারফ হোসেন কাজলসহ ১১ জনের বিরুদ্ধে এ মামলা হয়। মামলায় অন্য আসামিরা হলো- সাবেক কারা-মহাপরিদর্শক ব্রিগেডিয়ার জে নারেল মো. আশরাফুল ইসলাম খান, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস, সংসদ সদস্য শেখ সেলিম, নুর আলম চৌধুরী লিটন, শেখ হেলাল, জাহাঙ্গীর কবির নানক, মির্জা আজম ও হাসানুল হক ইনু। এ ছাড়া ২০১০ সালের জুলাইয়ে দায়িত্বরত কেন্দ্রীয় কারাগারের জেল সুপার এবং কারাগারের চিকিৎসকদেরও আসামি করা হয়েছে। অজ্ঞাতনামা আরও ২০০ জনকে আসামি করা হয়েছে।

পিলখানা হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু তদন্ত ও চাকরিচ্যুত বিডিআর (বর্তমান বিজিবি) সদস্যদের চাকরিতে পুনর্বহালের দাবি জানিয়েছে বিডিআর কল্যাণ পরিষদ। গত সপ্তাহে জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বিডিআর কল্যাণ পরিষদের উপদেষ্টা ফখরুল ইসলাম বলেন, তৎকালীন ফ্যাসিস্ট সরকার একটি দেশকে সন্তুষ্ট করতে, সেনাবাহিনীর সামর্থ্য ক্ষুণ্ন ও বাংলাদেশ রাইফেলসকে (বিডিআর) ধ্বংস করে নিজেদের ক্ষমতাকে সুদৃঢ় করতে সুপরিকল্পিতভাবে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে 'পিলখানা হত্যাকাণ্ড' ঘটিয়েছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পক্ষ থেকেও বিডিআর বিদ্রোহের ঘটনার পুনরায় তদন্তের কথা বলা হয়েছে।

চূড়ান্তভাবে অব্যাহতি

ভুক্তভোগী একটিভিস্ট রাইহান ইসলাম, হোসেইন ও ফয়সল আহমদ। সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, গত ৪ জুলাই ২০২৪ যুক্তরাজ্যের সাধারণ নির্বাচনের দিনে, গণতন্ত্র উদযাপনের মুহূর্তকে টাওয়ার হ্যামলেটসের একটি ঘটনা সব কিছুকে ছাপিয়ে যায়। চরম হতাশার সৃষ্টি করে এই উদ্বেগজনক ঘটনা। স্থানীয় তিনজন প্যালেস্টাইন সমর্থিত ব্যক্তিকে, যারা 'টাওয়ার হ্যামলেটস থ্রি' নামে পরিচিত, তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়। তখন তারা বর্তমান লেবার এমপি রুশনারা আলীর বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণভাবে প্রচারণা চালাচ্ছিলেন। তারা একটি মোবাইল ডিজিটাল বিলবোর্ড ব্যবহার করে রুশনারা আলীর ফিলিস্তিন সম্পর্কিত নেতিবাচক ভোটিং রেকর্ডের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করছিলেন। তারা মনে করেন, এটি তাদের বাকস্বাধীনতার অধিকার। এই গ্রেপ্তারের ঘটনা রাজনৈতিক সেন্সরশিপ এবং ভিন্নমত দমনের মতো পরিস্থিতি তৈরী করে, যা খুবই উদ্বেগের। অবশ্য পরে এই তিন জনের বিরুদ্ধে চার্জ গঠনে তথা অভিযোগ গঠনের মতো কোনো প্রমাণ দাঁড় করাতে পারেনি পুলিশ এবং সবাইকে অভিযোগমুক্ত ঘোষণা করে চূড়ান্তভাবে ছাড় দেওয়া হয়। ভুক্তভোগীনা হলেন রাইহান ইসলাম, হোসেইন ও ফয়সল আহমদ। তারা প্রত্যেকেই প্যালেস্টাইনের বিপন্ন মানুষের পক্ষের ক্যাম্পেইনার এবং চাকরি বা ব্যবসার মাধ্যমে স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, 'ভীতি, উৎকণ্ঠা, আতঙ্ক' এবং 'ভোটারদের অযথা প্রভাবিত করার' অভিযোগে তাদের তিনজনকে আটক করা হয়েছিল। তবে পুলিশ শেষে স্বীকার করে যে, আইনী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রমাণ তাদের হাতে নেই তাই অভিযোগগুলো বাতিল করা হয়। তিনজনকে ১২ ঘণ্টা ধরে আটক রাখা হয়, এই সময়ে প্রায় ৪০০ জন বাসিন্দা বেথনাল গ্রিন পুলিশ স্টেশনের বাইরে তাদের মুক্তির দাবিতে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদে জড়ো হন। এক পর্যায়ে অভিযোগ গঠন ছাড়াই দ্রুত মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্তটি গ্রেফতারের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের দুর্বল যুক্তির জানান দেয়।

এই গ্রেপ্তার স্থানীয়দের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি করে। অনেকে এই ঘটনাটিকে ভিন্নমত দমনের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত প্রচেষ্টা হিসেবে দেখছেন। পুলিশ স্টেশনের বাইরে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদে জনতার শক্তিশালী অবস্থান অনকাঙ্খিত গ্রেপ্তার প্রক্রিয়ায় ব্যাপারে জোরালো অবস্থানের জানান দেয়। যা প্রো-ফিলিস্তিনি সক্রিয়তার ব্যাপারে লেবার পার্টির ভিন্ন অবস্থান নিয়ে সৃষ্ট সমালোচনাকে আরও তীব্র করেছে।

এতে আরো বলা হয়, গ্রেপ্তারের পর, রুশনারা আলী বিবিসিতে তার নির্বাচনী এলাকার মানুষের বিরুদ্ধে 'হয়রানি এবং ভীতি প্রদর্শন' এর অভিযোগ করেছিলেন। এই অভিযোগ ফিলিস্তিন সমর্থিত একটিভিস্টরা প্রত্যাখ্যান করেন, যা এমপি এবং তার নির্বাচনী এলাকার মানুষের মধ্যে সম্পর্ককে আরও দুর্বল করে বলেও মনে করেন তারা।

সংবাদ সম্মেলনে টাওয়ার হ্যামলেটস থ্রি'র মুক্তি নিশ্চিত করতে ভূমিকার জন্য সলিসিটর এমা রহমানের প্রশংসা করে বলা হয়, টাওয়ার হ্যামলেটস-এ লেবার পার্টি জনবিচ্ছিনতার প্রমাণ দিয়েছে। যদিও তারা দাবী করে তারাও বাসীন্দাদের প্রতিনিধিত্ব করছে। কারণ, নির্বাচনে রুশনারা আলীর ম্যাজরিটি ৩৭ হাজার থেকে নেমে মাত্র প্রায় ১৬শতে পৌঁছেছে। টাওয়ার হ্যামলেটসের বাসিন্দারা ন্যায় বিচার, সমতা এবং মুক্ত অভিব্যক্তির অধিকারের পক্ষে আন্দোলন চালিয়ে যেতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে উল্লেখ করা হয়।

ইংলিশচ্যানেলে নৌকাডুবি

ানা গেছে। তাদের অধিকাংশই নারী ও শিশু। স্থানীয় সময় গত ৩ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার ফ্রান্সের বুলান শহরের কাছে নৌকাটি ডুবে যায়।

ফ্রান্সের উপকূলীয় শহর বুলানের সরকারি কৌসুলি জানিয়েছেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে মৃত সবাই আফ্রিকার দেশ ইরিত্রিয়ার নাগরিক। তবে উদ্ধারকারীরা তাদের নাগরিকত্ব সম্পর্কে এখনো পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য জানাতে পারেনি।

ফরাসি কোস্টগার্ড জানিয়েছে, নৌকাডুবির ঘটনায় ৫০ জনের বেশি অভিবাসনপ্রত্যাশীকে উদ্ধার করা হয়েছে। তাদের মধ্যে দু'জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

ফরাসি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জেরালড ডারমানিন জানিয়েছেন, নৌডুবিতে যারা এখনো নিখোঁজ আছেন তাদের উদ্ধারে অভিযান চালানো হচ্ছে।

এদিকে নৌকাডুবিতে প্রাণহানির ঘটনাকে 'ভয়ঙ্কর ও অত্যন্ত দুঃখজনক' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন যুক্তরাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইভেত্তে কুপার। আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, মঙ্গলবারের আগপর্যন্ত চলতি বছর নৌকার করে যুক্তরাজ্যে পৌঁছানোর চেষ্টার সময় ৩০ জন অভিবাসী মারা গেছেন। যা ২০২১ সালের রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গেছে। ওই বছর ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিতে গিয়ে ৪৫ জনের মৃত্যু হয়েছিল।

ইংলিশ চ্যানেল দিয়ে অবৈধ অভিবাসীরা যেন ফ্রান্স থেকে যুক্তরাজ্যে আসতে না পারেন সেজন্য সবসময় সচেষ্ট থাকার চেষ্টা করে দুই দেশের সরকার। কিন্তু তা সত্ত্বেও অভিবাসীদের এই ঝুঁকিপূর্ণ যাত্রা থামানো সম্ভব হচ্ছে না। সূত্র : বিবিসি

যা ঘটেছিলো গণভবনে

বৈঠকে আইজিপি জানান, পুলিশের পক্ষে আর সম্ভব হচ্ছে না। একদিকে গুলির সংকট, অন্যদিকে জন-উপস্থিতি প্রতিনিয়ত বাড়ছে। গুলি করেও থামানো যাচ্ছে না। যদিও এ সময় শেখ হাসিনা আইজিপি'র প্রশংসা করেন। তবে সবার কথা শেষে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, তোমাদের দিয়ে কিছু হবে না। আমি সেনাবাহিনীকে বলবো গুলি করতে। কারফিউ আরও কঠিন করতে। সেনাবাহিনীর তরফে আগেই জানানো হয়েছে কোনো অবস্থাতেই তারা গুলি করবে না। হাসিনা এটা শোনার পর কোনো একজন কর্মকর্তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমি তোমাদের জন্য কী না করেছি! তোমরা এখন সবাই গা বাঁচানোর চেষ্টা করছো। যা করার আমিই করবো। হাসিনা তখন আরও বলেন, সেনাবাহিনী মার্শাল ল' দিচ্ছে না কেন। তাহলেই তো পরিস্থিতি ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

মানবজমিন এটাও জানতে পেরেছে, সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন মার্শাল ল'র পক্ষে তাদের সায় নেই। মার্শাল ল' দিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করা সম্ভব নাও হতে পারে। তাছাড়া বিশ্ব পরিস্থিতিও মার্শাল ল'র অনুকূলে নয়। এখানেই বৈঠক শেষ হয়ে যায়। একাধিক সূত্র নিশ্চিত করেছে, আন্দোলনকে বিপথগামী করতে টাকা ছড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়। তখন গণভবনে গচ্ছিত টাকা দেয়া হয় নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে। পরদিন পালিয়ে যান শেখ হাসিনা। এই সময় গণভবনে লুট হয়। লুটকারীরা টাকাও নিয়ে যায়। তবে কতো কোটি টাকা ছিল জানা সম্ভব হয়নি। পঞ্চান্ন লাখ টাকা উদ্ধার করে সেনাবাহিনীর হাতে দেয় ছাত্র-জনতা।

পাচারকৃত অর্থ ফেরাতে

বাংলাদেশ (টিআইবি) ও যুক্তরাজ্যভিত্তিক চারটি দুর্নীতিবিরোধী সংস্থা। গত মঙ্গলবার (৩ সেপ্টেম্বর) এক সংবাদ বিবৃতিতে এমন তথ্য জানানো হয়েছে।

টিআই-ইউকে, ইউকে অ্যান্টি করাপশন কোয়ালিশন, ইন্টারন্যাশনাল লইয়ারস প্রজেক্ট, স্পটলাইট অন করাপশন ও টিআইবি কর্তৃক যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্র ও বৈদেশিক উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রীর সমীপে প্রেরিত যৌথ চিঠিতে "নতুন বাংলাদেশ"-এর দুর্নীতিমুক্ত, স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক ও গণতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ নির্মাণে অবৈধ অর্থ-সম্পদের মালিকদের জবাবদিহি নিশ্চিত করা এবং পাচারকৃত অর্থ দেশে ফেরত আনার জন্য বাংলাদেশ সরকারকে সক্রিয় সহযোগিতার আহ্বান জানান সংস্থাগুলোর প্রধানরা।

এ বিষয়ে টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, বাংলাদেশ থেকে যে সকল দেশে অর্থ ও সম্পদ পাচার করা হয়েছে, তাদের সকলেই আমাদের উন্নয়ন, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ অংশীদার এবং তারা জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ প্রতিশ্রুতির কার্যকর বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ সকল দেশকে তাদের এখতিয়ারে থাকা সকল বাংলাদেশি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অবৈধ সম্পদ ফ্রিজ করার জন্য অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার আহ্বান জানাই। পাচারকৃত সম্পদ বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ ও অর্থ পাচারকারীদের জবাবদিহির আওতায় আনার জন্য বাংলাদেশ সরকার ও সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানের জন্য বিশেষ করে যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, সুইজারল্যান্ড, ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোর পাশাপাশি সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, হংকং এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের সরকারের প্রতি আহ্বান জানাই।

স্পটলাইট অন করাপশনের নির্বাহী পরিচালক সুসান হোলে বলেন, যুক্তরাজ্যে পাচারকৃত সম্পদ খুঁজে বের করতে এবং আশ্রিত দুর্নীতিবাজ ব্যক্তিদের জবাবদিহিতার আওতায় আনতে যুক্তরাজ্যকে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি মোতাবেক সহায়তা করতে হবে। বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এই সময়ে দুর্নীতিবিরোধী প্রচেষ্টা জোরদার করার মাধ্যমে যুক্তরাজ্য দেশটির প্রতিশ্রুত গণতান্ত্রিক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

অন্যদিকে টিআই-ইউকে-এর ডিরেক্টর অফ পলিসি ডানকান হেম্‌জ বলেন, আমরা জানি, অপ্রদর্শিত সম্পদের অধিকারী বাংলাদেশি রাজনীতিবিদ এবং দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত অভিজাত ব্যবসায়ী মহলের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সম্পত্তি রয়েছে যুক্তরাজ্য এবং অন্যান্য দেশে। ব্রিটিশ সরকারের সারাবিশ্বে মিত্ররাষ্ট্রসমূহ এবং বাংলাদেশের সুশীল সমাজের সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করা উচিত, যাতে নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তি এবং তাদের সহায়তাকারীদের বিদেশে পাচারকৃত সম্পদ ফ্রিজ করা উচিত; যাতে তাদের অবৈধ উপায়ে অর্জিত সম্পদ তারা ভোগ করতে না পারে।

গত ৩০ আগস্ট যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে লেখা উক্ত চিঠিতে বলা হয়, ক্রান্তিলগ্নে থাকা বাংলাদেশে ক্ষমতাচ্যুত কর্তৃত্ববাদী সরকারের অধীনে থাকা সুবিধাভোগীদের বিপুল দুর্নীতি উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে। এ সকল সুবিধাভোগীদের পাচারকৃত অর্থ-সম্পত্তি বাংলাদেশের নাগরিকদের সম্পদ। 'নতুন বাংলাদেশ' এর পুনর্গঠনের পাশাপাশি দেশকে আরো স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক, গণতান্ত্রিক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক করে তুলতে সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পাচার হওয়া এই জাতীয় সম্পদ অতি দ্রুত চিহ্নিত ও পুনরুদ্ধার করা জরুরি।

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি যুক্তরাজ্য সরকারের সহায়তার প্রতিশ্রুতি এবং সমর্থনের কথা মনে করিয়ে দিয়ে চিঠিতে তিনটি বিষয় অতি জরুরিভাবে কার্যকর করার আহ্বান জানানো হয়।

প্রথমত, কোনো বাংলাদেশি ব্যক্তি বা কোম্পানির দ্বারা পাচারকৃত সম্পদ যুক্তরাজ্যে রয়েছে কি-না এবং তা পুনরুদ্ধারযোগ্য কি না, এ বিষয়ে যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সিকে সক্রিয় হয়ে পাচারকৃত অর্থ বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর উদ্যোগের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে উক্ত সম্পদ ফ্রিজ করাসহ সকল পদক্ষেপ নিতে অনুরোধ করেন পাঁচটি দুর্নীতিবিরোধী সংস্থার প্রধান।

দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান যেমন- দুর্নীতি দমন কমিশন, আর্থিক গোয়েন্দা বিভাগ, অপরাধ তদন্ত বিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয় এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সংস্কারের পাশাপাশি ফরেনসিক হিসাবরক্ষক ও আইনজীবীদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে যুক্তরাজ্য সরকারের প্রতি সহায়তার আহ্বান জানানো হয়। যাতে এই সংস্থাগুলো পাচার হওয়া অর্থ-সম্পদ শনাক্ত ও পুনরুদ্ধারে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নিতে পারে।

তৃতীয়ত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, হংকং এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত (বিশেষ করে দুবাই) সহ যে সকল দেশে বাংলাদেশের অর্থ-সম্পদ পাচার হয়েছে তাদের সঙ্গে সহযোগিতা ও সমন্বয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের এ সব সম্পদ দেশে ফেরত আনা এবং পাচারের সঙ্গে জড়িত সকলের জবাবদিহিতা নিশ্চিতের পথ ত্বরান্বিত করার আহ্বান জানানো হয়। সূত্র : বাংলাদেশ জার্নাল

বাংলাদেশে স্তন ক্যান্সার

সংবাদ সম্মেলন সঞ্চালনা করেন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক সলিসিটর মোঃ ইমতিয়াজ হোসেন। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন সংগঠনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আরিফ হোসেন কাজী।

বক্তব্য রাখেন বিদায়ী কমিটির সভাপতি মাহবুব ইজদালী খান, সাবেক সভাপতি ও বাংলাদেশের প্রধান প্রকল্প সমন্বয়কারী ডাঃ এম আব্দুল আউয়াল, সাবেক সভাপতি ডাঃ আব্দুল মজিদ, কোষাধ্যক্ষ মোঃ নুরুল ইসলাম ও কাউন্সিলার

পারভেজ আহমেদ । এতে ফ্রেন্ডস অব বাংলাদেশ ইউকের নতুন সভাপতি ডাঃ মোঃ জিয়াউল হক বেশ কয়েকটি মূল উদ্যোগের রূপরেখা তুলে ধরেন যা নতুন কমিটি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্পাদন করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে।

বিশেষায়িত ব্রেস্ট ক্যান্সার হাসপাতাল : বাংলাদেশে একটি বিশেষায়িত স্তন ক্যান্সার হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা । এই হাসপাতালটি স্তন ক্যান্সারের রোগীদের জন্য ব্যাপক যত্ন এবং সহায়তা প্রদান করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। মোবাইল ব্রেস্ট ক্যান্সার ডিটেকশন ইউনিট: একটি মোবাইল ব্রেস্ট ক্যান্সার ডিটেকশন ইউনিট মোতায়েনের পরিকল্পনা রয়েছে, যা সারা বাংলাদেশে ভ্রমণ করে স্ক্রীনিং পরিষেবা সরবরাহ করবে।

বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন ও ত্রাণ: সাম্প্রতিক বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য ত্রাণ ও পুনর্বাসন সহায়তা প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

দরিদ্র জনসংখ্যার জন্য সহায়তা: এতিম, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং দরিদ্র শিশুদের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি: সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য শিক্ষাগত অ্যাক্সেস এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ বাড়ানোর লক্ষ্য নিয়ে কার্যক্রম শুরু হবে।

আর্থিক সহায়তা এবং ক্ষুদ্রঋণ: উচ্চাকাঙ্ক্ষী উদ্যোক্তাদের জন্য আর্থিক সহায়তা ও ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হবে।

সাবেক সভাপতি ও বাংলাদেশের প্রধান প্রকল্প সমন্বয়কারী ডাঃ এম আব্দুল আউয়াল তাঁর বক্তব্যে বার্ষিক তহবিল সংগ্রহের জন্যে নৈশভোজের ঘোষণা দেন চলিত বছরের ১৯ অক্টোবর । এই নৈশভোজ ইলফোর্ডের ক্রিস্টাল ব্যাঙ্কেটিং হলে অনুষ্ঠিত হবে । তিনি সাংবাদিকদের মাধ্যমে নৈশভোজে কমিউনিটির সকলের উপস্থিতি কামনা করেন।

নবনির্বাচিত পূর্ণাঙ্গ কমিটি: গত ২৫ আগস্ট নির্বাচিত নতুন কমিটি নেতৃত্বে রয়েছেন সভাপতি ডাঃ মোঃ জিয়াউল হক, সহ-সভাপতি যথাক্রমে ডাঃ আমির আলী, সৈয়দ আরিফ হোসেন কাজী, সৈয়দ হামিদুল হক, খাদিজা নাসিম মিলি, সাধারণ সম্পাদক ডাঃ মোহাম্মদ আজিজ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সলিসিটর মোঃ ইমতিয়াজ হোসেন, কোষাধ্যক্ষ মোঃ নুরুল ইসলাম, সদস্য সচিব মোহাম্মদ আলাউদ্দিন সোহেল, সাংস্কৃতিক সম্পাদক ডাঃ এন আখতার পলিন, সামাজিক সম্পাদক মিসেস নাসরীন আজিজ ও মিডিয়া সেক্রেটারি মিসেস এস বেগম আক্তার

কাউন্সিল সদস্য: সর্বজনাব ডাঃ এ.টি.এম. মান্নান, কাউন্সিলার পারভেজ আহমেদ, ডাঃ এস এইচ জায়গীরদার, অ্যাডভোকেট আলী আকবর কাদের, ডাঃ হামিদুল হক, মতিউর রহমান, ডাঃ মুরাদ মতিন, ডাঃ আবু সাঈদ খান, মোঃ ওবায়দুল্লাহ, ডাঃ ফারুকুল ইসলাম, ডাঃ শম্পা দেওয়ান ও নাজমা খোন্দকার।

দুদকের নজরে ৩০০

গেই সংস্থাটির পক্ষ থেকে ১২টির বেশি অনুসন্ধান টিম গঠন করা হয়েছে। সংস্থাটির গোয়েন্দা ইউনিটের তৎপরতা বাড়ানোর পাশাপাশি ব্যক্তি পর্যায় থেকে অভিযোগ গ্রহণ করে ও গণমাধ্যমে প্রকাশিত দুর্নীতি সংক্রান্ত প্রতিবেদনগুলো যাচাই বাছাই করে তাৎক্ষণিকভাবে কমিশন থেকে অনুসন্ধানের অনুমোদন দেয়া হচ্ছে।

কর্মকর্তারা জানান, কমিশনের বর্তমান তৎপরতার ধারাবাহিকতায় গত দুই সপ্তাহের বেশি সময়ে আওয়ামী লীগ সরকারের সুবিধাভোগী অর্ধশত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অনুসন্ধান শুরু করা হয়েছে। এরই মধ্যে ২৬ জন সাবেক এমপি-মন্ত্রী ও প্রভাবশালী ব্যক্তির দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছে। টানা তিন মেয়াদে বিগত ১৬ বছর আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় ব্যাংক, বীমা, শেয়ারবাজার, অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান, তৎকালীন সরকারের মেগা প্রকল্পসহ অন্যান্য প্রকল্পে হাজার হাজার কোটি টাকা লুটপাট, দুর্নীতি ও পাচারের ঘটনা ঘটে। যদিও এসব অভিযোগ বিভিন্ন সময় দুদকের কাছে এলেও সংস্থাটির চেয়ারম্যান/কমিশনাররা তাদের ব্যাপারে আইনি পদক্ষেপ নেননি।

দুদকের ঊর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা বলেন, সরকারি দল ক্ষমতায় থাকার কারণে নানা সময়ে দুদকে অভিযোগ আসলেও তা আমলে নিয়ে কাজ করতে পারেনি দুদক। তবে এখন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার থাকায় কোনো চাপ নেই। যেকোনো দুর্নীতিবাজ ব্যক্তির বিরুদ্ধে অ্যাকশনে যেতে পারছে দুদক।

এদিকে, দুদক কেবল জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদের অনুসন্ধানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না বলে জানা গেছে। দেশের যেসব ব্যাংক থেকে ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরা প্রভাব খাটিয়ে নামে-বেনামে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ঋণ নিয়েছে, পরবর্তীতে সেসব ঋণ পরিশোধ করা হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে; এসব কর্মকাণ্ডে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। এ জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দুদকের অভিজ্ঞ কর্মকর্তাদের দ্বারা আলাদা টিম করে অনুসন্ধান করা হবে।

৭০ জনের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান শুরু: হাসিনা সরকারের পতনের পরপরই সাবেক অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল, সাবেক বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী, সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী, সাবেক নৌপরিবহন মন্ত্রী শাজাহান খানসহ ৭০ জন সাবেক মন্ত্রী-এমপি ও প্রভাবশালীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অনুসন্ধানে নেমেছে দুদক। এর মধ্যে গত ১৭ই আগস্ট সাবেক অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামালসহ চার এমপি ও ১৮ই আগস্ট সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করে দুদক। এর বাইরে ১৯শে আগস্ট সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশীসহ ৪১ জন মন্ত্রী-এমপি'র বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করা হয়। ২০শে আগস্ট সাবেক নৌপরিবহন মন্ত্রী শাজাহান খানসহ পাঁচ এমপি, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাবেক সহকারী (পিয়ন) মো. জাহাঙ্গীর আলম, ২৫শে আগস্ট সাবেক পাটমন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজীসহ চার এমপি ও একজন সাবেক আমলা, ২৭শে আগস্ট সাবেক দুই এমপি, ২৮শে আগস্ট সাবেক মৎস্যমন্ত্রীসহ চার এমপি ও ২৯ষে আগস্ট সাবেক রেলমন্ত্রী জিল্লুল হাকিমসহ দুই এমপি'র দুর্নীতি অনুসন্ধানে নামে সংস্থাটি।

সাবেক অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামালের বিরুদ্ধে অভিযোগে বলা হয়, মুস্তফা কামালসহ চারজন এমপি'র নেতৃত্বাধীন সিন্ডিকেট মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠানোর নামে প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা লোপাট করেছে। এই সিন্ডিকেটের নেতৃত্বে থাকা অপর সদস্যরা হলেন- সাবেক এমপি নিজাম উদ্দিন হাজারী, লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী ও বেনজীর আহমেদ। মাত্র দেড় বছরে তাদের মালিকানাধীন রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে প্রায় সাড়ে চার লাখ শ্রমিক পাঠিয়ে ওই অর্থ হাতিয়ে নেয়া হয়।

সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর বিরুদ্ধে অভিযোগে বলা হয়, ক্ষমতার অপব্যবহার করে বিভিন্ন দুর্নীতির মাধ্যমে তিনি যুক্তরাজ্যে ২০০ মিলিয়ন পাউন্ডের সম্পদ গড়েছেন। যুক্তরাষ্ট্র, লন্ডন ও সংযুক্ত আরব আমিরাতেও তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও ফ্ল্যাট রয়েছে। সাবেক বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজীর বিরুদ্ধে অভিযোগে বলা হয়, ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতির মাধ্যমে গোলাম দস্তগীর গাজী নামে-বেনামে হাজার হাজার কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ গড়েছেন।

তালিকায় আরও যারা রয়েছেন তারা হলেন- সাবেক মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ. ম. রেজাউল করিম, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী মনুজান সুফিয়ান, নৌপরিবহন মন্ত্রী শাজাহান খান, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাবেক মন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান ফিজার, সাবেক এমপি অসীম কুমার উকিল ও তার স্ত্রী যুব মহিলা লীগের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ও সংরক্ষিত নারী আসনের এমপি অপু উকিল। তালিকায় আছেন সিরাজগঞ্জ-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য জান্নাত আরা হেনরী, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাবেক উপ-প্রেসসচিব আশরাফুল আলম খোকন, সাবেক সহকারী (পিয়ন) ৪০০ কোটি টাকার মালিক মো. জাহাঙ্গীর, সাবেক বন ও পরিবেশমন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিন এবং সাবেক এমপি নুরুন্নবী চৌধুরী শাওন। এ ছাড়া সাবেক গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ, বরিশাল-২ আসনের সাবেক এমপি শাহ আলম তালুকদার, বরগুনা-১ আসনের সাবেক এমপি ধীরেন্দ্র নাথ শম্ভু ও তার ছেলে সুনাম দেবনাথ, গাইবান্ধা-৪ আসনের সংসদ সদস্য মো. আবুল কালাম আজাদ, রাজশাহী-৫ আসনের সংসদ সদস্য ডা. মনসুর রহমান, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাবেক মন্ত্রী মো. আব্দুর রহমান। দুদকের তালিকায় আছেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সাবেক এমপি সোলায়মান হক জোয়ার্দার, দিনাজপুর-৩ আসনের সাবেক এমপি ইকবালুর রহিম, মাগুরা-১ আসনের এমপি সাইফুজ্জামান শেখর, সাবেক রেলমন্ত্রী জিল্লুল হাকিম, সিরাজগঞ্জ-৪ আসনের এমপি শফিকুল ইসলাম শফিক রয়েছেন।

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

SAMUEL ROSS SOLICITORS
Legal Aid (Family, Housing & Crime)
Our contact: 07576 299951
Tel: 020 7701 4664, E: solicitors@samuelross.com

শেখ হাসিনার পলায়নের আগের রাত

যা ঘটেছিলো গণভবনে

'আমি তোমাদের জন্য কী না করেছি! তোমরা এখন সবাই গা বাঁচানোর চেষ্টা করছো। যা করার আমিই করবো'

ঢাকা, ৬ সেপ্টেম্বর : ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার আগের দিনও গণভবনে কোটি কোটি টাকা ছিল। কয়েকজন কর্মকর্তা এই টাকার দায়িত্বে ছিলেন। নির্ভরযোগ্য একাধিক সূত্র এই তথ্য নিশ্চিত করেছে। ৪ঠা আগস্ট রাতে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একাধিক নেতা ও নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে বৈঠক করেন। এই সময় টাকা বিলি-বণ্টন করা হয়। সর্বশেষ বৈঠকটি হয় তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ পাঁচজন নেতা ও কর্মকর্তার সঙ্গে। এর মধ্যে ছিলেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক, জুনাইদ আ হমেদ পলক ও মোহাম্মদ আলী আরাফাত। এ ছাড়া ছিলেন মেজর জেনারেল জিয়াউল আহসান ও একজন লেফটেন্যান্ট জেনারেল। সেই বৈঠকে হাসিনা সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন। বলেন, আর অপেক্ষা নয়। আর আপস নয়। নির্বিচারে গুলি চালিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করতে হবে। বৈঠকে যোগ দেন আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুন।

মানবজমিন জানতে পেরেছে, ---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

ফ্রেন্ডস অব বাংলাদেশ ইউকের নতুন কমিটি ঘোষণা

বাংলাদেশে স্তন ক্যান্সার হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ

লন্ডন, ৬ সেপ্টেম্বর : ১৯৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত লন্ডনভিত্তিক চ্যারিটি সংগঠন ফ্রেন্ডস অব বাংলাদেশ ইউকে (এফওবি) তাদের নতুন কার্যনির্বাহী কমিটির পরিচিতি এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা প্রকাশ করেছে। গত ২ সেপ্টেম্বর সোমবার সন্ধ্যায় লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবে আ য়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এই পরিচিতি প্রকাশ করা হয়। ---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

পাচারকৃত অর্থ ফেরাতে যুক্তরাজ্যকে ৫ সংস্থার চিঠি

দেশ ডেস্ক, ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ : বাংলাদেশ থেকে পাচার হওয়া অর্থ ফিরিয়ে আনার কাজে সহযোগিতা করার আহ্বান জানিয়ে যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্র ও বৈদেশিক উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রী ডেভিড ল্যামিকে চিঠি দিয়েছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল ---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

Editor: Taysir Mahmud
Published By: Reflect Media Ltd
31 Pepper Street, Tayside House, Canary Wharf, London E14 9RP
Telephone:
0203 540 0942 ● Advert: 07940 782 876
Email:
info@weeklydesh.co.uk ● advert@weeklydesh.co.uk